ইউরোপ ভ্রমণ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু
প্রণীত।

কলিকাতা ;

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল।

সূচিপত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সুইজারলণ্ড ভ্রমণ।

পৃষ্ঠা

ইউরোপ ভ্রমণ।

ফ্রান্স।

৫ই জুন, ১৮৮৪ সাল বৃহস্পতিবার, রুয়াঁ।

গ্রাণ্ড হোটেল। (GRAND HOTEL DE PARIS.)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ডে বিজয়াদশমী।

৪ ঠা জুন বুধবার সন্ধ্যা প্রায় ৮ টার সময় লণ্ডনস্থ ভিক্‌টোরিয়া নামক ষ্টেশন হইতে গাড়ি ছাড়িল। বন্ধুরা বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, করপীড়ন করিয়া, হ্যাট উত্তোলন করিয়া, উদ্দেশে হস্তচুম্বন করিয়া, আমাকে বিদায় দিলেন। মাঝের দুই একটা ষ্টেসনে দুই এক মিনিট থামিয়া বাস্পীয় শকট, রাত্রি ১০ টার সময় সমুদ্র তীরবর্ত্তী নিউহেভন নামক ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। গাড়ীর

কামরার মধ্যে আমার সহযাত্রী দুইটী ফরাসী ছিলেন। গাড়ী ছাড়িল; তাহারা রুটী ও পানীয়-সুধা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া উদর-দেবীর উপাসনা আরম্ভ করিল। ক্রমে আমার সহিত আলাপ হইল; তাহাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী, আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী,—তালে এক রকম মন্দ মিলিল না! তাহাদের ভোজ্যদ্রব্যে ভাগ বসাইতে যথাবিধি অনুরুদ্ধ হইলাম, কিন্তু সুসভ্য জাতির কেতা-দুরস্ত বাক্য-ছটা প্রয়োগে, অনুরোধ-হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। তাহাদের সহিত গল্প করিতে করিতে রাত্রিকালে রেলওয়ে-ভ্রমণের একঘেয়েত্ব অনুভব না করিয়া, ভ্রমণের শেষসীমা নিউহেভন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ইঙ্গিত মাত্র বাহক (অর্থাৎ ইংরেজকুলী) আসিয়া আমার জিনিষ-পত্র ও আমাকে গাড়ী হইতে জাহাজের বৈটকখানায় সাদরে লইয়া গেল। জাহাজ, ষ্টেশনের গায়ে লাগান; ষ্টেশনটী, সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া একদিকে রেলওয়ে যাত্রী, অপর দিকে জলযাত্রীদিগকে তুলিতেছে,

নামাইতেছে। বৈটকখানায় প্রবেশ করিয়া দুই তবকিত সারি সারি প্রস্তুত শয্যার একটা অধিকার করিয়া, বাহককে যৎকিঞ্চিৎ ইলাম দিয়া বিদায় করিলাম। সেই গৃহেই জলযোগের (Cold Supper) বন্দোবস্ত; জল যোগান্তে উড়নশীল ফেল্ট হ্যাট ছাড়িয়া জাহাজবাসোপযোগী টুপি পরিয়া, চিন্তাহারী নির্জ্জন-সহচর পাইপ টানিতে টানিতে, জাহাজের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিলাম। একে রাত্রি কাল, তাহাতে অল্প অল্প কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা গেল না। সাড়ে এগারটার সময় ধুম্ ধুম্ শব্দ হইল, জাহাজ টলিল, নিমেষ মধ্যে ইংলণ্ডের উপকূল ছাড়াইলাম। নিদ্রা-চেষ্টায় শয়ন মন্দিরে আসিয়া শয্যাবলম্বন করিলাম, কিন্তু নিদ্রা পরিবর্ত্তে চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল; কত কি ভাবিলাম, তাহা কত লিখিব; কত ভাঙ্গিলাম, কত গড়িলাম, কিন্তু কি যে ভাবিলাম তাহাও কিছু জানি না, এইরূপ চিন্তার মধ্যে থাকিয়াও শূন্যমনে ঘুমাইলাম।

প্রাতে ৫ টার সময় "টিকিট প্রস্তুত"

"যদি অনুগ্রহ হয়, টিকিট প্রস্তুত করুন"—ফরাসী ভাষায় এই কথা আমাকে একজন বলিলে, আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল। দেখ, এই একটা সামান্য বিষয়ে ইংরাজ ফরাসীতে কত ভিন্ন! ইংরাজ কার্য্যকুশল, ব্যবসাদারের জাত, বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় ও বীর্য্য ব্যয় তাহার কোষ্টিতে লিখে নাই। কেবল কাজের কথা—যাহা না বলিলে নহে, না শুনিলে নহে। ষ্টীমের দিন, বৈদ্যুতিক বার্ত্তার কাল;—ইংরাজ কালধর্ম্মাবলম্বী, কালধর্ম্মের মূর্ত্তিমান অবতার। ফরাশী, আদবকায়দা সুজনতায় ইউরোপের মুসলমান। সাড়ে পাঁচটার সময় ফ্রান্সের উপকূলস্থ ডিএপ নামক বন্দরে উপস্থিত। এখনও ইংরাজী-কথা দুই একটা শুনিতেছি, ইংরাজীলেখাও দুই চারিটা দেখিতেছি।

ভাই! ফ্রান্সে আজ প্রথম পদার্পণ। এতদিন ইংলণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের প্রতি এমনি মমতা হইয়াছিল যে, ছাড়িতে কষ্ট বোধ হইল। ইউরোপ দেখিবার ইচ্ছা যদিও বলবতী, তথাচ মনের আবেগ কে প্রতিরোধ করিতে পারে? ভাই

ভগ্নীর ন্যায় যে সকল বন্ধু পাইয়াছিলাম, তাহা-দিগকে ছাড়িয়া আসিতে,—হয়ত জন্মের মত ছাড়িয়া আসিতে, কাহার না মনোবেদনা হয়?
England with all thy faults, I love thee still:

ইংলণ্ড ছাড়িবার সময় একটা কথা বলিতে দিও। ইংরাজ, যদিও প্রথমে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুতা করিতে অগ্রসর নহেন, ইংরাজের বাহ্যদৃশ্য যদিও ঘন-ঘোর তমসাচ্ছন্ন, উত্তাপের লেশ মাত্র নাই বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু একবার উপরের জমাট-বরফ ভেদ করিলে নিম্নস্তরে উত্তাপের অভাব নাই। ইংরাজও মনখুলিয়া গলাগলি করিয়া আলাপ করিতে জানে। যদিও এমন বন্ধু খুব কম পাই-য়াছি, তথাপি যে দুই একজন পাইয়াছি, তাহা-দিগকে কখন ভুলিব না, তাহারা গৌরবের সামগ্রী। বিদেশে জনবুলের পিশাচমূর্ত্তি দেখিয়া, জনবুলের ঘরে জনবুলকে দেখিলে "এই কি সেই" বলিয়া মনে হয়!—সহসা চিনিয়া লওয়া ভার! পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম; সজীব পদার্থ মাত্রেই ইহা অন্তর্নিহিত। দেশ, কাল, জলবায়ু, পাড়া-প্রতিবাসীর প্রভেদে, সকল জীবেরই প্রতিনিয়ত

পরিবর্ত্তন হইয়া, কাহারও উন্নতি হইতেছে, কাহারও অবনতি হইতেছে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি উভয়ই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী। মহাত্মা ডারউইন ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য স্পেনসারকে শত ধন্যবাদ দিব—কারণ তাঁহারা না বুঝাইলে, আজি এই বিষম দৃশ্য, একাধারে নর ও পিশাচের মূর্ত্তি, হরগৌরীর মূর্ত্তি, গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-বৃত্তি কেমন করিয়া বুঝিতাম, কেমন করিয়াই বা তোমাকে বুঝাইতাম। যাহাহউক, জনবুলকে ঘরে না দেখিয়া একতরফা রায় দেওয়া উচিত নহে। প্রিয়জন! আজ তোমার গৃহ হইতে বিদায়! বিদায়-কালে আনন্দের সহিত, প্রীতির সহিত, দুই হস্তে তোমার কর-পীড়ন করিতেছি—ভয় করিয়া নহে, গুরুর ন্যায় সম্মান করি বলিয়া নহে, তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসি বলিয়া; তোমাকে যথার্থই ভাল বাসি, তোমার সহধর্ম্মিণী ও কন্যা-গণ আমার বহুসম্মান ও ভালবাসার পাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ফ্রান্সে পদার্পণ।

ডিএপে জাহাজ লাগিল। জাহাজ হইতে নামিয়া ব্যাগ সহ কফিরুমে (Coffee Room) উপস্থিত। মুখ হাত ধুইয়া, কাক-স্নান করিয়া, মাখনের সহিত রুটি ও কফি গ্রহণ করিলাম। যথা সময়ে বিল চাহিতে, দুই ফ্রাঙ্ক পঁচিশ সণ্টিমের এক বিল পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সেই রুটির অপভ্রংশ ও কফির গর্ভস্রাবের এত মূল্য! টাকা পয়সার দেশে অনেক দিন নাই, পাউণ্ড শিলিংএর দেশও আজ ছাড়িলাম, আজ ফ্রাঙ্ক-সাণ্টিমের দেশে উপস্থিত। ফরাশী-টাকার হিসাবের গূঢ় প্রদেশে তোমাকে একবার এই স্থলেই প্রবেশ করাই। একশত সাণ্টিমে এক ফ্রাঙ্ক, পঁচিশ ফ্রাঙ্কে ইংরাজী এক পাউণ্ড, দেশী দশ টাকা। ইংরাজী এক পেনী, ফরাশী দশ সাণ্টিম ও আমাদের তিন পয়সা,—প্রায় সমান। ফরাশী সু (Sou)

আজ কাল বড় শুনা যায় না, তবে জানিয়া রাখিলে ক্ষতি কি ? এক স্যু ইংরাজী অর্দ্ধ পেনীর সমান। যদিও ফরাশী দশমিক-প্রথা (decimal system), হিসাবের পক্ষে বড় সহজ, তথাপি নবাগতের পক্ষে একটু কেমন কেমন বোধ হয়; আমার ত একটু বেশ গোলমাল লাগিল। ইংলণ্ডে প্রথমে আসিয়া এইরূপই হয়, বেশ মনে আছে; তবে প্রভেদ এই, বাল্যকাল হইতে বার্ণার্ড স্মিথের অনুগ্রহে পাউণ্ড-শিলিং শুনিয়া আসিতেছি, ব্যবহার না করিলেও কলাপাত হইতে আরম্ভ করিয়া শ্লেট পেন্সিলে মক্স করিয়া কাগজ কলমে পাউণ্ড সিলিংএ হিসাব করিয়াছি, কিন্তু ফ্রাঙ্ক সাণ্টিমের সহিত কখন পরিচয় ছিল না। বিলের মূল্য চুকাইয়া দিয়া অনুচরের নিকট যথারীতি ধন্যবাদ পাইলাম। তবে 'thank you এর পরিবর্ত্তে merci monsieur। দেশের "বাবু" পদ কর্ণকুহর অনেক দিন শীতল করে নাই, ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতসন্তানের প্রদত্ত "মহাশয়" এবং নেটীব-প্রদত্ত "মিষ্টারের" পরিবর্ত্তে আজ হইতে 'মসিও' (monsieur) সম্বোধন আরম্ভ হইল। ফরাশী

'মসিও' পদ ইংরাজী 'মিষ্টার' অপেক্ষা শ্রুতি-মধুর ও অধিক সম্মান-ব্যঞ্জক। তবে ইংরাজী 'স্যর' (Sir) অনেকটা ফরাশী 'মসিও'র মত। এ কথা যখন পড়িল, তখন এ সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা এই স্থলেই বলিয়া রাখি। ইংরাজী 'মিস' (miss) ও ফরাসী 'মাদমুজেল' (madamoiselle), উভয় পদেরই অর্থ এক, উভয় শব্দেই "কুমারী" অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু প্রয়োগ স্বতন্ত্র। ভদ্র লোকে ভদ্র লোকের কুমারীকন্যাকে কেবল 'মিস' বলিয়া সম্বোধন করেন না, 'মিসের' সহিত তাঁহার নাম সংযোগ করেন, যথা 'মিস অমুক'; বিনাম—মিস্ বলিয়া সম্বোধন করিলে তাঁহার অপমান করা হইল। 'মাদমুজেল' বলিয়া সম্বোধন করিলে নামের সংযোগ বা বিযোগে মানাপমানের কোন কথাই নাই। তবে ভৃত্য-বর্গ, অনুচরবর্গ, ভদ্রলোকের কুমারীকন্যাকে 'মিস্' বলিয়াই সচরাচর উল্লেখ করিয়া থাকে, ভাষা প্রয়োগের কূট-শাসন ইহাতে কোন ভুল ধরে না। 'মিসেস্' (Mrs) ও 'মাদাম' (Madam) শব্দের প্রয়োগেও এইরূপ প্রভেদ। ইংরাজের

বিবাহিতা মহিলাকে 'মিসেসে'র সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে 'মিসেস্ অমুক।' 'মাদাম' বলিলে নাম উল্লেখে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইংরাজ-মহিলাকে 'মিসেস্' পরিবর্ত্তে 'মাদামিত' করিলে তাঁহার অন্তর্নিহিত গৌরববৃত্তি পরিতুষ্ট হইল। ভৃত্যবর্গের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবহার। তাহারা গৃকত্রীকে কেবল 'মিসেস্' বলিয়া সম্বোধন করে।

সাড়ে সাত টার সময় রেল গাড়ী, কাফি-গৃহের গায়ে আসিয়া লাগিল। হরিবোল হরি এই গাড়ী! হাড়গোড় ভাঙ্গা, অপরিষ্কার, দেখিলে কেমন অভক্তি হয়। বাহির যেমন, ভিতরও তদনুযায়ী। তবে এত শীঘ্র ফরাশী-গাড়ী বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া রায় দেওয়া ভাল হইতেছে না, পরে ভাল দেখিতে পারি। গাড়ী, ডিএপ ছাড়িয়া প্রথমে দেড়মাইল দীর্ঘ এক টনেল, পরে 'সি' নামক সর্পগতি নদী বিংশতি বার পার হইয়া, পবন বেগে চলিল। মালোনে নামক ষ্টেসন হইতে রুঁয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতি দেবীর মূর্ত্তি অতি মনোহর। ইংলণ্ডের নয়নরঞ্জন নব-

দূর্ব্বাদল শ্যামল ক্ষেত্রাবলী ও সপল্লব চেষ্টনট তরুশ্রেণী পূর্ব্বে অতি সুন্দর বলিয়া লিখিয়াছি, কিন্তু আজিকার দৃশ্য দেখিয়া, তাহা অপেক্ষাও সুন্দর বোধ হইল ; হইতে পারে, নূতন জিনিষের নূতনত্বই সুন্দর। বেলা ৯ টার সময় রুঁয়া নামক ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া থামিল। ষ্টেসন হইতে "গ্রাণ্ড হোটেলে" আসিয়া উপস্থিত হই-লাম। দ্বারে গাড়ী না থামিতে থামিতে দ্বারপাল অগ্রসর হইয়া আসিয়া সসন্ত্রমে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। আমি নামিলাম ; দ্বারপালের ঈঙ্গিত মাত্র এক জন মুটিয়া আসিয়া আমার ব্যাগ লইয়া চলিল। দ্বারপালের কি কাজ, পরে লিখিতেছি। আমি যে ফরাসী জানি, তাহাতে চেষ্টা করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম ; কিন্তু তাহাদের নেটীব-ফরাসীর বিন্দুমাত্র বুঝিলাম না। হোটেলে এক জন ইংরাজীওয়ালা স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী ছিলেন ; তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কথামত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হোটেলে মোট ফেলিয়া মুখ হাত ধুইয়া, সহর দেখিতে বাহির হইলাম। দুর্ভাগ্য

বশত আমিও বাহির হইলাম, আর আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু বৃষ্টি মানিলে চলে কৈ? জানি, এক দিনের অধিক রুঁয়াতে থাকিবার সময় নাই, বৃষ্টি মানিলাম না। হোটেলের ঠিক সম্মুখেই সীন নদী পূর্ব্ব-পশ্চিম বাহিণী হইয়া নগরের দক্ষিণ সীমা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হোটেল হইতে ঢীল ছুড়িলে নদীতে ফেলা যায়। নদীর ধারেই এক রাস্তা। ট্রাম, গাড়ী, ঘোড়া, লোকে রাস্তা পরিপূর্ণ। নদীবক্ষে নৌকার শ্রেণী, তীরে বাণিজ্যপোতের স্তূপ,—ব্যবসার তীব্রগতি প্রকাশ করিতেছে। নদী এই স্থানে প্রায় অর্দ্ধপোয়া প্রশস্ত; দুই বিশাল পুল দ্বারা এপার ওপার হওয়া যায়; নদীর অপর তীরে 'সাঁ-সিভেয়া' নামক সহর। সাঁসিভেয়া দর্শন সময়ান্তরের জন্য রাখিয়া রুঁয়ার নদীতীরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া বাহির হইলাম। রাস্তার পার্শ্বেই কাফের-শ্রেণী। কাফের বন্দোবস্ত খাঁটি ফরাসীর, ইংলণ্ডে এ প্রথা নাই। ফুটপাথের উপর কাফের চন্দ্রাতপ উঠিয়াছে; চন্দ্রাতপের অধোদেশে নরনারী দলে দলে কেহ পান ভোজনে নিযুক্ত, কেহ

পান ভোজনে নিযুক্ত ; কেহ গল্পে মসগুল ; কেহ সাময়িকপত্র পড়িতে যথার্থই নিহিতমন ; কেহ বা সাময়িক পত্র অবলম্বন করিয়া, পড়িবার ভাণ করিয়া, কুটিলকটাক্ষের কৌশল প্রদর্শনে আসক্ত। কাফের অন্দরমহল, সদরমহল আছে—অন্দর-মহলটী গৃহের মধ্যে ; তাপ-বৃষ্টি-নির্জ্জনপ্রয়াসীরা অন্দর-মহলাবলম্বী ; সদরমহল তাপনিবারনার্থ আতপত্রে মণ্ডিত, সায়ংসন্ধ্যা আতপত্র তুলিয়া লওয়া হয়। সুন্দর দিনে সায়ংসন্ধ্যা এইরূপ নীল নভোমণ্ডলকে চন্দ্রাতপ করিয়া, সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে, কফি 'সীপ' (Sip) করিতে করিতে প্রকৃতির শোভা প্রশংসা, বাণিজ্যের বিস্তার-আলোচনা, নরনারী-প্রকৃতি সমালোচনা ও তৎ-সহিত অন্তরাত্মাকে (inner man) শীতল করিতে কাফেতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা,—অতি আরামের বলিয়া বোধ হইল। সকলে যাহা করিতেছে, তাহাই করিতে দ্রুতপদে কাফেতে গিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র অনুচর আসিয়া নিকটে দণ্ডায়মান। পড়িবার জন্য ফরাশী কাগজ আনিয়া দিল। "বাপু, তোমরা কোন ইংরাজী কাগজ

রাথ কি ?" জিজ্ঞাসা করায়, এক দিনের পুরাতন এক খানি ডেলীটেলিগ্রাফ পত্রিকা আনিয়া দিল। সে কাগজখানি পূর্ব্বদিনই লণ্ডনে পড়িয়া আসিয়াছিলাম, পড়িবার বিশেষ কিছু ছিল না। তথাপি হুকুমমত, কফি না আসা পর্য্যন্ত, সেই কাগজখানি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, কফিগৃহের আলোচনা করিতে লাগিলাম। সময়মত এক পরিষ্কার বারকসে (Tray) করিয়া কফির সরঞ্জাম আসিয়া উপস্থিত। এক পরিপাটী ঘটিপূর্ণ (Jug) প্রস্তুতকফি, তদ্রূপ আর এক পরিপাটী ঘটিপূর্ণ ধুঁয়াউড়া দুগ্ধ, এক-খানি খুরিতে পাঁচ ছয় খানি চিনির চাক্তি,* চাম্‌চে-যুক্ত এক গেলাস, এক বোতল জল,

---

* কফি ও চার সহিত ইউরোপে ঝুরা চিনির ব্যবহার নাই। চিনির চাক্তির রেওয়াজ। ইংলণ্ডে আখের চিনি, ফ্রান্সে বিটরুট নামক মূলার ন্যায় উদ্ভিদের চিনি। লোকের বিশ্বাস, বিটরুটের চিনি আখের চিনির ন্যায় ঘোর মিষ্ট নহে, কিন্তু আমি কোন প্রভেদ দেখিলাম না। বিশেষ রাসায়নিক মতেও কোন প্রভেদ নাই। আখের চিনির চাক্তি ও বিট-

দুইখানি ফরাশী রুটী (roll), একটি বাটি (cup) ও একখানি তুয়ালে (Serviette) ;—সমস্ত বাসন-গুলি অতি পরিপাটী ও মানান-সই। প্রথমে খালি গেলাস ও জলের বোতলের অভিপ্রায় জানিতাম না। বিদেশ দেখার মধ্যে ইংলণ্ড ; ইংলণ্ডে কফিপানের এরূপ প্রথা নাই, কাজে কাজেই জলের বোতল ও খালি গেলাসের মর্ম্ম প্রথমে বুঝি নাই। অপরের দেখিয়া জানিলাম, কফি অধিক গাঢ় বোধ হইলে, গ্লাসে ঢালিয়া জল মিশাইয়া পাতলা করিতে হয়। কফির আস্বাদন লিখিয়া কি জানাইব ! সুধা বলিলেই হয়, এমন কফি পূর্ব্বে কখন পান করি নাই। বিশেষ, ইংরাজী-কফির অপচারের সহিত তুলনায়, ইহা আরও উৎকৃষ্ট বোধ হইল। ইংরাজেরা কফি প্রস্তুত করিতে জানে না, তাহারা নিজেই এ কথা

রুটের চিনির চাক্‌তি,—আকারে কিছু প্রভেদ। ইউরোপের সহিত যখন নেপোলিয়নের যুদ্ধ ঘটে, চিনির রপ্তানি বন্ধ হয়, তখন নেপোলিয়ন স্বীয় বুদ্ধিবলে বিটরুটের মর্ম্ম বুঝিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া ঘরের চাসে চিনি প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করেন।

স্বীকার করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফ্রান্স যাহাদের ‘ভাতঘর’,পারিস-ফ্যাশন যাহাদের অনুকরণীয়, যাহারা প্রতিনিয়ত, ফরাশীদের সহিত মিলিত হইতেছে, তাহারা ইংরাজী ও ফরাশী-কফির স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ জানিয়া, নিজমুখে স্বীকার করিয়াও এ সামান্য বিষয়টা শিক্ষা করে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কথাই আছে “পেটে খেলে পিঠে সয়”—কফি পান হইল—উদর প্রসন্ন হইল, ভ্রমণের আর কোন প্রতিবন্ধকই রহিল না। প্রথমেই অনুসন্ধান করিয়া পোষ্ট আফীসে গেলাম,—জানিবার জন্য, কবে ভারতীয় মেল অর্থাৎ চিঠি যাইবার দিন এবং চিঠি-প্রতি মাসুলই বা কি? ভাষা-বিপত্তি বশত অনেক গোলযোগের পর,মেল যাইবার দিন জানিলাম। মাশুল, পত্র-প্রতি আড়াই

সাণ্টিম; ইংলণ্ড হইতে ভারতে পত্র পাঠাইতে যে মাশুল, ঠিক তাহার অর্দ্ধেক। ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডেই পত্র পাঠাও, আর ভারতেই পাঠাও, সর্ব্ব বিদেশেই এক নিয়ম, দুরাদূর প্রভেদ নাই। বেলজিয়মেও এইরূপ জানি আর যদি না ভুলিয়া থাকি, ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ। ইংলণ্ড হইতে ইউরোপে চিঠি পাঠাইতে হইলে পাঁচ পেনী দিতে হয় না; ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে আড়াই পেনী বা পঁচিশ সাণ্টিম। কেবল ভারতের পক্ষে পাঁচ পেনী।

পোষ্টাফীসে গোলযোগ কেন বুঝিলে ত? গোঁ গাঁ করে আমি যে কেতাবী-ফরাসী বলিলাম, তাহা তাহারা এক রকম বুঝিল, কিন্তু তাহাদের কথায় আমি দন্তস্ফুট করিতে পারিলাম না। ফরাসী লেখা বুঝা, ও কথা বুঝা অনেক প্রভেদ। লেখায় সন্ধি নাই, কিন্তু কথা বলিতে হইলে দুই তিন চারিটা কথা মিশাইয়া উচ্চারিত হয়। আমার ফরাসীর এখনও তত দৌড় হয় নাই, যে তাহা বুঝিয়া উঠি। বিশেষ, ফরাসী দেশে আমার এই প্রথম দিন। আমার

ত ভরসা হয় না, কখন ফরাসী কথা বুঝিতে পারিব, তবে ইহারা ভরসা দেয়, দশ কুড়ি দিন এখানে থাকিলে, এদেশের লোকের সহিত মিশিলে, শুনিতে শুনিতে কাণ দুরস্ত হইয়া আসিবে। শুভ সম্বাদের মিথ্যাও ভাল, পারি না পারি, ভরসা ত পাইলাম, দেখা যাউক কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে।

পোষ্টাফীসের কাজ সারিয়া যাঁ-দার্ক (Jean d' Arc) নামক রুয়াঁর এক প্রধান রাজপথ দিয়া Tour de Jean d' Arc অর্থাৎ জুয়ান-অফ-আর্কের মনুমেণ্ট বা কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিতে গেলাম; এখানে জুয়ান-অফ-আর্ক এক সময়ে কারারুদ্ধ থাকেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপ অগষ্টস্ (Philip Augustus) এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। মনুমেণ্ট দেখিয়া হাটতলা (Market) দেখিতে গেলাম। এরূপ হাটের ব্যবস্থা বিলাতের রাজধানী লণ্ডনে নাই বলিলেই চলে। সিটি অংশে লণ্ডনে এরূপ দুই একটা হাট আছে মাত্র, অন্যত্র বা ইংলণ্ডের অন্য কোন সহরে হাটের এরূপ পাকা বন্দোবস্ত নাই। গ্রামের বা নগরের প্রকাশ্য

স্থানে হাটতলায় মাসে একবার বা দুই বার হাট হইয়া থাকে, অন্য সময়ে মুদীর দোকানে (Grocer's Shop) শাক্ শবজী, তরি তরকারী ঝাল হরিদ্রা ক্রয় করিতে হয়। রুঁয়ার হাটের পাকা বন্দো- বস্ত, ঠিক কলিকাতার মিউনিসিপাল-মার্কেটের ধরণে। শুনিয়াছি ফ্রান্সের সকল সহরেই এই- রূপ ব্যবস্থা ; রাস্তার মুদীর দোকানে গিয়া বাজার করিতে হয় না। বাজারের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া Notre Dame বা প্রধান রোমান কাথলিক ভজ- নালয় দেখিতে গেলাম। ঘটনাক্রমে উপসনার সময় যাইয়া উপস্থিত। প্রকাণ্ড হল, লোকে লোকারণ্য, প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাগম, সুন্দর বাজনা (Organ) বাজিতেছে ও ধর্ম্মগীত চলিতেছে। গীতবাদ্য অতি শ্রুতিমধুর বলিয়া বোধ হইল, সচরাচর ধর্ম্মমন্দিরে সেরূপ শুনা যায় না। উপরেই বলিয়াছি, রোমান কাথলিকের দেশ, রোমান কাথলিকের ভজনামন্দির, ভিতরটা আমাদের পূজার দালানের মত, ধূপ ধূনার ধুম উঠিয়া সৌগন্ধে গৃহাভ্যন্তর আমোদিত করিয়া তুলি- য়াছে, বাতি জ্বলিতেছে, দেব দেবীর চিত্র বিরাজ

করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা বাজিতেছে; আমাদের যেন দুর্গোৎসবের আরতি চলিতেছে। ইংরাজী গীর্জ্জায় যেখানে জানু পাতিবার ব্যবস্থা সেখানে লোকের কেবল সম্মুখে ঈষৎ হেলিয়া হেঁটমস্তকে বসিলেই চলে; কিন্তু রোমান কাথলিক গীর্জ্জায় যথার্থ জানুপাতা,—ইংরাজের পোষাকী জানুপাতা নহে। ইংলণ্ড ছাড়িবার পূর্ব্বে এক রবিবার রোমান কাথলিক পুরোহিত কার্ডিনেল মানিংএর (Cardinal Manning) ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে যাই, সেখানেও এইরূপ ধূপ ধূনা শাঁক ঘণ্টার ব্যবস্থা; তাহাতেই বোধ হইতেছে, রোমান কাথলিকদের প্রথাই এইরূপ। আমার সময় অতি অল্প, শীঘ্রই বাহির হইতে বাধ্য হইলাম। গীর্জ্জা মন্দির গথিক ধরণে নির্ম্মিত, যদিও বাহির হইতে দেখিতে তত বাহার নাই। চূড়া দুইটা, একটা ২৩০ ফিট উচ্চ, আর একটা কিছু কম। প্রথম চূড়ার নাম "মাখমের চূড়া" (Tour de Beurre)। লেণ্ট বা গুডফ্রাইডের সময় মাখম খাইবার ফ্রী-পাস দিয়া যে টাকা উঠে, সেই টাকায় ইহা নির্ম্মিত। সেই জন্য এই নাম।

এই দুইটা চূড়া ব্যতীত আর একটা ৪৬৫ ফিট উচ্চ লৌহ চূড়া। গবাক্ষের সংখ্যা এত অধিক যে, প্রাচীর নাই বলিলেই হয়, রঙ্গিন কাঁচ দ্বারা এই সকল গবাক্ষ পূর্ণ। ত্রয়োদশ শতব্দীর প্রথমে ইহা নির্ম্মিত।

এই দুই একটা স্থান দেখিতেই দিন কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে সাড়ে ছয়টার সময় হোটেলে আসিয়া "টাবল ডোটে" (table d' hote) যোগ দান করিলাম। "টাবল ডোট" কি জান? প্রায় সকল হোটেলে অপরাহ্ন ছয়টা সাতটার মধ্যে সাধারণের ডিনারের জন্য টেবিল সজ্জিত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ে ঘণ্টা বাজিল, হোটেল-স্থায়ী অতিথিরা টেবিলের নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিল; অস্থায়ী অনাহূত ব্যক্তিরা বহির্দ্বারের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অতিথি হইল। অনাহূত ব্যক্তিদের হোটেলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহারা নির্দ্ধারিত মার্কা মারা মূল্য দিয়া আহার করিয়া গেল মাত্র। সকল হোটেলের দ্বারে দ্বারে দেখিবে, "টাবল ডোটের" সময় ও নির্দ্ধারিত মূল্য লিখিত। কাহাকেও

জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক নাই। "টাবল ডোটে" যে ডিনার পাওয়া যায়, তাহা বেশ ভাল; স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া প্রচুরভাবে সেইরূপ ডিনার পাইতে যে ব্যয় হয়, ইহাতে তদপেক্ষা সস্তা। যাঁহারা ভাল ডিনার চান, অথচ অল্পব্যয়ে সারিতে চাহেন, তাঁহারা যেখানে থাকুন না কেন, ডিনারের সময় কোন এক ভাল হোটেলের "টাবল ডোটে" যোগ দেন। সমস্ত দিন টো টো করিয়া ভ্রমণ করিয়া জঠরানলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল বুঝিতেই পার। ডিনারের যথাবিধি সম্মান রক্ষা করিলাম, অনলে জল পড়িল। উদর প্রসন্ন হইল, মনও প্রসন্ন হইল, মনোমত ভোগ পাইলে দেবতা প্রসন্ন হন, আমি ত ক্ষুদ্র নর। এত দিন ইংরাজী ডিনার খাইয়া, সেই খাড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়া ধ্বংস করিয়া, আজ অরুচির রুচি ফরাসী-ডিনারে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া যথার্থই মন প্রসন্ন হইল। ইংরাজ-ঘরণীর মাংস রন্ধন এক রকম চলিয়া যায়, কিন্তু মৎস্য বা শাকশবজী পাকে তাঁহার আদবে হাত নাই। তিনি মৎস্য রাঁধিতে জানেন না; শাক পাক করা বিড়ম্বনা

মাত্র। আজ ফরাসীদের নানা প্রকারে প্রস্তুত মৎস্য ও শাকশবজী পাইয়া যথার্থই মুখ বদলান হইল। আজ আর এবিষয়ে অধিক বলিব না, বহুদর্শিতা হইলে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ট্রাম—ভোয়াটর ও হান্সম্ তুলনা—
বড়হাজ্‌রি—দ্বারপাল।

আহারান্তে "বুলভারে" (Boulvard) বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'বুলভার' কি, বলিতেছি। 'বুলভার' কি, বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবে। এক প্রশস্ত রাজপথ, উভয় পার্শ্বের ফুটপাথ বা পাদচারণের ধারেই নিকটে নিকটে সমান্তরালে সমোচ্চ তরুরাজি, স্থানের অসদ্ভাব না হইলে অপর ধারেও এক সারি বৃক্ষ। বুলভার ফরাসীনগরের প্রধান অঙ্গ, বিশেষ শোভা। ইংলণ্ডে এরূপ নাই—ইহা ইংরাজের অনুকরণীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদত্ত গার্ডেন-হাউসের (Garden House) প্রতিশব্দ 'বৃক্ষ বাটিকার' অনুকরণে

বুলভারের বৃক্ষপথ নাম দিলাম। বৃক্ষপথ সম্বন্ধে এস্থলে আর কিছু বলিতেছি না; পারিস নগরের বৃক্ষপথ দেখিয়া ইহার মনোহারিতার বিষয় পুনরুল্লেখের ইচ্ছা রহিল। বৃক্ষপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। এই খানেই বলিয়া রাখি, বিদেশে আসিয়া ভ্রমণ বিষয়েও আমাদিগের শিক্ষা। গদাই-লস্করি, বনিয়াদি, মৃদুমন্দ বেতালে চলন ইউরোপের চাল নহে। এদেশে সহগামীর সহিত তালে তালে পা ফেলিতে হইবে, তাল ভঙ্গ হইলে সহসা তাল শোধন করিবার কৌশল জানা চাহি। দূরদৃষ্টি না থাকার জন্য, তালে তালে পদবিক্ষেপের কি আবশ্যকতা আছে, এ কথা বলিতে, আমাদের দেশ হইতে অনেক নবাগতের মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু অল্প দিন মধ্যে তালিমি হইয়া, তাঁহাদিগকেই তালে পদবিক্ষেপের পাণ্ডা হইতেও দেখিয়াছি। ইহাতেই বুঝিবে, তালে পা ফেলার কোন মাহাত্ম্য আছে কি না? কেবল তালে চলা নহে, দ্রুতপদে গমনেও অভ্যাস চাই।

ভ্রমণোন্মুখ হইয়া বৃক্ষপথে উপস্থিত হইলাম।

ইহার নাম "বুলভার গাঁবেটা" (Boulevard Gambetta)। ভ্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বাটী, দ্বারদেশে লেখা Exposition অর্থাৎ প্রদর্শনী, যাহার ইংরাজী নাম Exhibition। দর্শনী এক ফ্রাঙ্ক। সঙ্গে ফ্রাঙ্ক না থাকায় পাউণ্ড ভাঙ্গাইতে গেলাম। এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক না দিয়া কুড়ি ফ্রাঙ্ক দিল। কি মনে করিয়া ২০ ফ্রাঙ্ক দিল বলিতে পারি না। বাকী পাঁচ ফ্রাঙ্ক চাহায় দিতে স্বীকার করিল না। পাউণ্ড ফিরাইয়া লইয়া হোটেলে আসিয়া ইতিবৃত্তান্ত বলিলাম। তাহাদের বিশ্বাস, যাত্রী দেখিয়া ঠকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার তাহা বোধ হইল না। জগন্নাথ যাত্রীরা যেমন পথিমধ্যে কেহ দুই আনা, কেহ চারি আনা, বাট্টা দিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া থাকে ; আমার বোধ হইল, ইহারাও সেইরূপ বাট্টা স্বরূপ পাঁচ ফ্রাঙ্ক উদরসাৎ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। এই বৃথা গোলযোগে অনেকটা সময় গেল, প্রদর্শনী দেখিবার সময় হইল না, প্রদর্শনীর অদৃষ্টে এক ফ্রাঙ্ক ও আমার পদধূলি নাই,

আমার অদৃষ্টে পাঁচ ফ্রাঙ্ক লাভ। প্রদর্শনীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, বৃক্ষপথে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে এত দূর গিয়া পড়িলাম যে, সেখানে জনমনুষ্যের সমাগম নাই। রাত্রি ৯টা। তখনও বেশ অন্ধকার হয় নাই; গ্যাসালোক কেবল মাত্র সেই জ্বালা হইতেছে। অপরিচিত প্রদেশে জনশূন্য রাস্তায় রাত্রিকালে অধিক দূর নিঃসঙ্গ ভ্রমণ করা, তত যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া ফিরিলাম। বৃক্ষপথ-দৃশ্য এত সুন্দর এবং জন-শূন্যতা সুন্দর-দৃশ্যকে এত সুন্দরতর করিয়াছিল, যে, ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। তখন একজন সঙ্গীর অভাব হইল; দুই জন হইলে, সে সুখের ভ্রমণ ছাড়িয়া কখন ফিরিতাম না।

স্বভাবের শোভা অবলোকন করিতে করিতে, রসজ্ঞ প্রেমিক সহচরের অভাব ভাবিতে ভাবিতে, চন্দ্রালোকে ও গ্যাসালোকে নিজের ছায়া, বৃক্ষের ছায়া ও তৎসঙ্গে মেঘ ও চন্দ্রের গতি দেখিতে দেখিতে, এক জনসঙ্কুল স্কোয়ারে (যেমন হেদো, লালদিঘি ইত্যাদি Square) আসিয়া উপস্থিত। বিনামা-পেশিতাঙ্গুলি পদদ্বয়ের বিশ্রামের জন্য

তথায় আসন পরিগ্রহ করিলাম, নতুবা বসিবার আবশ্যক ছিল না। একে গ্রীষ্মকাল, সন্ধ্যা সমাগত, তাহাতে আবার চন্দ্রালোক, স্কোয়ার লোকে লোকারণ্য। চাকরাণীর দল শিশুদিগকে আপাদ মস্তক কাপড়ে মুড়িয়া গাড়ীর ক্ষুদ্রাবতারে (Perambulator) চড়াইয়া, দুখের সুখের গল্প করিতে করিতে, প্রভুর নিন্দাবাদ গাহিতে গাহিতে, সারি গাঁথিয়া, রাস্তা জুড়িয়া চলিয়াছে। বালকেরা দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ী করিতেছে, বালিকারা বালকদলে কলিকা না পাইয়া স্বদলে স্কিপিং (Skipping) দড়ি লইয়া ডালে ডালে দড়ীর উপর দিয়া যোড়পদে লম্ফপ্রদান করিতেছে। প্রেমিকেরা (Sweet hearts) যোড় বাঁধিয়া, উহারই মধ্যে নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিয়া লইয়া, বৃক্ষের ছায়ার "আলো-আঁধারে" মুখোমুখি করিয়া "হারে নারোপিত-কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভিরুণা" অবস্থা অবলম্বন করিয়া, বা বাহু নিগড়বন্ধনের স্পর্শসুখ অনুভব করিতে করিতে, ধীরে ধীরে পদচারণ করিতে করিতে, হৃদয়ের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক, হৃদয়ের নিগূঢ়প্রদেশ হইতে ভালবাসা ঢালিয়া দিতেছেন।

অতৃপ্তভোগবাসনা বৃদ্ধ, অচেতন পদার্থের ন্যায়, নিশ্চেষ্ট হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া চুরোট টানিতে টানিতে,যুবক যুবতীর বাড়াবাড়ীতে চটিতে চটিতে, তিনি যে পৃথিবী হইতে সরিতেছেন,—চিন্তায় চিন্তিত। বিদেশীযাত্রী পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য, কোণান্তরে বসিয়া পুনর্ব্বার চলিতে হইবে ভুলিয়া, ভিন্নজাতীয় দৃশ্য দেখিয়া, মনে মনে টীকা করিতেছে, টিপ্‌নি কাটিতেছে, উকুন মারিতেছে। শ্রান্তি দূর হইল, স্কোকায় পর্য্যালোচনা হইল, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। সিঁড়ির পার্শ্বে টেবিলের উপর বাতি-দানস্থ বাতির কাতার, যেন সসজ্জ সৈন্যদল পেরে-ডের জন্য পেরেড ভূমে দণ্ডায়মান। ষাঁড়ের গলায় ঘণ্টার ন্যায় প্রত্যেক বাতিতে পিতলের এক নম্বর বাঁধা। আমার শয়নমন্দিরের নম্বরের সহিত, যে বাতির নম্বর মিলিল, সেই বাতী জ্বালিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজভোগ শয্যায় শয়ন করিলাম। যেই শয়ন, অমনি নিদ্রা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৬ই জুন, ১৮৮৪ সাল, শুক্রবার

গ্রাণ্ড হোটেল (Grand Hotel de Paris)

রুঁয়া।

আজ্ঞামত প্রাতে ৮টার সময় দ্বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ; প্রবেশ-আজ্ঞাদান এবং প্রাতের কফির সরঞ্জম-মণ্ডিত বারকোস্ হস্তে ভৃত্যের প্রবেশ। প্রাতের কফির ফরাসী নাম (Cafe au lait) (কাফে ও লে)। এই কফির আসবাব পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া ইহারই প্রশংসা করিয়াছি। বিছানায় থাকিতে থাকিতে, ঠাকুরদের কফিসংযোগে মঙ্গল-আরতি দানের বিধান, ফরাসী কেতা। আমাদের দেশের টুপিওয়ালারা ইহাকেই "ছোট হাজিরা" নাম দিয়াছেন; ইংলণ্ডে ইহার নাম গন্ধ নাই। ছোট হাজিরার কিছুক্ষণ পরেই কলে জল আসিয়া উপস্থিত, কামাইয়া মুখ হাত ধুইয়া, কাপড় চোপড় পরিধান করিয়া, একটু কাজ ছিল, করিতে বসিলাম। আমার শয়নমন্দির সিন

নদীর দিকে, ঠিক রাস্তার উপরেই। লোকজনের কলরব, গাড়ী ঘোড়ার ঘড়ঘড়ানি, ট্রেণের ভেরী, বাষ্পীয় কলের অহরহ তীব্র বংশীধ্বনি,—কাণ ঝালা পালা হইয়া উঠিল। লেখা ত্যাগ করিয়া, বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলাম। ইংলণ্ডে লোককে সতর্ক করিবার জন্য, ট্রামে সামান্য শীষ দেওয়া বাঁশী বাজান হয়, কিন্তু ফ্রান্সে বজ্রনাদী ভেরীর ব্যবহার। ট্রাম দুই প্রকার, ঘোড়ায় টানা ও বাষ্পীয় কলে টানা। অম্‌নিবস্ কি, "বিলাতের পত্রে" লিখিত আছে। "বস্," অম্‌নিবসের ডাক-নাম। অম্‌নিবস্ (Omnibus) দেখিলাম না, বোধ হয় এ ক্ষুদ্র সহরে ট্রাম ও বস্ উভয় যানের লোক হয় না। ভোয়াটর (Voiture) বলিয়া এক রকম ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, তাহার ঘোড়ার গলায় ঝুম্‌ঝুমির সারি। এক দিকে ট্রামের ভেরীতে কাণ ঝালাপালা, অপর দিকে ঘোড়ার গাড়ীর ঝুম্‌ঝুমি রবে অস্থির। ভোয়াটর গাড়ী অনেকটা বগী গাড়ীর মত, কিন্তু তত উচ্চ নহে, চাকা দুইখানা, কোচম্যানের স্থান সম্মুখে। লণ্ডনের হ্যানসম্ নামক গাড়ী দেখিয়া 'ভোয়াটর' জবড়জঙ্গ

বলিয়া বোধ হইল। সুন্দর গঠন, দ্রুতগমন; পশ্চাতে উপবিষ্ট কোচমেন-বিশিষ্ট-হ্যানসম গাড়ী লণ্ডনের রাস্তার এক শোভা। হ্যানসম গাড়ীর কোচম্যান উপরেই লিখিয়াছি, সম্মুখে না বসিয়া পশ্চাতে ছাদের নিকটে বসিয়া থাকে। ছাদের ফুটা দিয়া আরোহীর সহিত কথোপকথন হইবার সুবিধা আছে। কোচম্যান পশ্চাতে বসিয়া সহজে অশ্বকে আয়ত্ত করিতে পারে। হ্যানসম গাড়ী, অপরাপর গাড়ী অপেক্ষা সহজে থামান যায়। হ্যানসমেরও এক ঘোড়া, দুই চাকা, কিন্তু ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা নাই। হ্যানসম গাড়ী চাপিয়া অন্য ভাড়াটিয়া গাড়ী চাপিতে ইচ্ছা হয় না। ১৮৫৬ সালে লণ্ডনের অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়া ইহার কার্য্যকারিতা প্রথমে প্রমাণিত হয়, সেই অবধি ইহা লণ্ডনে ও ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

বেলা প্রায় ১টা হইয়া আসিল, এই সময়ে ফরাসীদের যে ভোগ সরে, তাহার ফরাসী নাম "ডেযনে" (Dejeuner)। ফরাশী "ডেযনে",

ইংরাজী 'ব্রেকফাস্ট' বা বালভোগ ও ইঙ্গভারনা-ক্কুলার বা সাহেবীবাঙ্গলা 'বড়হাজিরা',—একই জিনিষ। বড়হাজিরার পর, রুয়ঁা শেষদেখা দেখিতে বাহির হইলাম। রুয়ঁা দর্শনের স্মরণ-চিহ্ন (Souvenir) স্বরূপ প্রসিদ্ধ বাটী ও খ্যাতনামা স্থানের ফটোগ্রাফ কিনিলাম। এদেশে সকল নগরে, সকল সহরে, সেই সেই নগরের সেই সেই সহরের দৃশ্যাবলীর ফটোগ্রাফ-সংযুক্ত স্মরণ-পুস্তক (Souvenir) বিক্রীত হয়, দর্শকমাত্রেই প্রায় দুই এক খানি এইরূপ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় দর্শন বুঝাইবার পক্ষে ইহা মন্দ উপায় নহে। যে স্থানেই যাই, সেই স্থানের চিহ্ন স্বরূপ ফটোগ্রাফ বা অন্য কোন দ্রব্য আহরণ করিয়া থাকি, সুবিধা পাইলে অবসর হইলে, নূতন উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচরে পতিত হইলে, তাহাও সংগ্রহ করিবার বিশেষ চেষ্টা করি। এই প্রকার আহরণের বাতিক অনেক কাল হইতেই আছে, ইহাতে আমার কেমন আমোদ হয়। স্মরণ-চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া হোটেলে

ফিরিলাম, রুয়ঁার মায়া কাটাইতে বসিলাম। আজ্ঞামত দ্বারপাল (Porter) দ্বারে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া, গাড়ীতে ব্যাগ ইত্যাদি তুলিয়া রাখিয়াছিল। হোটেলের বিল (Bill) পরিষ্কার করিয়া, দ্বারপাল, হেড্ খানসামা ও বুটাদের * (Boots) যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া, পারিস গমনোন্মুখ হইয়া গাড়ীতে চাপিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে আঘাত পড়িল, গাড়ী দ্রুতপদে ষ্টেশনাভিমুখে চলিল। এই স্থানেই ফরাসী হোটেলের দ্বারপালের (Porter) বর্ণনা, মার্ক টোএনের (Mark Twain) কথায় বলিয়া রাখি। দ্বারপাল চব্বিশ ঘণ্টা, সোঁসাজে নকিবের ন্যায় সদর দ্বারে 'ঘাটি' রক্ষায় নিযুক্ত—যখনই আবশ্যক তাহাকে দ্বারে পাওয়া যাইবে। হোটেলের অতিথিদের নিকট সর্ব্বদাই তটস্থ। পাঁচ সাতটা ভাষায় তাহার অধিকার। তিনি অতিথিদের guide, friend and philosopher। এক কথায় দ্বারপাল হোটেল-তরীর কাণ্ডারি। তাহার পদ, হোটেল কেরাণীর উপর, হোটেলাধি-

---

* হোটেলে যাহারা জুতা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে "বুটস্" কহে।

কারীর স্থানীয়। যাহা জিজ্ঞাসা কর, সমস্ত তাহার জানা। জিজ্ঞাসা কর, কোন্২ সময়ে রেলগাড়ী ছাড়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাইবে। জিজ্ঞাসা কর, নগরের কে ভাল ডাক্তার; ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়ার রেট কত; মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কয়টি পুত্র কন্যা, কবে কবে চিত্রশালায় সাধারণের প্রবেশ-অধিকার, প্রবেশের জন্য টিকিট আবশ্যক হয় কি না, যদি হয় কোথায় পাওয়া যায় ও মূল্য কত; থিয়েটার কয়টার সময় আরম্ভ হইয়া কয়টার সময় বন্ধ হয়; আপাতত কি অভিনয় হইতেছে ও দর্শনী কত; সহরে মৃত্যু সংখ্যা কিরূপ; অমুককে কে প্রহার করিয়াছে—যাহা কিছু জিজ্ঞাসা কর, দ্বারপাল 'সব্‌জান্‌তা'; যদিই দুই একটা কথার উত্তর তৎক্ষণাৎ দিতে অপারক হয়, তুমি দুই তিন পাক ঘুরিতে না ঘুরিতে, সে বিষয় সন্ধান করিয়া সে তোমাকে বলিবে। কোন বিষয় পারিব না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকায়, তাহার বিশেষ অপমান বোধ। মনে কর, তুমি বলিলে বরানগর হইতে মক্কা দিয়া পিকিন যাইবার তোমার ইচ্ছা, রাস্তা ঘাটের বিষয় কিছুই জানা নাই;—আর কিছু

বলিতে হইবে না, তৎপর দিবস প্রাতে একফর্দ্দ কাগজ পাইবে, তাহাতে যাহা যাহা জানা আবশ্যক, সমস্ত তন্ন তন্ন লিখিত। ঈশ্বর সহায়, ভয় কি, বলিয়া ইউরোপের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ কর সত্য, কিন্তু বিচক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিবে, তুমি ঈশ্বরসহায়ের পরিবর্ত্তে দ্বারপাল-সহায় করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। সে তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারে, তোমার কি আবশ্যক; তোমাকে স্বয়ং কোন কাজ করিতে হয় না, যাহা আবশ্যক সমস্ত মুখে মুখে যোগাইয়া দিয়া, তাহারা ক্রমে তোমাকে অসহায় করিয়া তুলে। যত কাজের ভার দাও, ততই প্রসন্ন। ঘোড়ার গাড়ী আবশ্যক হইল, গাড়ী ডাকিয়া তোমাকে চড়াইয়া, কোথা যাইতে হইবে গাড়োয়ানকে বলিয়া দিয়া তোমাকে বিদায় করিল; আবার যখন ফিরিয়া আসিলে, অঞ্চলের নিধি, হারাণ-ধনের ন্যায় সসম্মানে তোমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। তুমি গাড়ী হইতে নামিয়াই যথাইচ্ছা চলিয়া যাও, গাড়োয়ানদের সহিত হুজ্জুত করা, হাঙ্গাম করা ইত্যাদি, যাহা আবশ্যক, দ্বারপাল

করিবে, দ্বারপালই নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া তোমাকে বিদায় করিবে। থিয়েটারে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া, তোমাকে টিকিট ক্রয় করিয়া আনিয়া দিল। হাতি ঘোড়া হইতে চিঠির টিকিট পর্য্যন্ত, যাহা আবশ্যক সমস্ত সে আনাইয়া দিবে। অবশেষে যখন হোটেল ছাড়িয়া চলিলে, দেখিবে, গাড়োয়ানের নিকট আর এক জন বসিয়া আছে, সেই লোক তোমাকে রেলের গাড়ীতে চাপাইয়া দিবে, টিকিট কিনিয়া দিবে, তোমার মোটঘাট ওজন করিয়া গাড়ীতে চাপাইয়া তোমাকে রসিদ আনিয়া দিয়া বলিবে "এ সমস্ত আনুগত্যের মূল্য, বিলে ছিল ; আপনি তাহা দিয়া আসিয়াছেন।" দ্বারপালের এতাধিক আনুগত্যের কলকাটি কিঞ্চিৎ তৈলবট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হোটেলের বিল—বেগারের পুণ্যে কারাবাস—
রুঁয়া হইতে পারিস যাইবার আড়াই ঘণ্টা।

হোটেলের বিল পরিষ্কার করিয়া দিয়া রুঁয়া ষ্টেশনে চলিলাম পূর্ব্বে বলিয়াছি। নমুনার স্বরূপ বিলের নকল দিতেছি ঃ—

GRAND DE PARIS.

ROURN.

Appartement No 33.

	Frank	Cent		ফ্রাঙ্ক	সাণ্টিম
Appartment 1 jour ...	6		শয়নগৃহ ১ দিবস	৬	
Service ...	1		খিদ্‌মদ্‌গারি ...	১	
Bougie ...		50	বাতি ...		৫০
1 Diner ...	5		১ ডিনার ...	৫	
1 Cafe noir ...	0	50	১ কাল কাফি...		৫০
1 Cafe au lait ...	1	50	১ সুগন্ধ কাফি...	১	৫০
	14	50		১৪	৫০

ইহার উপর বড়হাজ্‌রির মূল্য নিদানপক্ষে ৪ ফ্রাঙ্ক, ভৃত্যবর্গের বক্‌শিস ৩ ফ্রাঙ্ক ৫০ সাণ্টিম, যোগ করিলে ২২ ফ্রাঙ্ক হইতেছে।

ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র রেলের কুলি আমার ব্যাগ লইয়া চলিল। আমি কুলির পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া দ্বাররক্ষককে টিকিট দেখাইয়া একটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসংযোগে কুলিকে বিদায় দিলাম। জানিতাম না গৃহে বদ্ধ হইলাম, বেগারের পুণ্যে কারাগার দর্শন হইয়া গেল। যত যাত্রী আসিতে লাগিল, সকলেই সেই গৃহে বদ্ধ, প্লাটফরমে বা গাড়ী দাঁড়াইবার স্থানে যাইবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা অতি কুব্যবস্থা বলিয়া বোধ হইল। জনবুল কখন এ অত্যাচার সহ্য করিত না, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পদ-দলিত করিতে দিত না। ইংলণ্ডে এরূপ ত কখন দেখি নাই, স্বাধীনতন্ত্রের ধ্বজা তুলিয়া, ভ্রাতৃভাব, স্বাধীনতা ও সাম্য সাধারণ-সৌধমালার শিখরে শিখরে স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া, মুদ্রাযন্ত্র-মুখোদ্গীরিত স্বাধীনতা প্রবাহের উত্তাল তরঙ্গ-মালায় অঙ্গ ভাসাইয়া, ফ্রান্স অবশেষে ষ্টেশন-গৃহ-রূপী—গোষ্পদে হাবুডুবু খাইয়া নিমজ্জিত হইল। আমরা গৃহে বদ্ধ রহিলাম;

ক্রমে গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল; তখন জনৈক কর্ম্মচারী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল, আমরা কারাবাসের যমযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্লাটফরমে আসিলাম। শুনিলাম, যাত্রীদের বন্ধুবর্গ বিনা অনুমতিতে প্লাটফরমে আসিতে পায় না। ইংলণ্ড সোণার চাঁদ; স্বাধীন-তন্ত্রবাদী দেশ না হইয়াও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। যাহার ইচ্ছা প্লাটফরমে যাইতে পারে, গতিরোধ করিবার কেহ নাই। সীমান্ত ও সীমাদি ষ্টেশনের ত কথাই নাই, মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনেও যদি কেহ আপত্তি করে, মুখের একটা কথা খসান মাত্র আবশ্যক। ইংলণ্ডে আর আমি নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাভোগ, মেজাজ খারাপ করিয়া দিয়াছে, ঈষৎ ক্রুটী হইলেই গাত্রে শেলবৎ বিদ্ধ হয়। যাহাহউক সে কথায় আর এখন কি প্রয়োজন, যে দেশে যেমন আচার। চোরের ন্যায় গাড়ীতে আসিয়া চাপিলাম, কি জানি পাছে কেহ কিছু বলে। ডিএপ সহরে প্রথমে ফরাশী-গাড়ী দেখিয়া যে অভক্তি হইয়াছিল, রুঁয়া ষ্টেশনে

গাড়ী দেখিয়া সে অভক্তি হ্রাস হইল না, মত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইল না। আরও শিখিলাম, ফরাসী মেলট্রেণে (Grand Vitesse) কেবল প্রথম শ্রেণীর গাড়ী; দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের তাহাতে যাইবার অধিকার নাই। প্রথম শ্রেণীর গাড়ী, যাহা "বাদসাভোগ" হওয়া উচিত—তাহারই অবস্থা এইরূপ, না জানি দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থা কি প্রকার। ইংলণ্ডে মেলট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণী ত থাকেই, কোন কোন লাইনে তৃতীয় শ্রেণীরও বন্দোবস্ত আছে। তৃতীয় শ্রেণীতেও বেঞ্চ গদীমোড়া। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় কোন প্রভেদ নাই, কেবল দর্শনীর প্রভেদ ও সমাগত যাত্রীদের আচার ব্যবহারের প্রভেদ। ইংরাজের গাড়ী মনে করিতেছি, ফরাসী গাড়ী দেখিতেছি,—তুইটা বাজিল, বাঁশী ফুঁকিয়া গাড়ী ধীরে ধীরে প্লাটফরম ছাড়াইয়া চলিল; কৈ ঘণ্টার টং টং শব্দ গাড়ী ছাড়িবার ঘোষণা করিল না—তবে কি ইহাদের ঘণ্টা বাজাইবার প্রথা নাই? গাড়ী প্লাটফরম ছাড়িল, ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইল, সৌধমালা শোভিত, তরুরাজি

মণ্ডিত, রুঁয়া সহরকে অন্তরে করিল। অন্তর হইতে রুঁয়ার পরিক্ষেপ (Perspective) দর্শন চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইল।

গোটা ছয় সাত টনেল, ও ছয়বার সীন নদী পার হইয়া, দুই ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে একশত পঁচিশ মাইল অতিক্রম করিয়া, পারিসসস্থ পশ্চিম-বিভাগীয় রেলওয়ে কোম্পানির সাঁ-লাযার ষ্টেশনে বেলা সাড়ে চারিটার সময় উপস্থিত। রেলের গতি বড় মন্দ নহে, ঘণ্টায় প্রায় পঞ্চাশৎ মাইল। কিন্তু ইংলণ্ডের Flying Duchman প্রভৃতি দুই চারিটা মেলট্রেনের গতি ইহা অপেক্ষাও দ্রুত। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টা, গাড়ী সীন নদীর ধার দিয়া চলিল; আমাদের বামদিকে বরাবর নদীর বাঁধের ন্যায় এক পাহাড়মালা দেখা গেল। পারিসের অনতিদূরে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত সীন নদী বক্ষঃস্থিত দুইটী আনিকট * দেখিলাম। ফরাসী রেলওয়ে সম্বন্ধে আর কি নূতন দেখিলাম? প্লাটফরম ও গাড়ী যাইবার রেল, প্রায় এক সমতলে, আমাদের

* খাল প্রস্তুত জন্য নদী বক্ষস্থ প্রস্তরময় বাঁধ।

দেশে বা ইংলণ্ডে প্লাটফরম যেমন রেলওয়ে হইতে দুই তিন ফিট উচ্চ, ইহা তেমন নহে, উঠিতে নামিতে একটু অসুবিধা বলিয়া বোধ হইল। বিনা সাহায্যে কাপড়ের বোঝাই লইয়া উঠিতে নামিতে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কষ্ট, কিন্তু উঠা-নামা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম। যতক্ষণ গাড়ী কোন ষ্টেশনে থামিল, ততক্ষণ অবিরামে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিং টিং টিং করিয়া বাজিতে লাগিল; গাড়ি চলিয়া গেলে টিং টিং ধ্বনির বিরাম হয় কি না, বলিতে পারিলাম না। যে যে ষ্টেশনে গাড়ি থামিল না, সেই সেই ষ্টেশনের নিকট দিয়া যাইবার সময় সেই টিং টিং টিং ধ্বনি শুনিলাম। লক্ষ্য করিয়া শুনিলাম, গাড়ি ছাড়িবার অনতিপূর্ব্বে ঠুং করিয়া ঘণ্টার একটী মাত্র শব্দ হয়; ভারতের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের ত্রিঘাতী ঘণ্টার ব্যবস্থা নাই। গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিবার দুইটা বন্দোবস্ত; একটা আমাদের দেশীগাড়ীতে যেমন; আর একটা হুক বা ছিটকিনি—একটা খুলিয়া গেলে অপরটি দ্বারা দ্বার বন্ধ থাকে। পারিস ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, কষ্টম বা করাদায়ী কর্ম্মচারীরা আমার

ব্যাগ লইয়া একবার টানাটানি করিল। তামাক আছে কি না, চুরোট আছে কি না, করদেয় কোন দ্রব্য আছে কি না,—প্রশ্নাবলীর "না" উত্তর পাইয়া, আমাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দিল; সহজে তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। আমার ব্যাগ খোলা হইল না, দ্রব্যাদি উল্টাপাল্টা করাও হইল না। তাহাদিগকে মন খুলিয়া ধন্যবাদ দিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইলাম। এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; রাজপথে জলকাদা। গাড়ী ঘোড়া ও গাড়োয়ান জলকাদা মাখান। শুভদিনে শুভক্ষণে পারিস দেখিব; তাহা না হইয়া দুর্দ্দিনে তথায় আসিয়া উপস্থিত। গাড়ীতে উঠিয়া, হোটেলের ঠিকানা বলিয়া দিয়া, পারিস মধ্য দিয়া চলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রোষ্টবীফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—লণ্ডন ও পারিসের অভ্যর্থনা
নূতন পদচারণ—কিয়স্কে বা সম্বাদ-মন্দির—
আণ্টুমান—কাবিনেট।

L; HOTEL ST. MARIE
RUE DE RIVOLI
Paris (পারিস)

ইংলণ্ডের রাজধানী, বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান, নব্যভারতের মহাতীর্থ,পৃথিবীর মুখপত্র লণ্ডন নগর ত্যাগ করিয়া,—ফ্যাশনের জন্মভূমি, সভ্যতা-আকাশের সুখতারা, ইউরোপে নবযুগপ্রবর্ত্তক-ফরাসী বিপ্লবের-রঙ্গভূমি, ফ্রান্স দেশের মস্তক, শুভদর্শন পারিস নগরে আজি উপস্থিত। পুণ্য-সলিলা তমসা (Thames) নদীতীরে ছুরি-কাঁটারূপ কুশ-সংযোগে (Breathe not in Gath) রোষ্টবীফ ও বীফ-ষ্টেকের অন্ত্যেষ্ঠি-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, শান্ত-সলিলা সীন নদীতীরে fricandeaus ও mayonnaises দ্বারা অন্তর্দেহ পবিত্র করিতে আজি আমার পারিসে শুভাগমন।

হোটেলের ঠিকানা জানিতাম, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বরাবর হোটেলদ্বারে আসিলাম। আসিতে আসিতে, প্রথম লণ্ডন দর্শনের কথা মনে পড়িল। প্রথম যেদিন লণ্ডনস্থ চ্যারিংক্রস্ ষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া, লণ্ডনের পুণ্য-ভূমে প্রথম পদার্পণ করি, সেদিনকার অধোদেশে কর্দ্দমপল্বল, ঊর্দ্ধদেশে মিহি মিহি বর্ষণ, চতুর্দ্দিকে গাঢ় কুহেলিকার সূচিভেদ্য অন্ধকার, দক্ষিণে বামে গগনস্পর্শী সৌধমালার তমসাচ্ছন্ন কালী-মূর্ত্তি দ্বারা নবাগতের প্রথম অভ্যর্থনা ভুলি নাই। সে দিনের মনের ভাবও কখন ভুলিবার নহে। আজিও নূতন স্থানে, নূতন নগরে, প্রথম পদার্পণ। দুর্দ্দিনে নগরদর্শন পক্ষে সুদিন নহে. তথাপি শরৎ-বর্ষণে নবস্নাত হরিৎপল্লবের শোভাধারী সৌধমালার হাস্যমূর্ত্তি যেন গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমার মন প্রাণ শীতল করিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আবাস-ভূমি ইংরাজের দেশে থাকিয়া বাঙ্গালী-জীবনেও আত্মনির্ভর জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছে, অসহায়তার ভাব দূরীভূত হইয়াছে, বিদেশেও যেন স্বদেশ, পারিসের রাজপথও যেন পটলডাঙ্গার কলেজ

ষ্ট্রীট। হোটেলদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত, অসহায়ের সহায়, পর্য্যটকের নিশান গ্রন্থ (Guide book) দ্বারপাল আমার আনুগত্যে নিযুক্ত হইল। উপযুক্ত শয়ন মন্দির বাছিয়া লইয়া, ষোড়শোপচারে আহার গ্রহণ করিলাম। অপরাহ্ণ সাতটার সময় নগর দর্শনে বাহির হইলাম। সূর্য্যদেব তখনও অস্ত যান নাই। বাহির হইবামাত্র মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। লণ্ডনের ন্যায় এখানে কালী বর্ষণ হইল না। ছাতি ছিল না, রবারের আপাদমস্তক-আবরণী-পোষাকও লই নাই, তথাপি বেড়াইবার ব্যাঘাত ঘটিল না। হোটেল হইতে বাহির হইয়াই পূর্ব্ব-পশ্চিমবাহিনী রু, ডে, রিভলি (Rue de Rivoli) নামক পারিসের এক প্রধান রাজপথে উপস্থিত হইলাম। রাস্তার শান্তিরক্ষক জনৈক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ মুখে গমন করিলে নগরের প্রধান প্রধান দেখিবার জিনিষ পাওয়া যাইবে। বাদ্ সাদ্ দিয়া মোটের মাথায় বুঝিলাম পশ্চিমদিকে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। পশ্চিমমুখে পদচারণের উপর দিয়া চলিলাম;

মস্তকের উপর বৃষ্টিনিবারী ছাদ, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ক্ষতি নাই। ট্রাম ও বসের ভীড়, নরনারীর ঠেলাঠেলী, ফিরিওয়ালাদের গগনস্পর্শী চীৎকার ধ্বনী, আপণশ্রেণীর কাচময় গবাক্ষে মুনির মনোলোভা দ্রাব্যের বাহার বৃহদাকার হর্ম্ম্য-মালার বিশাল আকার দেখিতে দেখিতে ছাদের নিম্নে পদচারণ দিয়া চলিলাম। নূতন কি দেখিলাম? এক মাইল দেড় মাইল বর্ষা-প্রতি-রোধী ছাদবিশিষ্ট 'বাদসাভোগ' পদচারণ এক নূতন জিনিষ। লণ্ডনের বার্লিংটন আর্কেড্, (Burlington Arcade) এই নমুনায় গঠিত, কিন্তু তাহা কেবল দুই এক রসি মাত্র। বালক হস্তে মোদকবৎ, লণ্ডনহস্তে বর্লিংটন আর্কেড দিয়া লণ্ডনবাসীকে যেন ভুলান হইয়াছে। সরল প্রশস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজবর্ত্ম ও নগরের সাধারণ পরিষ্কার মূর্ত্তি দেখিয়া, যেন কেমন একটা আরাম বোধ হইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পদচারণের উপর, নিকটে নিকটে, এক একটি কাষ্টের স্তূপা-কার মন্দিরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ব্যাপারটা কি, নিশ্চয় করিবার জন্য দুই একটা মন্দিরের

নিকট দাঁড়াইয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেই অনায়াসেই জানা যাইত, কিন্তু ভাষা বিপত্তিবশত, সুখ অপেক্ষা স্বাস্ত ভাল কথার বিজ্ঞতা অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করার কথা মনেও করিলাম না। দেখিতে দেখিতে ক্রমে অর্থ বোধ হইল; মন্দির দেবদেবীর পূজার জন্য নহে, ভিতরে শিবলিঙ্গ নাই, শিখরে ত্রিশূল নাই। ইহা, বাহিরে বিজ্ঞাপন দিবার ও ভিতরে সংবাদপত্র বিক্রয় করিবার স্থান। এক একটি স্ত্রীলোক ভিতরে বসিয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে। লণ্ডনে দোকানে সংবাদপত্র বিক্রয়ের (Stall system) অপেক্ষা ইহাতে জনসাধারণের অধিক সুবিধা বোধ হইল। একবার দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের কাট্তি কেমন। একস্থানে গমন করিলাম, মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী পাঁচ মিনিট মধ্যে তিনখানি সংবাদপত্র বিক্রয় করিলেন, আর এক স্থানে এক খানি। ইহা হইতে কাগজ কাট্তি সম্বন্ধে কি বোধ হয়? এই সংবাদপত্র বিক্রয়ের মন্দির গুলির নাম "কিয়স্কে" (Kiosque)। ইহাতে রাজপথেরও মন্দ বাহার নহে।

পারিস নগরে জ্যাণ্টুম্যানের * অতি সুবন্দো-বস্ত। রাস্তার দুই পার্শ্বেই নিকটে নিকটে এক একটি 'জ্যাণ্টুম্যান'; আকার প্রায় কিয়স্কের মত, চারি ধারে একটা গোল গাছের ঘেরায় আবৃত স্থান; বাহিরে কিয়স্কের মত বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সর্ব্বদা জলধারা পতিত হইয়া দুর্গন্ধের হ্রাস করিতেছে। লণ্ডনে 'জাণ্টু-ম্যানের' বড় অব্যবস্থা। এখানে সেখানে চৌমাথায় দুই একটা মাত্র দেখা যায়, অন্য স্থানে 'আঁদাড়ে পাঁদাড়ে' যে দুই একটা আছে, তাহা লণ্ডনের ঘুণ না হইলে, কাহার সাধ্য অনুসন্ধান করিয়া লয়। যে ভুক্তভোগী, সেই এই অব্যবস্থা সুব্যবস্থার অসুবিধা সুবিধা বুঝিতে পারিবে, তোমার নিকট এ কথা বলা বোধ হয় অরণ্যে রোদন হইল। 'জাণ্টুম্যান' বার-দুয়ারি, ইহাতে সকলের অধিকার। ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে রাস্তার নিকটে হস্তমুখ ধৌত করিবার, চুল ফিরাইবার, পোষাক ব্রুশ

* পুরুষের প্রস্রাব করিবার স্থানের ইংরাজী নাম জেণ্টল-মেন (Gentlemen), বাঙ্গালা-ইংরাজী নাম "জাণ্টুমান।"

দ্বারা পরিষ্কার করিবার জন্য কাবিনেট (Cabinet), কাঠের ঘরের বন্দোবস্ত আছে। একটি করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এই সকল গৃহের রক্ষক ও পরিচারক, স্ত্রীপুরুষ আবশ্যক মত কিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া এই সকল গৃহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রীবিভাগের উপর লেখা "pour dames" (স্ত্রীলোকদিগের জন্য), পুরুষবিভাগের উপর pour hommes বা pour Messieurs (পুরুষের জন্য)। তুয়ালে, সাবান, চুল ফিরাইবার ব্রুশ, চিরুণি, আরশী, জল ইত্যাদি পোষাক করিবার সমস্ত আস্‌বাব তথায় প্রস্তুত। রাস্তায় রাস্তায় স্থানে স্থানে এই প্রকার সুবন্দোবস্ত, দেশ-পর্য্যটকের পক্ষে কত সুবিধা, পর্য্যটক না হইলে কে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে? নগরবাসী ও নগর-প্রবাসীদের ততোধিক সুবিধা। লণ্ডনে এ পদ্ধতি নাই, তবে বোধ হয়, লণ্ডনের পশ্চিমবিভাগে শেফার্ডস্‌-বুশ্‌ (Shepherd's Bush) নামক পল্লীতে পারিসের অনুকরণে "সবেধন-নীলমণি" এক কাবিনেট্‌ আপাতত প্রস্তুত হইয়াছে।

---o---
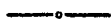
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফরাশী কফিপানশালা—বিদেশীর প্রতি কটাক্ষপাত—ছাতাখোলা—কেশবিন্যাস, কবরীবন্ধন—সর্ব্বাবস্থাং গতোপিবার ফটোগ্রাফ।

ফরাশী কাফে বা কফিপানশালা—যাহার উট্টঙ্কণ পূর্ব্বে দিয়াছি—আর এক নূতন জিনিষ। দুই চারি পা অন্তর পদচারণের উপর, চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া শত শত স্ত্রীপুরুষ, চৌকিতে বসিয়া সম্মুখের টেবিলে পানীয়সুধাদি রাখিয়া, কেহ গল্পে মত্ত, কাহারও বা সংবাদপত্রে মনোনিবেশ, মাত্রা বেশী পড়িয়া কাহারও ঘনগম্ভীর ভাব—স্বয়ং শম্ভু যেন বিভোল হইয়া ধ্যানে মত্ত,—কেহ বা গোঁফে গন্ধ করিয়াই ধরাখানা সরা জ্ঞান করিতেছেন, কেহ নিস্তব্ধে সজ্ঞানে সঙ্গিহীন বসিয়া লোকের তামাসা দেখিতেছেন কেহ বা নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট কফিপানশালার সঙ্গী সঙ্গিণীর সহিত, প্রণয়ী প্রণয়িণীর সহিত মিলিত হইতেছে না,—এইরূপে সকলেই পারিস

কফিপানশালায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন। একঘণ্টা কেবল কফিপানশালায় চারচক্ষু মেলিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া লক্ষ্য করিলে, পারিসীয় জীবনের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়, সময় বৃথা যাপিত হয় না।

আর এক নূতন জিনিষ—আবাল বৃদ্ধ, বিদেশী দেখিয়া অদ্ভুত পদার্থ জ্ঞানে, তাহার প্রতি কটাক্ষ-পাত করে না, বা রৈ রৈ শব্দ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয় না। ইংলণ্ডের ইহা মহাকলঙ্ক; ইংলণ্ডের একশ্রেণীর লোক এই মহা দোষে দূষিত। যে ইংরাজ নিজের কুঠী ছাড়িয়া একবার বিদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, ইংরাজই জগ-তের একমাত্র জাতি নহে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বদেশের এই মহাদোষ স্বীকার করিবেন। ফরাশী, সভ্যতার অগ্রণী—এই সামান্য বিষয়েও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাশী, আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, আদব্‌কায়দা নিখুঁত, আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি; দুই তিন দিন ফরাশীদেশে থাকিয়া, ফরাশীর সহিত মিশিয়া

চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়াছে। বিদেশীর প্রতি ফরাশী জাতির এই সদাচরণ অতি প্রশংসনীয়; জাতি নির্ব্বিশেষে, বিদেশীর প্রতি সৎদৃষ্টি অনুকরণীয়। যিনি ইংলণ্ডে কিছু দিন বাস করিয়াছেন, যিনি ভুক্তভোগী, তিনি আমার কথার সারবত্ত্বা বুঝিতে পারিবেন। পারিস-রাস্তায় চলিয়া যাও,—জুলু হও, চিনেম্যান হও, পাহাড়ী হও, জঙ্গলা হও,—ফরাশী, ভুলিয়াও তোমার দিকে দৃক্‌পাৎ করিবে না।

অল্প বৃষ্টিতে ছাতাখোলা পারিসে স্ত্রীজাতির একচেটে বলিয়া বোধ হইল না; পুরুষেরও ছাতা খুলিবার অধিকার আছে; ছাতা খুলিলে পুরুষ সকলের দর্শনীয়স্থল হইয়া উঠে না। ইংরাজ-রমণীর তুষারধবল বর্ণ ও সোণার সোহাগার ন্যায় সেই বর্ণের উপর গোলগাল গোলাপী গাল, পারিস-রমণীতে দেখিলাম না; কিন্তু ফরাশী-রমণীর চক্ষু জ্যোতিহীন, মুখভঙ্গী ভাবহীন নহে। ইংরাজিনীর স্ববর্ণ আভ-চাচর-চিকুর ফরাশিনীতে নাই বটে, কিন্তু ফরাশিনীর সুঠাম কবরীবন্ধন, শুভদর্শন বেশবিন্যাস ইংরাজিনীকে হারাইয়াছে।

তোমার অনুমতি লইয়া, পাঠককে জনান্তিকে লইয়া একটী কথা বলিব, নতুবা আমার দৈনন্দিন-দর্শন-বর্ণন অঙ্গহীন হয়। দুই চারি পা অন্তর আপণ-শ্রেণীর কাচময় গবাক্ষে, সাধারণের চক্ষের উপরে, 'সর্ব্বাবস্থাংগতোপিবা' স্ত্রীর ফটোগ্রাফ, অয়েল পেন্‌টিং (Oilpainting); তদ্দর্শনে নর-নারীর ঠেলাঠেলী, হুড়াহুড়ী একত্রে সমাবেশ, নূতন জিনিষের তালিকা মধ্যে দিব না। কিন্তু ফরাশীর হইয়া এক কথা বলিতে বাধ্য—সকল চিত্রের অধিকাংশ পো-এর নামে পোয়াতি বত্তায়-এর মত ধর্ম্মশাস্ত্র-গন্ধে গন্ধান। যাহা হউক, লণ্ডনে এমন চিত্র, এমন ফটো সাধারণ সমক্ষে কখন প্রদর্শিত হইতে দেখি নাই*। তথায় চক্ষের অন্তরালে দোকানের নিভৃত স্থানে এরূপ চিত্রের অসদ্ভাব, তাহা বলিতেছি না। তথায় রুচিবিরুদ্ধ চিত্র প্রদর্শনে, দণ্ডের বিধান আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

লুভর প্রাসাদ হইতে নন্দনভূমি—কাফেমোয়া বা কফির কৃষ্ণঅবতার—কফির হরগৌরীমূর্ত্তি—টুর সাঁ য্যাক্—টাউনহল বা হোটেল ডেভী—বাষ্টী।

এই সকল নোট করিয়া চলিতে চলিতে বড় কমদূর যাওয়া হইল না। লুভর প্রাসাদ (Palais du Louvre), রাজস্ব-সচিবের অট্টালিকা (Ministre des Finances), রাজপ্রাসাদ (Palais Royal), টুইলারি হর্ম্ম্য (Palais des Tuileries), টুইলারি উদ্যান (Jardin des Tuileries),—অতিক্রম করিয়া দীপমালা-শোভিত কন্‌কর্ড নামা চত্বরের (Place de la Concorde) মধ্য দিয়া মন্দার-কানন নন্দনভূমি (Champs Elysees) মাঝারে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি তখন ৯টা; অতর্কিত অবস্থায় শত্রুর গতি এইরূপই তীরতারা হইতে দ্রুত। নন্দনভূমিকেই সে রাত্রের সীমান্তপ্রদেশ করিয়া হোটেলাভি-মুখে ফিরিলাম। 'আইবড়' পথ পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন পথে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা, কিন্তু একে অপরিচিত দেশ, তাহাতে রাত্রিকাল, আবার

পথশ্রান্তি তাহাতে যোগদান করিয়া ত্র্যহস্পর্শ করিল, 'আইবড়' পথ দিয়াই ফিরিলাম। পিপাসা নিবারণার্থ হোটেলে আসিয়া কফির হুকুম করিলাম। কফি আসিয়া উপস্থিত হইল। কফির আকার দেখিয়া হরিভক্তি উড়িয়া গেল। ভূতভাবন ভগবানের যুগভেদে ভিন্নভাবে ভবে অবতার হওনের ন্যায়, সায়ং সন্ধ্যা ভেদে, কফির কলেবর পরিবর্ত্তন অশাস্ত্রীয় নহে,—কালধর্ম্মের চিহ্ন মাত্র। প্রাতের রাজভোগ কফির নাম ও আসবাবের বর্ণন পূর্ব্বে করিয়াছি, এখন সন্ধ্যার রাখালভোগ কফির নাম ও সরঞ্জমের কথা শুন। ইহার নাম 'কাফে নোয়া' (Cafe noir) বা 'কালো কফি'। সার্থক নাম, নাম যেরূপ, রূপও তদ্রূপ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দুধের নাম গন্ধ নাই, তবে কি ভাগ্যে দুই তিন খানা চিনির চাকৃতি দিবার রীতি আছে—তাহা না হইলে সোনায় সোহাগা হইত, চন্দ্রে কলঙ্কের কলঙ্ক ঘুচিত। কেবল তাহাই নহে, কালভেদে কফির বাটী* ও হ্রস্বাকার ধারণ

* কাফেনোয়ার বাটী demi-tasse অর্থাৎ পূরাবাটীর অর্দ্ধেক।

করিয়া উপস্থিত, প্রাতের বাটীর অর্দ্ধাকার। এখনও শেষ হয় নাই—এক বোতল কঙ্গিয়া(ক্) মদ (Cognac) ক্ষুদ্রতম পান-গ্লাস-সহ টেবিলে অবতীর্ণ হইয়া কালো কফিকে চতুরস্রশোভী করিল। ফরাশীর অভ্যাস, কালোকফির সহিত একআধ গ্লাস কঙ্গিয়া(ক্) সুরা মিশ্রিত করা—বিদেশী সুরাপায়ী হউন আর নাই হউন, 'নীল ফিতাধারী'* হউন বা অফিতাধারী হউন, ফরাশী প্রথা অনুমোদন করুন, আর নাই করুন, অনুকরণ করুন বা নাই করুন,—ফরাশীদেশে ফরাশীরীতি সহিয়া থাকিতে হইবে। ফরাশীর মতে বিনা সুধায় কালো কফির আস্বাদন হয় না। প্রাতের সু-তার কফি পান করিয়া, সেই আশায় রাত্রে কফির আজ্ঞা দিয়া যদি আশাভঙ্গ না হইতে চাও, তবে আজ্ঞার সময় কেবল কফি না বলিয়া, সদুগ্ধ কফি বলিয়া দিও। নতুবা সময় অনুসারে, এক আজ্ঞায় কফির হরগৌরীমূর্ত্তি দেখিবে। কালোকফি পান করিয়া সুদুগ্ধকফির সহিত তাহার স্বর্গ মর্ত্ত্য

---

* ইংলণ্ডে blue ribbon নীলফীতা, একদল অমদ্যপায়ী-দের চিহ্ন, এই জন্য তাহাদের নাম 'ব্লুরিবন' হইয়াছে।

প্রভেদ ভাবিয়া শয়ন করিলাম। উচিত ছিল, কালোকফির স্বপ্নদেখা, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেখি নাই

৭ই জুন, শনিবার ১৮৮৪ সাল।
HOTEL ST. MARIE.
Rue de Rivoli.
পারিস।

পূর্ব্বরাত্রে পারিসের ম্যাপ দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কোন্ কোন্ স্থান অগ্রে দেখিতে হইবে এবং কেমন করিয়া সেই সেই স্থানে যাইবার সুবিধা। প্রাতে যথাবিধি বাল-ভোগ গ্রহণ করিয়া, বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় নগর পরিক্রমণে বাহির হইলাম। আজিও 'রুভে রিভোলী' রাজপথ ধরিলাম, কেবল কালিকার মত পশ্চিমমুখে না যাইয়া পূর্ব্বমুখে চলিলাম। প্রথমেই দক্ষিণ দিকে, মোড়ের মাথায়, এক সু-উচ্চ চতুষ্কোণ টাওয়ার (Tower) দেখি-লাম। নাম 'টুর সঁা যাক্' (Tour St. Jacques)। ইহা পল্লবপুষ্পমণ্ডিত, লতাগুল্ম পরিশোভিত। এক চতুর্বেড়ের * মধ্য হইতে সু-উচ্চ মস্তকো-

* Square যথা কালেজ স্কোয়ার।

তুলন করিয়া খর্ব্বাকার ফরাসীকে খর্ব্বতর দেখিয়া যেন মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। নিম্নতলে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর বিজ্ঞানানুধ্যায়ী মহাত্মা পাসকালের (Pascal) প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। ক্রমে টাওয়ার-শিখরে উঠিয়া পূর্ব্বশ্রুত পারিস নগরের নভোপশ্য দৃশ্য (Bird's eye view) দেখিতে প্রয়াস পাইলাম। নিকটস্থ চারিপাশের সৌধ-মালা দেখা গেল, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বশত অধিক দূর স্পষ্টরূপে দেখা গেল না। শুনিলাম, ইহার শিখর হইতেই পারিসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। টাওয়ার হইতে নামিয়া একবার চতুর্বেড়ে ঘুরিলাম। দেখিলাম, চতুর্বেড় লোকে লোকা-রণ্য। বেঞ্চে, চৌকিতে, ঘাসে, ছায়ায় রৌদ্রে বসিয়া বালকবালিকা, স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী আরাম করিতেছে, অথবা যোড়ে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়াছে। লণ্ডনে চতুর্বেড়ের অভাব নাই, কিন্তু তন্মধ্যে সাধারণের প্রবেশ অধিকার নাই। তথায়, চতুর্বেড়ের প্রতিবাসীদের এক এক চাবি থাকে, সেই চাবি দ্বারা দ্বার খুলিয়া

কেবল তাহারা ও তাহাদের বন্ধুবর্গেরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের ব্যয়েই এই সকল চতুর্ব্বেড় রক্ষিত হয়, কাজে কাজেই সাধারণের তাহার মধ্যে কেন ঢুকিতে পাইবে?—বোধ হয় ইংরাজের এই বিচার। ফরাসী চতুর্ব্বেড় সকলেরই সুখসেব্য স্থান, সকলেরই তন্মধ্যে অবাধে গতিবিধি। টাওয়ার ও চতুর্ব্বেড় ছাড়িয়া কিছু দূর যাইয়াই এক অতিপ্রাংশু নূতন আনকরা সৌধমালা দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহা পারিসের টাউনহল, নাম 'হোটেল ডে ভী' (Hotel de Ville)। পুরাতন টাউনহল ১৮৭১ সালে সমাজ-বিদ্রোহীদের দ্বারা (Communists) ভস্মীভূত হয়, সেই স্থানেই এই টাউনহল নব কলেবর ধারণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। ভারা বাঁধা দেখিয়া বোধ হইল, টাউনহলের নব কলেবর এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। পুরাতন টাউনহল ধূলিসাৎ করিয়া সমাজদ্বেষীরা কেবল যে, জাতীয়অর্থ নাশ করিয়াছে তাহা নহে; তৎসহিত যে লক্ষাধিক পুস্তক ধ্বংস হয়, তৎক্ষতি পরিপূরণ জাতীয়অর্থের শ্রাদ্ধ করিলেও যে

হইবার নয়। পারিসের মিউনিসিপাল-বিভাগ এই টাউনহলে অবস্থিত। টাউনহলের সম্মুখে মরুভূমিসম নির্ব্বৃক্ষ নিরাভরণ প্রাঙ্গণ দেখিয়া আমি ফরাশী রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না—নির্ঘাস প্রাঙ্গণ যেন চক্ষুশেল বলিয়া বোধ হইল; ইংরাজদেশ হইলে এই নিরাভরণ প্রাঙ্গণ ঘাসময় কার্পেটে ভূষিত হইত। টাউনহলে প্রবেশ না করিয়া কেবল মাত্র বাহ্যাকার দেখিয়া অগ্রসর হইলাম। রুভেরিভোলী ও তৎপরবর্ত্তী 'রু-সাঁটাটোয়া' (Rue St. Antoine) অনুসরণ করিয়া "প্লাস ডেলা বাস্তী" (Place dela Bastille) বা বাস্‌টী নামক চতুর্বেড়ে উপনীত হইলাম। উহার মধ্যস্থলে এককীর্ত্তিস্তম্ভ; চতুর্ধারে প্রশস্ত পাথর বাঁধান অনাবৃত স্থান মাঠের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। পারিসের চতুষ্কোণ রাজপথে ও বৃক্ষপথ-মুখের জনস্রোত এই স্থানে তরঙ্গায়িত হইতেছে। কীর্ত্তিস্তম্ভ ঊর্দ্ধে ১৫৪ ফিট, ব্যাস ১৩ ফিট, খাঁটী ব্রন্‌জে নির্ম্মিত। শিরোদেশে এক গোলক (Globe), গোলকের উপর স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার

(Genius of Liberty) প্রতিমূর্ত্তি। প্রতিমূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানের প্রদীপ, বাম হস্তে দাসত্বের ভগ্ন-শৃঙ্খল। স্তম্ভের উপর ফরাশী জাতীয় বীর-শ্রেণীর গৌরবময় ঐতিহাসিক বিবরণ। এই স্থলে পূর্ব্বে রাজকারাগার ছিল, রাজদ্রোহীরা এই স্থানে আবদ্ধ থাকিত। ফরাশীবিপ্লবের প্রারম্ভে ১৭৮৯ শালের ১৪ই জুলাই তারিখে ইহা ধূলাসাৎ হয়। সরস্বতীর বরপুত্র মহাত্মা কার্লা-ইলের সতেজ লেখনী-বলে, যে কারাগারের ধ্বংস কথা, প্রতি ফরাশীবিপ্লবপাঠকের অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া দিয়াছে, সেই নরত্রাস কারাগারের চিহ্ন মাত্র ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া, যাহাতে ফরাশীর কলঙ্ক ঘোষণা আর না করে, তজ্জন্য জুলাই ঘটনার স্মরণ স্বরূপ "জুলাইস্তম্ভ" (Colonne de Juillet) নাম দিয়া, এই মনুমেণ্ট তৎস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানেই ১৮৭১ শালে ভেয়ার-সাই-সৈন্য (Versailles) রাজদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া এই স্থান অধিকার করে। এসব কথা অবশ্য তোমার জানা আছে, তথাপি জগদ্বিখ্যাত, আধুনিক-ইতিহাসের অদ্বিতীয় ঘটনা, ফরাশী

বিপ্লবের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া সেই ফরাশী-বিপ্লবের উল্লেখ না করিয়াও থাকিতে পারিলাম না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ট্রাম ও বস্—লণ্ডনের হার্—সস্তার পাঁচ অবস্থা।

দুই তিন মাইল চলিয়া, বাটীর চারিপার্শে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তি বোধ হওয়ায় কোন যানের সাহায্য লওয়া উচিত বিবেচনায়, এক অম্নিবসের উপর উঠিলাম। বাস্টী, অনেক ট্রাম ও অমনিবস্ ছাড়িবার আদিস্থান, শীঘ্রই মনেরমত বস্ পাইলাম। লণ্ডন ও পারিস অম্নিবসে প্রভেদ কি? আয়তন বড়, কাজেকাজেই অধিক লোকের সমাবেশ হয়। ভিতরে বাহিরে ৪০ জন লোকের বসিবার স্থান (লণ্ডনে ২৬ জন), ছাতে উঠিবার সিঁড়ি প্রশস্ত ও সুবিধামত, স্ত্রীলোকও পেটীকোট গাউনের বোঝা লইয়া সহজে উঠিতে পারে (লণ্ডনের ন্যায় "নামে"

সিঁড়ি নহে)। ভিতরে ২০টি বসিবার স্থানের মধ্যে সম্মুখের দিকে দুই ধারে পাঁচটী পাঁচটী করিয়া ১০টি বসিবার স্থান, কাঠের হাতল দিয়া ভাগ করা। কেবল বসিবার নহে, ঠেশান দিবারও গদি আছে। চতুর্দ্দিকের শার্শি, আবশ্যক মত খোলা দেওয়া যায়; লণ্ডন-বসের ন্যায় "বায়ু প্রায়-বিহীন" নহে। এ সমস্ত ত আয়েসের কথা। লোকের সুবিধার জন্য, অসহায় নবাগতের সাহায্য জন্য, কোন্ স্থানে কোন্ বস্ যাইবার শেষ সীমা, ও কোন্ মুখে সেই বস্ যাইতেছে, তাহা বসের পশ্চাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত। বসের সম্মুখেও সেইরূপ,—কোথা হইতে বস্ আসিতেছে বড় বড় অক্ষরে লিখিত। ইহাতে লোকের যে কি সুবিধা, তাহা যিনি একবার লণ্ডনের পিকাডিলি, চ্যারিংক্রেস্, রিজেণ্ট-ষ্ট্রীট, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বস্‌চক্রে পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন। লণ্ডনে কোন্ স্থান দিয়া, কোন্ বস্ যাইবে, বসের উপরে লেখা; কিন্তু কোন্ বস্ কোন্ দিক্ হইতে কোন্ দিকে যাইতেছে, জিজ্ঞাসা না করিলে জানিবার উপায় নাই।

লণ্ডনে কিছু দিন থাকিয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞান হইলে ও কোন্ বর্ণের বস্ কোন্ মুখে যায় জানিয়া উঠিতে পারিলে, ঠিক বস্ লইবার গোলযোগ ক্রমে কমিয়া আইসে, কিন্তু অসহায় নবাগত বেচারির বড় বিপদ। তাহাদের পক্ষে পারিস-বস্ বাছিয়া লওয়া অনেক সুবিধা। "শুনে শেখা আর ঠেকে শেখা" দুই প্রকারের শিক্ষা;—আমার শিক্ষা, বলা বাহুল্য শেষ প্রকারে লব্ধ। লণ্ডনে নবাগত লোকের বস্ বাছিয়া লওয়া সম্বন্ধে এক দিনের এক ঘটনা বলি শুন। দুইটী স্ত্রীলোক একদিন ইয়ষ্টুন রোড্ (Euston Rd) নামক স্থানে আমাদের বসে চাপিলেন। আমাদের বস্ কামডেন টাউন (Camden Town) নামক স্থানে যাইতেছিল। বস্ কামডেন টাউনের নিকটবর্ত্তী হইল, উপরি উক্ত স্ত্রীলোক দুইটী চকিত-নয়নে কিঞ্চিৎ কানা-ঘুষা করিয়া অবশেষে বস্‌দ্বারে দণ্ডায়মানা,—বসের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা ত অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট (Oxford St.) বলিয়া বোধ হই-তেছে না?" বসের দ্বারপাল রহস্যভাবে, গদ্দি

করিয়া, উত্তর করিল "মেম! আমারও তাহা বোধ হইতেছে না।" বস্ থামিল, দ্বারপাল তাহাদিগকে নামাইয়া দিল। নামিবার পূর্ব্বে বলিয়া গেল, লণ্ডনে তাহাদের বড় আসা যাওয়া নাই, বসের গায়ে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট নাম দেখিয়া, বস্ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটাভিমুখে যাইতেছে মনে করিয়া, তাঁহারা সেই বসে চাপিয়াছিলেন। দেখ, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট হইতে আসিতেছে, বা তাহার দিকে বস্ যাইতেছে, তাহারা কি করিয়া বুঝিবে? পারিসবসের পদ্ধতি অনুকরণ করিলে যাত্রীদের এ দুর্ভোগ ঘটিবার, এত সময় নষ্ট হইবার, সম্ভাবনা কম। ট্রামেরও এইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের ট্রামে এইরূপ হয় না কেন? পারিসের যে কোন স্থানে যাও, দক্ষিণা এক—ভিতরে ৩০ সাণ্টিম (ইংরাজি ৩ পেনী), বাহিরে বা ছাতে ১৫ সাণ্টিম (১॥০ পেনী)। ইংরাজি-বসে ভিতরে বাহিরে দক্ষিণার প্রভেদ নাই। আর এক প্রভেদ; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বরাবর এক বসে যাইবার সুবিধা না হইলে, প্রথম বসে ৩০ সাণ্টিম দিয়া টিকিট লইয়া সেই বস্ হইতে বসান্তরে

গিয়া টিকিট দেখাইয়া, বিনা ভাড়ায় নির্দ্ধারিত স্থানে যাওয়া যায়। এই প্রকার টিকিটের নাম করেস্‌পঁদাঁস্‌ (Correspondence)। পনর-সাণ্টিম-ওয়ালাদের করেস্‌পঁদাঁস্‌ নাই, "সস্তার-পাঁচ-অবস্থা"।

বাষ্টী হইতে বসের উপর চাপিয়া পারিসের উৎকৃষ্ট বৃক্ষপথ 'বুল্‌ভার বোমার্শে' (Boulevard Beaumarchais), দু টাঁপল (Boul du Temple), ও ডেজিটালিয়াঁ (Boul des Italiens) দিয়া, মাডেলিন-চত্বরে (Place dela Madeleine) আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা লিখিবার পূর্ব্বে, বস্‌ সম্বন্ধে অধ্যায় এইখানেই শেষ করি। প্রস্তরময় পথে বসের ঝন্‌ঝনানি শব্দে কর্ণকুহর যখন বধির হইবার সম্ভাবনা হইল, তখন লণ্ডনের প্রধান প্রধান সরেরাস্তার কাঠ ও আসফ্যাল্‌টের (Asphalt) কার্য্যকারিতা—ঘর্ষণের খর্ব্বতা বশত মনে পড়িল। ইংলণ্ডে বসের ও অপরাপর গাড়ীর বেমালুমগতি, আরোহীদের কাণ ঝালাপালা হয় না। রাজপথ-সন্নিকট-বাসীদের, অষ্টপ্রহর বিনা ব্যয়ে, শকটবাদ্য উপভোগ

করিতে হয় না। রাস্তা ও গাড়ীর চাকা, উভয়েরই ক্ষয়ের লাঘব হয়।

মধ্যে মধ্যে বসের ষ্টেসন। লোক নামুক আর নাই নামুক, বস্ তথায় থামিবে। আরোহীরা পূর্ব্ব হইতে টিকিট লইয়া তথায় দণ্ডায়মান থাকে। টিকিটধারীদিগকে অগ্রে স্থান দিয়া, স্থান থাকিলে অন্যলোক প্রবেশ করিতে পারে, নচেৎ সে বসের আশা ত্যাগ করিয়া, বসান্তরের অপেক্ষায় তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। যেখানে লোকের ভীড়, অনেক সময় সেখানে পূর্ব্ব হইতে টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ। লণ্ডনে এ প্রথা নাই—যে অগ্রে উঠিতে পারে, তাহারই জয়। তবে স্ত্রীলোকের অনুরোধ পড়িলে ভদ্রলোকে প্রায়ই তাঁহাদিগকে আপন স্থান ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। একদিনের কথা শুন। প্রথমে লণ্ডনে গিয়াছি, ইংরাজী প্রথায়, তখনও ওয়াকিবহাল হই নাই। ইংরাজসমাজ-জীবনে তখনও প্রবেশ হয় নাই। একদিন প্রাতে বরফ পড়িতেছে, রাস্তা ঘাট বরফে আচ্ছন্ন, অনেক সে দেশীয় বন্ধুর সহিত বসে চাপিয়া স্থানান্তরে যাইতেছি। উভ-

য়েই বসের মধ্যে আছি, বসের মধ্যে আর স্থান নাই। বস্ চলিতে চলিতে থামিল—দুইটী স্ত্রী-লোক আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। দ্বার-পাল যথারীতি পুরুষ-যাত্রীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "পুরুষযাত্রীদের মধ্যে দুই জন এই অবলা দ্বয়কে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন কি?" ঘটনা-ক্রমে আমরা উভয়েই নিকট ছিলাম, আমার সহযাত্রী বলিলেন "চল আমরা উপরে যাই"। আমরা উপরে গেলাম, তাঁহারা ধন্যবাদ দিয়া ভিতরের স্থান অধিকার করিলেন। সেই হাড়-ভাঙ্গা শীতে, বরফমণ্ডিত হইয়া উপরে যাইতে যদিও বিশেষ সুবিধা হইল না, তথাপি আমার সেই ইংরাজ-সহযাত্রী, অগ্রসর হইয়া, ইচ্ছা-পূর্ব্বক, আনন্দের সহিত সেই অবলাদ্বয়কে স্থান ছাড়িয়া দিলেন, দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হই-লাম। ফ্রান্সেও এই পদ্ধতি, বোধ হয়, সমস্ত ইয়রোপেও এই প্রথা।

ষ্টেসন ব্যতীত অন্য কোনস্থানে থামিতে হইলে কোন চিহ্ন দেখাইলেই বস্ তথায় থামিবে। তবে থামার দুই অর্থ আছে। স্ত্রী-

পক্ষে যথার্থ থামান, পুরুষপক্ষে গতির হ্রাস মাত্র। পুরুষ, গতি থাকিতে থাকিতে, বস্ চলিতে চলিতে, অবলীলাক্রমে নামিতেছে উঠিতেছে! নবাগতের পক্ষে বড় অসুবিধা। গতি থাকিতে থাকিতে তাহার নামা উঠা অভ্যাস নাই, পুরুষ বলিয়া, থামিতে বলিলেও বস্ থামে না, বেছারি কিছু দূর বসের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া চলিল, দ্বারপাল ক্রমে বুঝিল আরোহীর অভ্যাস নাই, তখন বস্ থামিল, নবাগত জনের শিক্ষা হইল। লণ্ডন অপেক্ষা পারিসে নবাগত পুরুষযাত্রীর অধিক অসুবিধা দেখিলাম, থামাইতে বলিলেও সহসা থামান হয় না। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে, বোধ হয়, সমস্ত ইউরোপেই, থামাইয়া বস্ ও ট্রামে চাপা, পুরুষের পক্ষে লজ্জার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষ যদি থামাইয়া বসে চাপিল, তাহা হইলে তাহার পুরুষত্ব কোথায় রহিল?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রিপব্লিক চতুর্ব্বেড়,—স্বাধীনতা সমতা ভ্রাতৃবত্তা—মাডেলিন চতুর্ব্বেড় ও মন্দির—নূতন রকমের ভিক্ষার ঝুলি—কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার—নারীজাতির ধর্ম্মভক্তি—কার্ডিনেল মানিং-এর উপদেশ—রোমান কাথলিক ও হিন্দু—জগৎব্যাপী ধর্ম্ম।—

মাডোলিন-চতুর্ব্বেড়ে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রিপব্লিক-চতুর্ব্বেড় দিয়া বস্ গমন করিল। বসের উপর হইতেই এ স্থানটা দেখা হইল। ফুলের কেয়ারী, বৃক্ষের শ্রেণী, জলের ফুয়ারা ও একটী বাটী, চকিতের ন্যায় দেখিয়া চলিলাম। "স্বাধীনতা সমতা ভ্রাতৃবত্তা"—এই তিনটী শব্দ সম্মুখে লেখা দেখিয়া বাটীটি সাধারণের বলিয়া বোধ হইল। পারিসে যে কয়েকটী সাধারণের প্রাসাদ দেখিলাম, এই শব্দত্রয় সেই সকল বাটীর সম্মুখেই লিখিত। মাডোলিন চতুর্ব্বেড়ে বস্ হইতে নামিয়া এক প্রকাণ্ড ভজনামন্দিরের উপর চক্ষু পতিত হইল। প্রবেশ করিবারপূর্ব্বে অগ্রে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দেখিলাম। বাহির হইতে দেখিতে অনেকটা আমাদের পটলডাঙ্গাস্থ সেনেট-হাউসের মত,

দেখিবা মাত্র আমারত সেনেটহাউসের কথা মনে পড়িল, সেইরূপ দীর্ঘ থাম, সন্মুখে সেইরূপ সোপানাবলী।—গণণা করিয়া দেখিলাম, দুইপার্শ্বে ১৮টী করিয়া ৩৬টী, দক্ষিণদিকের গাড়ীবান্দার ১৬টী ও উত্তরদিকে ৮টী—কোরিন্থিয়ান-ধরণে-গঠিত থাম। মন্দিরের চাতালে ২৮টী ধাপ গণিলাম। প্রবেশদ্বারে এক ভিক্ষুক, ভিক্ষুক দেখিয়া কেনা চিনিতে পারে? তথাপি পাছে লোকের ভ্রম হয়, সেইজন্য একটা ছোট বাক্সের মধ্যে ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে—দুই চারিটা পেনী ফেলিয়া, অহরহ ঝম্ ঝম্ করিতেছে। তথায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আমার পুর্ব্বে যে কয়জন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তাহারা কেহ বা ধর্ম্মভয়ে, কেহ বা চক্ষুলজ্জায়, কেহ বা দয়া করিয়া, তাহাকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিয়া গেল। ইহা একপ্রকার জবরদস্তী-কর আদায় বলিতে হইবে। জুলুম আর কাহাকে বলে? দ্বারে বসিয়া এইরূপ মাথা পেছু কর আদায় করিবার স্বত্ব যদি কেবল এক জনেরই মামুলি হয় তাহা হইলে সে স্বত্ব সাধারণ নিলামে চড়াইলে, বেশ দামে বিক্রয় হয়। লোকে কথায়

বলে, বিলাতি জুয়াচুরি। ইহা আবার বিলাতের স্কন্ধে চাপা। ইংলণ্ডে চেপল (Chapel) দেখিয়াছি, চর্চ্চে (Church) প্রবেশ করিয়াছি, কাথিড্রালে ও (Cathedral) ঢুকিয়াছি, কৈ ভিক্ষার ঝুলি বাজাইয়া ভজনা-মন্দিরের দ্বারে ভিক্ষা করা কখন দেখি নাই। মার্ক টোএনের (Mark Twain) গীর্জ্জার-দ্বারস্থিত-ভিক্ষুকের রেকাবীতে, অর্দ্ধ পেণী ভ্রমে, সে-রাত্রির-কেবলমাত্র-সম্বল এক গিনি দান করিয়া, পরে সেই গিনি তুলিয়া লইয়া অর্দ্ধপেনী দিবার কত যত্ন, কত আয়াস, কত লজ্জা, কত আশঙ্কারূপ সরস জীবন্ত বর্ণনা যে একবার পড়িয়াছে সে কখন ভুলিতে পারিবে না—বর্ণনায় চতুরতা, বাক্যছটার কৌশলে যথার্থই প্রীত হইয়াছিলাম। কিন্তু গীর্জ্জার দ্বারে ভিক্ষুকের উপস্থিতি এত দিন বুঝি নাই, আজি বুঝিলাম। যথাসাধ্য ভিক্ষুককে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকি; আমার বিশ্বাস যাহারা ভীক্ষা প্রার্থী হইয়া দ্বারে উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে অনেকেই যথার্থ ভিক্ষার পাত্র, শতের মধ্যে এক অপাত্রে দান হইবে বলিয়া সকলকেই অবিশ্বাস

করা আমার ভাল বোধ হয় না। কিন্তু ভাই জুলুম করিয়া ভিক্ষা লইব, এ কেমন কথা? যত কেন ঝম্ ঝম্ করুক না কিছু না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ভাই গিয়াছি কোথায়? সিলা ঘূর্ণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কেরিব্‌ডিজে পতিত হইলাম। প্রবেশ করিয়াই ঘোর অন্ধ-কার। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দ্বীপ হইতে ধর্ম্মমাথান মিটিমিটি আলোক বাহির হইয়া ঘোর অন্ধকারকে ঘোরতর করিয়া সূচিভেদ্য করিয়াছে। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার ঠেলিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে মিটিমিটি দীপালোকের নিকট সুদীর্ঘ হাতল বিশিষ্ট এক হাতা যাত্রীদের সম্মুখে আসিতে দেখিলাম, যাত্রীরাও যথাসাধ্য হাতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিল। হাতা ও হাতার বাঁট-রূপ পথ অনুসরণ করিয়া হাতাধারীকে আবি-ষ্কার করিলাম—কলম্বস যেন আমেরিকা আবি-ষ্কার করিল। হাতাধারী-পাণ্ডাকে চক্ষের দেখা দেখিয়া ও সম্মুখে সাণ্টিম ও ফ্রাঙ্কের স্তূপে দৃষ্টি-পাত করিয়া হাতা নিকটে আসিতেছে দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম। সিলা কারিবডিজরূপী ভিক্ষুক

পাণ্ডার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিস্তৃত-সাগররূপী ট্যাক্স-ভয়-বিহীন মন্দিরের মধ্যস্থলে আসিয়া নিঃশঙ্কভাবে দাঁড়াইলাম। একবার পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিতে মন্দিরটী দেখিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। বিস্তার বর্ণনা অনাবশ্যক বোধে সংক্ষেপে মন্দির বর্ণনা শেষ করিতেছি। মেরী-ম্যাগডেলেন, বৎসখ্রীষ্ট, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টের শিষ্য ইত্যাদি খ্রীষ্টিয়ানদের দেবদেবী, চরানুচরের প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র মন্দিরের চারিধারে। উপাসকবৃন্দ এই সকল দেবদেবীর সম্মুখে কেহ হেঁট মুখে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া নানা ভাবে উপাসনায় রত ; কাহারও চক্ষু নিমিলিত কাহারও বা উন্মীলিত। দর্শক-বৃন্দ স্ত্রী-পুরুষ মিশ্রিত কিন্তু উপাসকবৃন্দ মধ্যে একটীও পুরুষ দেখিলাম না—বিমিশ্র কোম-লাঙ্গী। সকল দেশেই-যে কারণে হউক-কোম-লাঙ্গীদের ধর্ম্মে কিছু অধিক ভক্তি। রবিবাসরে ইংরাজ ভজনালয়ে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা নিরূপণ করিলে প্রতি দশ জন স্ত্রীলোকে একজন পুরুষ পাওয়া কঠিন। চতুর্দ্দিক দেখিয়া শেষে বেদীর

নিকটে আসিলাম—বেদীর অবস্থান প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে। বেদীর উপর কারুকার্য্য বিশিষ্ট রাজসই গালিচা ও তদুপরি শিরীষকুসুম-পেবব মখমলের কিবা বাহার? ক্রুসরূপী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পত্রপুষ্পমণ্ডিত হইয়া বেদীর উপর বিরাজমান। বলা বাহুল্য ফ্রান্স রোমান কাথলিক ধর্ম্মের দেশ, মাডেলিন মন্দির রোমান কাথলিক মন্দির। লণ্ডন ছাড়িব ছাড়িব সময়ে এক দিন নামজাদা পলিত-কেশ নোল মাংস কার্ডিলেন মানিংএর ধর্ম্মোপদেশ (Sermon) শুনিতে কোন রোমান কাথলিক মন্দিরে যাই। প্রবেশ করিয়াই দেখি উপাসকবৃন্দ ও দর্শকবৃন্দ জানু পাতিয়া নতশীরে মানসিক তপ যপে একাগ্রমন। বেদীর পার্শ্বে এক পুরোহিত গন্ধদ্রব্য পুড়াইতেছেন ও তাহা হইতে ধূমের সহিত সুগন্ধ বাহির হইয়া মন্দির আমোদিত করিতেছে; বেদীর সম্মুখে আর এক পুরোহিত অনুচরদ্বয়সহ বাতি দানে বাতি প্রজ্বলিত করিয়া ক্রুসরূপী দেবতার সম্মুখে এক এক বার বাতি নাড়িতেছেন এক এক বার জানু পাতিয়া বসিতেছেন—যেন পূজার

দালানে ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া পঞ্চ প্রদীপ হস্তে পুরোহিত-ব্রাহ্মণ শক্তির আরতি কার্য্যে নিযুক্ত। এই যদি খ্রীষ্টীয়দের—নিরাকারবাদীদের—নিরাকার উপাসনা, তবে অপর লোককে হিঁদেন, সাকারবাদী, পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা কেন? বলিতে পার রোমান-কাথলিক আচার দেখিয়া—চিত্রের একদিক মাত্র আলোচনা করিয়া—এরূপ বলা ভাল হয় না, অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না। অভিজ্ঞতা অভিমান করিতেছি না, গভীর চিন্তা-প্রসূতভাবের উদ্ভাবনা করিতেও বসি নাই, আমার যাহা বোধ হইল তাহাই লিখিতেছি। রোমান কাথলিকরাও ত খ্রীষ্টান? তর্কের জন্য পুরাতন রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ছাড়িয়া নববিধানের প্রটেষ্টাণ্ট দলেই বা কি দেখা যায়? তাহাদের না হয় শাঁক ঘণ্টা নাই, আরতি নাই, কিন্তু বেদী-সজ্জার ত অঙ্গহীন দেখি নাই, ক্রুশের গলদেশেও গড়া মালা দেখিয়াছি। গ্রন্থকার-লেকী তাঁহার কোন পুস্তক বিশেষে লিখিয়াছেন যে যদি কোন ধর্ম্ম জগৎব্যাপী হয়, ধর্ম্মভেদ ঘুচিয়া পৃথিবী যদি কখন এক ধর্ম্মাবলম্বী হয়, সাকার বাদিতার

—পৌত্তলিকতার—কোন প্রকার অবান্তর সেই ধর্ম্ম। বহুদিন পূর্ব্বে এই থিওরী (Theory) পাঠ করিয়া আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়, দর্শন যত বৃদ্ধি হইতেছে তত লেকীর কথার সার্থকতা বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক আমার বিশ্বাস যে উপাসনার জন্য সাকারের আবশ্যক। কি লিখিতে কি উপস্থিত করিলাম? ধান ভানিতে শিবের গীত হইল যে? মাডেলিন মন্দিরের বর্ণনা এই খানেই শেষ করিলাম; আর পুঁথি বাড়াইবার আবশ্যক নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

'রু-রয়াল—রাজদ্রোহী উপদ্রব—শ্বেত কাকের কথা—
—ষণ্ডজন ও বেংখোর—কনকর্ড চতুর্বেড়, লক্‌সর স্তম্ভ—
—ফরাশী বিপ্লবের কুরুক্ষেত্র।

বাহির হইয়াই "রু-রয়াল" নামক প্রশস্ত রাজপথ—মনে থাকিতে পারে ১৮৭১ সালে সমাজদ্রোহীরা এই স্থানে মহা উপদ্রব ও বিভ্রাট উপস্থিত করে। অগ্নি প্রদান করিয়া দানববৃত্তি চরিতার্থ করে। সে উপদ্রবের চিহ্ন এখন আর

কিছু দেখিলাম না। কিছু দূর গিয়া দেখিলাম দুইটি ইংরাজ যুবক রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। ইংরাজ ও ফরাশীর জাতীয় প্রভেদ এত অধিক যে সহজেই তাহাদের বিভিন্নতা বুঝিয়া লওয়া যায়। তাহাদের জাতীয় প্রভেদের লক্ষণ সংক্ষেপে নিম্নে দিতেছি ;—ইংরাজের রং ফরশা, চুল কটা, চক্ষু নির্জীব, তারা বিড়ালবৎ, মুখ ভাব-শূন্য, ইংরাজ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার ; ফরাশীর রং ময়লা, চুল কাল, চক্ষু সজীব, তারা কাল, মুখ ভাবময়, ফরাশী খর্ব্বাকার ; ইংরাজ কথা কহিবার সময় চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল। সচল হস্তকে পকেট কারাগারে বদ্ধ করিয়া অচল করেন ; ফরাশী স্বভাবতই চঞ্চল, আবার কথা কহিবার সময় স্বাভাবিক চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়, হস্ত পকেট কারাগারে আবদ্ধ না হইয়া শূন্য পথে নানা কৌশল দেখাইতে থাকে। ভাষায় যাহা না ব্যক্ত হয়, চক্ষুর ভঙ্গী, মুখের ভঙ্গী তাহা প্রকাশ করে ; বিদেশীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত অভ্যাস ফরাশীদের নাই, ইংরাজ বাবা-জীদের সে গুণটি বেশ আছে। উপরি উক্ত

ইংরাজ যুবকদ্বয় আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাহা বলিল, তাহা যদিও আমার শ্রবণ অধিকার ছিল না, আমার কর্ণে আসিয়া লাগিল। সে কথা তোমাকে বলিবার আমার অধিকার নাই তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করিল তাহা ধর্ম্ম মন্দিরে ব্যবহার হয় না। এই সময়ে ইংলণ্ডের এক দিনের কথা মনে পড়িল। গ্লষ্টার শায়ারের ষ্ট্রাউড নামক নগরারণ্যে এক দিন বেড়াইতে যাই। বেড়াইতে বেড়াইতে এক বৃক্ষতলে হঠাৎ একটা কা কা শব্দ শুনিলাম। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি যে সেই বৃক্ষের ডালে একটা শ্বেত কাক বসিয়া রহিয়াছে। মুখ গলা রোম হীন, শ্বেতবর্ণ; দেহের অন্যাংশ কাল বর্ণের রোম বিশিষ্ট,—মাথায় কাল বর্ণের ঝুঁট। পাখীটা আমার দিকে এক এক বার দৃষ্টিপাত করিতেছে ও মাথা নাড়া দিতেছে। নির্জ্জনে (বিদেশে) একলা থাকারূপ সুখেও এক জন বাদী আসিয়া জুটিল, আন্তরিক চটিলাম। ঝিরঝিরি স্থানে আসিলেও যদি গোয়েন্দা চুপে চুপে পশ্চাতে

আসিয়া কার্য্যাকার্য্যের পর্য্যালোচনা ও টিপ্‌নী করিতে থাকে তাহাতে লোকের যেমন মনের ভাব হয় আমারও সেইরূপ হইল। আমি কাক্‌টাকে একবার দেখি, কাকটাও আমাকে একবার দেখে, এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল কোন কথা বার্ত্তা হইল না। পরে আমাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কাক্‌টা একটু সরিয়া বসিল ও আমার দিকে গ্রীবা হেলন করিয়া পাখা তুলিয়া আর একবার কা কা করিয়া উঠিল— সে কা কা শব্দ যে অপমান মাখান তাহার আর কোন ভুল নাই— সে কা কা শব্দের স্পষ্ট অর্থ "তুই এখানে কি কর্‌তে এসেচিস্।" কাক্‌টা যদি বাঙ্গালা জানিত তাহা হইলেও এত স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিত না। আমি ত এত টুকু হয়ে গেলাম, যেন কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছি। এখন ও আমি কোন উত্তর করি নাই। কীটানুকীট একটা কাকের সহিত আবার উত্তর কাটাকাটি কি? কোন উত্তর না পাইয়া প্রতিদ্বন্দী আমার প্রতি আর ও দুই তিন বার অপমানের বাক্য

প্রয়োগ করিল, কিন্তু আমি ত পশুপক্ষীর ভাষা সব বুঝি না, যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিলাম তাহাতে স্পষ্ট বুঝিলাম তাহার ভাষা ধর্ম্মমন্দির ব্যবহারোপযোগী নহে। আমি তখন ও চুপ, প্রতিদ্বন্দ্বী আর সহ্য করিতে না পারিয়া পাখা উত্তোলন পূর্ব্বক পাড়া তোলপাড়কারি এক ডাক্ দিল। নরারণ্যের অনতিদূর হইতে আর একটা কাক্ উত্তর দিয়া সব কাজ ত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা কাছে কাছে বসিয়া আমার প্রতি বেদ কোরাণ বাইবেল ছাড়া ব্যাক্য প্রয়োগ আরম্ভ করিল। ক্রমে গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিল। লণ্ডনের রাস্তায় যেমন বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতে কোথা হইতে কর্দ্দম আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ দেখিতে না দেখিতে শত শত কাক্ তথায় আসিয়া জমা হইল। দেখিলাম বড় বাড়াবাড়ি। তাহাদের দলপুরু দেখিয়া সে স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয় স্থির করিলাম। তাহারা আমার পরাজয় দেখিয়া আনন্দে আটখানা—হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে হাসি ও করতালির প্রবল বাত্যা উঠিল (কাক্ মানুষের মত হাসিতে

ও করতালি দিতে পারে), মধু বর্ষণের ও অভাব রহিল না (কাকের মুখ হইতে মধুক্ষরণ জীব ইতিহাসের নূতন আবিষ্কার নহে)। আমি সারগ্রাহী লোক, মনে মনে বুঝিলাম তাহারা কাকের দল ব্যতিত ত আর কিছু নহে, তাহারা আমাকে কি বলিল না বলিল তাহাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি, আমি তাহা লইয়া কেন মন খারাপ করি। কিন্তু যদি কতকগুলো কাক্ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে "ঐ যায় নিগার" "ঐ যায় জুলু" "ঐ যায় এরেবী," "ঐ যায় মাদী" তখন তোমার সার গ্রহণ কোথায় থাকে?—তখন তুমি মর্ম্মে ব্যথা পাওনা?—তখন তোমার মস্তক হেঁট হয় না? সূক্ষ্ম ন্যায় বা চুলচেরা বিচারের দোহাই দিয়া মনকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। রক্তমাংসের শরীরে কত সহ্য হয়।* লোককে যাহাই বলি না কেন উক্ত যুবকদ্বয়ের কথায়—বিশেষে ফরাশী দেশে ইংরাজের কথায়—শরীর রাগে পূর্ণ

* See Mark Twain's "Tramp Abroad" pages 8 and 9.—Popular Edition.

হইল, ইচ্ছা হইল অভিধান ছাড়া বাঙ্গালা কথায় গায়ের ঝালঝাড়ি, কিন্তু বুঝিবে কে?

ইংরাজ ও ফরাশী পরস্পরের ব্যঙ্গোক্তি কি জান? ফরাশী ইংরাজকে (John Bull) ষণ্ড জন ও ইংরাজ ফরাশীকে "বেংখোর" (Crapaud) বলিয়া গাত্রের দহন নির্ব্বাণ করেন।

রু-রয়াল দিয়া কনকর্ড চতুর্ব্বেড়ে আসিলাম। সহরের মধ্যে এতাধিক বিস্তৃত অনাবৃত স্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ? ইহার এক দিকে সীন নদী অপর দিকে নন্দনকানন সম Champs Elysees নামক নন্দন ভূমি। বাকী দুই দিকে 'রুডেরিভোলী' নামক রাজপথ ও টুইলারী-উদ্যান। মধ্যস্থলে ৭৬ ফিট উচ্চ এক খণ্ড রাঙ্গা গ্রানিট প্রস্তর নির্ম্মিত এক স্তম্ভ। স্তম্ভের নাম "লক্‌সর স্তম্ভ" (Obelisk of Luxor)। মিশর সম্রাট্ শাহ মহম্মদআলি লুয়ী-ফিলিপকে ইহা উপহার স্বরূপ দান করেন। নিকটে গিয়া দেখিলাম চিত্রাক্ষর স্তম্ভ দেহ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ধাতুময় মীন কুম্ভ বরাহ শোভিত কতকগুলি ফুয়ারা চতুর্ব্বেড়ের এক

প্রধান শোভা। যখন সকল ফুয়ারাগুলি মীণ-বরাহাদি মুখ দিয়া প্রক্ষেপণী আকারে, সূক্ষ্মধারে জলোদ্গীরণ করিতে থাকে ও রাত্রিকালে সেই সূক্ষ্ম বারিধারার উপর গ্যাসালোক পতিত হইয়া শত শত হিরক খণ্ড বহির্গত হইতে থাকে, তখন যে কি অপরূপ শোভা হয়, তাহা আমি কি বর্ণনা করিব, কল্পনাদেবীর সাহায্যে মানস-চক্ষুকে সেই অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত করিয়া দেখাও। ফ্রান্স-প্রুসিয়া যুদ্ধের সময় প্রুসিয়ারা দলবলসহ এই স্থান অধিকার করিয়া কটক স্থাপন করে। সৌভাগ্যের বিষয় লক্সর-স্তম্ভের কোন হানি হয় নাই। এই স্থানেই ফরাশী বিপ্লবের সময় ষষ্ঠদশ লুয়ী, ব্রিসো, মারি-আঁটোয়াঁনেট্, রোবেস্পিয়ারী প্রভৃতি খ্যাতনামা ফরাশীমণ্ডলী গিলোটীনে মস্তক প্রদান পূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইহা ফরাসী ঐতিহাসিক অভিনয়ের এক প্রধান রঙ্গভূমি—ফরাশী বিপ্লবের কুরুক্ষেত্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নন্দনভূমি—রাম ছাড়িয়া রামায়ণ বা হামলেট ছাড়িয়া হামলেটাভিনয়—চুরোট, চুরোটক, পাইপ ও গুড়াকু-তত্ত্ব।

কনকর্ড-চতুর্ব্বেড় ছাড়িয়া জগদ্বিখ্যাত 'শাঁয্-এলিযে" (Champs Elysees) নামক স্থানে আসিলাম—যে শাঁয্-এলিযের নামে পারিসীয়দের মুখে লাল পড়ে। স্কটলেণ্ডে নবাগত বিদেশীর শুভাগমন হইলে, লখ্ (Loch বা Lake) দেখিতে যেমন সকলে অনুরোধ করেন, যে এমন শোভন-দৃশ্য জগতে আর কুত্রাপি নাই—পারিসে শাঁয্-এলিযে সেই প্রকার। বাঙ্গলায় ইহার "নন্দনভূমি" নাম দিলাম। যদি পৃথিবীতে থাকিয়া অমরাবতীর দিব্য শোভা দর্শন সম্ভবে, যদি অপ্সরাকিন্নরী-সংকুল, মন্দাকিনী-ধর, নৃত্যগীতবাদ্যপরিপ্লুত, কুসুম সুগন্ধি বাসিত নন্দনকানন দর্শনোপভোগ করিতে বাসনা হয়, একবার নাতিশীতোষ্ণ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সান্ধ্য সমীরণে মনপ্রাণ শীতল করিতে করিতে পারিসের নন্দন-ভূমি ভ্রমণ

করিয়া আইস। ফরাশিনী যেমন বিলাসপ্রিয় নন্দনভূমি সেইরূপ বিলাস-ভূমি। রাম ছাড়িয়া রামায়ণ সম্ভবে, হামলেট ছাড়িয়া হামলেটাভিনয় সম্ভবে, কিন্তু নন্দনভূমি ছাড়িয়া পারিশীয় জীবন সম্ভবে না। গোধূলী হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত পারিশীয় জীবন, নন্দন-ভূমি-রঙ্গভূমে অভিনীত হইয়া থাকে। সমোচ্চ সরল এল্ম (Ulmus Campestris) ও লাইম (Tiliaparvifolia) তরুরাজী রঙ্গভূমের আভরণ—যে দিক হইতে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, যেন দুই সারি প্রহরী সসজ্জ দণ্ডায়মান। বৃক্ষতলে সারি সারি বসিবার বেঞ্চ, মধ্যে মধ্যে পানাহারের স্থান, স্থানে স্থানে নহবৎখানা হইতে গীত বাদ্যের ধ্বনী উঠিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া অপূর্ব্ব স্বরের সৃজন করিতেছে। নটনটী দলে দলে রঙ্গভূমে বিচরণ করত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়া অদর্শন হইতেছে। গ্রীন রুম (Green Room) প্রবেশে আমাদের অধিকার নাই, কাজেকাজেই শ্রান্তিহারী ক্ষোভহারী চুরোট টানিতে টানিতে আমরা স্থানান্তরে যাই। চুরট টানিতে টানিতে

তবে চুরোটের কথা এই স্থানে বলিয়া রাখি। ইংরাজ গৃহমধ্যে পাইপ সেবন করেন, গৃহের বাহিরে পাইপ সেবন (Cadish) অর্থাৎ ভাল দেখায় না—সেই জন্য বাহিরে চুরোট টানিয়া থাকেন, নতুবা পাইপে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। চুরোটক (Cigarette) এর চলন আজি কালি ইংলণ্ডে হইয়াছে, কিন্তু বীফভোজীদের চুরোটকে মন উঠে না। ফরাশী, গৃহে বাহিরে চুরোটক সেবা করেন, চুরোটক সেবা তাহাদেরই আবিষ্কার। কি ইংলণ্ডে, কি ফ্রান্সে ফরাশীকে এ পর্য্যন্ত পাইপ টানিতে দেখি নাই, পাইপ্ টানিতে ঘৃণাও দুই এক জনের মুখে শুনিয়াছি। ইংরাজের পকেটে পকেটে চুরোটের বাক্স বা পাইপের সরঞ্জম ফিরে। ফরাশীর পকেটে তৎ-পরিবর্ত্তে চুরোটকের আসবাব,—চুরোটক আকা-রের, দীর্ঘে দুই ইঞ্চি প্রস্থে এক ইঞ্চি, অতি পাতলা কাগজের রীম, পুস্তকাকারে বাঁধান; পত্র লেখা খামে আঠার ব্যবস্থা যেরূপ প্রতি-কাগজের এক ধারে সেই রূপ আঠা লাগান; চামড়া, রবার বা রেসমের থলি মায় থরশান

ত'মাক। আবশ্যক মত পুস্তক হইতে এক খানা কাগজ বাহির করিয়া আন্দাজ মত তামাক চড়াইয়া, কৌশলে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের পাক্ দিয়া অবশেষে আঠা লাগান ধারটি মুখামৃত দিয়া সিক্ত করিয়া কাগজটী আঁটিয়া দিলেই চুরোটক্ প্রস্তুত হইল। থিওরীতে যত সহজ কার্য্যে চুরোটক প্রস্তুত তত সহজ নহে। সেই জন্য চুরোটক প্রস্তুত-কলের সৃষ্টি—কাগজ, তামাক চাপাইয়া কল টিপিলেই চুরোটক প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল। তামাক খাওয়া বিলাসের জন্য, পেশাদারি নহে। চুরোটক টানিতে টানিতে ভিজা কাগজ ঠোঁটে লাগিয়া বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে, সেই জন্য মুখনলের ব্যবহার, অথবা এমন কাগজ পাওয়া যায়, যাহার এক ভাগে চুরোটক ও অন্য ভাগে মুখনল প্রস্তুত হয়। কালে ভদ্রে সখের তামাক খাওয়া হইলে প্রস্তুত চুরোটক ক্রয় করাই সুবিধা, কিন্তু রীতিমত অভ্যাস থাকিলে আমার পরামর্শ, আসবাব্ কিনিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা কর। ফরাসী চুরোটক অনুরাগী, ইংরাজ পাইপানুরাগী,

ফরাসী চুরোটক-বাদীর উকিল, ইংরাজ পাইপ-প্রতিবাদীর উকিল। নিরপেক্ষ স্বার্থহীন বিচারকের হস্তে পাইপচুরোটকের মোকদ্দমা পেশ করিলে আমার বোধ হয় পাইপের জয় নিশ্চয়। সমস্ত দিন কালেজে খাটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সংসারচক্রে পেশিত হইয়া সন্ধ্যার সময় জানুয়ারি শীতে রক্তমুখ অগ্নিদেবের নিকট সোফা টানিয়া লইয়া, চৌদ্দ পোয়া হইয়া শায়িত হইয়া, শূন্য মনে পাইপোদ্গত ধূম্রাবর্ত্তআলোচনা করিতে করিতে, পাইপ টানায় কি আরাম, কি আয়াস, তাহা পাইপপায়ীভিন্ন কে বুঝিবে ? কিন্তু চুরোটক বল, চুরোট বল, আর পাইপই বল, আমাদের আলবলা ও গুলচাপান খাম্বিরা-গুড়াকুর নিকট সকলের হার—যে আলবলা ও যে গুড়াকুর গুণকীর্ত্তণ করিয়া বঙ্কিমের অসমকক্ষ লেখনী অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

৮ই জুন, ১৮৮৪ সাল, রবিবার

হোটেল St. Marie, প্যারিস।

শয্যাত্যাগে মরেল-কারেজ—লুভর যাদুঘর—টুপীগোলা—পারিসে রবিবার—প্রমোদস্থানে সাধারণের প্রবেশ—ইংরাজের পোসাকী মন্দির—খ্রীষ্টানদের ভাঙ্গা দল।

বেলা ১০টার সময় নিদ্রা ভাঙ্গিল। দিনটা বড় ভাল নয়, দুর্দ্দিন, একবার মেঘ ঘোর করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পরক্ষণেই সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, আবার একবার সূর্য্যদেব ও বরুণদেব উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া সমরক্ষেত্রে নামিলেন, কে কাহাকে হারাইতে পারে। নগরদর্শকের পক্ষে এমন দিন বড় আশাপ্রদ নহে, এমন প্রভাত বড় সুপ্রভাত নহে। ঝিমৃকিনি বৃষ্টি পড়িতেছে, মিঠিনি শীত, আধখানা দেহ লেপে ঢাকা, গরম গরম কফি পান ও পাইপটানা চলিতেছে, এমন সময় শয্যাত্যাগ করিবার বীরকল্পনা স্থির করিতে যে,কিছু সময়ের আবশ্যক, তজ্জন্য জবাবদিহি চাহিতে পার না। বরং সে অবস্থায় শয্যা-

.ত্যাগ করিলাম, তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, মরেল-কারেজের প্রশংসা করা উচিত। সাহসে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, কাপড় চোপড় পরিয়া, তদুপরি মাকিন্‌টশ (বৃষ্টি নিবারণী পরিচ্ছদ বিশেষ) চাপাইয়া বাহির হইলাম। বৃষ্টিতে ভিজিতে না হয়, অথচ নূতন জিনিস দেখা হয়, এমন কোন উপায় ভাবিয়া হোটেলের নিকটবর্ত্তী 'লুভর' মিউজিয়ম্ বা যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম, নিম্ন বা একতলে।* স্থপতি ও খোদকারি কাজ; দ্বিতলে চিত্র, টেরাকোটা, নক্সা ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্য; ত্রিতলে সাগরিক মানবিক ও Chinois দ্রব্য। গৃহগুলির মধ্য দিয়া একবার মাত্র চলিয়া যাইতে আমার তিন ঘণ্টার উপর লাগিল, ইহতেই বুঝিবে মিউজিয়মের আকার কত বৃহৎ ও সংগ্রহ কত অধিক! এ প্রকারে মিউজিয়ম্ দেখা, আর না দেখা প্রায় সমান, ইহাতে বৃথা কৌতূহল নিবারণও হয় না। এক এক খানি চিত্রে এত হৃদয়গ্রাহী—ইচ্ছা হয়

* ইংরাজী এক তোলা আমাদের দু-তোলা, ইংরাজী দু-তোলা তিন তোলা ইত্যাদি; ইংরাজী নিম্নতল (Ground floor) আমাদের একতোলা।

সেই স্থানেই সমস্ত দিন কাটাই। তালিকাপ্রদত্ত বর্ণনার সহিত দুই একখানি চিত্র তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া লুভর মিউজিয়ম হইতে বাহিরে আসিলাম।

“লুভর” মিউজিয়ম পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল, ১৭৯৩ সাল হইতে মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে, কেবল উত্তর দিকের এক অংশে আয় ব্যয়ের আপীশ। সকল সাধারণ-প্রাসাদের ন্যায় ইহার বাহিরেও সাধারণতন্ত্রের ধ্বজা স্বরূপ স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃবক্তা এই তিন শব্দ লিখিত। ইহার লাগালাগি টুইলারি প্রসাদ; ১৮৭১ সালে সমাজ-দ্রোহীরা টুইলারী নিকটবর্ত্তী অংশে অগ্নি প্রদান করায় ৯০,০০০ পুস্তক ও অন্যান্য অমূল্য হস্ত-লিপির সহিত পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয়। সে অংশ এখন নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মিউজিয়ম প্রবেশদ্বারে একজন বহুভাষালাপীর সাহায্য আবশ্যক কি না জানিতে, আমার সম্মুখে টুপী স্পর্শ করিয়া দরখাস্ত করিল। ফরাসী ভাষা-অনভিজ্ঞ লোকের সাহায্য জন্য এইরূপ বহু-ভাষালাপী-লোক পারিসের অনেক স্থানে পাওয়া

যায়। টুপী স্পর্শ করিয়া বা টুপী উত্তোলন করিয়া অভিবাদনপ্রথা লণ্ডন অপেক্ষা পারিসে অনেক বেশী, কথায় কথায় টুপী খোলা। পুলিশম্যানের সহিত কথা কহিতে হইবে টুপী স্পর্শ করিয়া, দোকানে প্রবেশ করিতে হইবে টুপি খুলিয়া।

আজি রবিবার, প্রাতঃকাল হইতে গীর্জ্জার ঢংঢং ঘণ্টা শব্দ আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার শব্দ, গৃহ মধ্যে ঘড়ির ঠক্ ঠক্ শব্দ, চড়কে ঢাকের শব্দ, তদ্রূপ রবিবারে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া শুনিয়া সহ্য হইয়া গিয়াছে। ইহার আর নূতনত্ব কিছু নাই। রবিবারে পারিসের বেশ; অন্য দিন হইতে এমন কিছু ভিন্ন দেখিলাম না। রবিবারের বেশে যেমন লণ্ডন চিনিয়া লওয়া ভার—শীতে পল্লবভ্রষ্টবৃক্ষাবলীর ন্যায় লণ্ডন যেমন সে দিন কঙ্কালাবশেষ, পারিসে সেরূপ কিছুই দেখিলাম না; বারাবর সকল দিনই আনন্দের সমান লহরী, রাস্তার লোকের সমান ভীড়, গাড়ি ঘোড়ার অপ্রতিহত গতি, পারিসের শোভার প্রধান অঙ্গ মনোহর আপণ-

মালার সমান গুলজার, সাধারণের হাঁফছাড়িবার স্থানে, আমোদের স্থানে, সাধারণের অবিরোধগতি। অল্প আয় হীনাবস্থার শত সহস্র লোক—যাহারা দগ্ধোদরের জন্য সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত, সোম হইতে শনি পর্য্যন্ত, কলমপেশন হলচালন মোটবহনাদি দাসত্ব বৃত্তি করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনের দুই খুঁট জুটাইয়া এক করিতে অবিশ্রান্ত নিযুক্ত, তাহারা—ঊষরে উদ্যানের ন্যায়, সপ্তাহে কন্টলব্ধ রবিবারে মিউজিয়ম্, প্রমোদ কানন, সঙ্গীতালয় ইত্যাদি নির্দ্দোষ আমোদ স্থানে গিয়া পবিত্র আনন্দে জীবনের একঘেয়েত্ব নাশ করে। ইংরাজের অযথা প্রথা দেখিয়া ফরাশীর এই সুপ্রথার আরও প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে। জন! প্রতিবাসীর দেখিয়া শিক্ষা কর, তোমার মিউজিয়ম্ পুস্তকালয় গীতবাদ্যালয় থিয়েটার রবিবারে জনসাধারণের জন্য খুলিয়া দাও। যাহারা তোমার জাতীয় জীবনের ভিত্তি, যাহাদের শ্রমে তোমার উদরান্ন, তাহাদের নির্ম্মল আমোদের পথ খুলিয়া দাও। তোমার কলঙ্ক,

যে,রবিবারে এ সকল আনন্দের দ্বার, শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ ও—বহু অনর্থের মূল, গুণরাশীনাশি-দরিদ্রতার প্রধান কারণ, মানব-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-কারী, পাশব ধর্ম্মের জনয়িতা, সুরাদেবীর মন্দির অবারিত দ্বার! ইংরাজের ধর্ম্ম মন্দির হীনাবস্থা-পন্নদের জন্য নহে। যাহারা সুন্দর, চক্ষু বিনোদন রবিবার-পরিচ্ছদে (Sunday Suit) ভূষিত, যাহা-দের ছয় সপ্তাহ ব্যাপিয়া ডিনারের নিমন্ত্রণ, ফারাডে, যাহাদের হইয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন, তাহাদেরই ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ সাজে। চিরুণী অস্পৃষ্ট কেশ, চিমটি কাটিলে ময়লা উঠা কাপড়, শততালি-জুতাওয়ালাদের পক্ষে সে দ্বার অবরুদ্ধ,—লজ্জায় তাহারা সে দ্বারের চৌকাঠ উল্লঙ্ঘন করিতে অশক্ত। তাহারা আত্মলজ্জায় ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, নির্ম্মল আনন্দের দ্বার অবরুদ্ধ দেখিয়া, অনন্যোপায় হইয়া দেবতা ছাড়িয়া অপদেবতার সেবায় রত হয়। আজ কাল দুই চারিজন উদারনীতিক সভ্যের চক্ষু খুলিয়াছে, তাঁহারা এ বিষয় লইয়া মহাসভায় আন্দোলন তুলিয়াছেন, আশা করা

যায় দুই তিন বৎসর মধ্যে সাধারণ-প্রমোদ ও শিক্ষা-স্থানে সাধারণের প্রবেশ অধিকার প্রদত্ত হইবে।

'স্যালভেশনিষ্ট' (Salvationist) নামক খ্রীষ্টান-দের যে একটা ভাঙ্গা দল হইয়াছে তাহার যতই কেন দোষ থাকুক না, লোকে যতই কেন সে দলের নিন্দাবাদ করুক না, তাহাদের এক গুণের জন্য সকল দোষ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি—তাহারা পোষাকী ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ-অনুপযুক্ত শ্রেণীর লোককে আকর্ষণ করিয়া অপদেবতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

টুইলারি প্রাসাদ—সীননদী—প্যারিস নগর ও সহরতলী—
—টুইলারি উদ্যান—ঝী-দের আড্ডা—
—চিত্রশালা—আন্তর্জাতিক ঘড়ি।

"টুইলারি-প্রাসাদ" (Palais des Tuilieries) লুভর মিউজিয়মের সহিত এক চক্রে। এই প্রাসাদ দ্বয় পারিসে প্রাসাদ নির্ম্মাণ শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভ্রমণকারীরা প্রাসাদ দেখিতে যাইলে, ফরাশীবিপ্লবের প্রারম্ভে সম্রাট লুয়ী কোথায় বসিতেন, কোথায় তাঁহার দরবার হইত, রাণীর কোন গৃহ, দেখাইয়া, অনুচরবর্গ দর্শকবৃন্দের কৌতুহল তৃপ্তি করিয়া থাকে *। টুইলারী রাজপ্রসাদ প্রথম নাপোলিয়োঁর সময় হইতে তৃতীয় নাপোলিয়োঁর সময় পর্য্যন্ত রাজকীয় বাসস্থান ছিল। প্রায় দেড়শত বিঘা ব্যাপিয়া, প্রকাণ্ড দুই প্রাঙ্গন বেষ্টন করিয়া, স্থপতি শিল্পের উজ্জ্বলতম রত্ন স্বরূপ এই দুই রাজপ্রাসাদ নির্ম্মলসলিল সীন নদী তটের শোভাবর্দ্ধন করতঃ পারিস বক্ষে বিরাজমান। ব্রনজ ধাতুময় পৌরা-

* See Carlyle's F Revolution Vol II. PP. 4,

র্ণিক দ্রব্যধারী লুভর মিউজিয়মের পিচ্ছল কাষ্ঠময় দ্বিতল হর্ম্ম্যতল হইতে সর্পগতি সীন নদী দেখিতে বেশ সুন্দর বোধ হইল। দেখিলাম প্রতি ৮।১০ মিনিট অন্তর যাত্রীপূর্ণ বাষ্পীয় পোত সশব্দে ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে সীনবক্ষ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া উভয় মুখে গমনাগমন করিতেছে ও তজ্জাত তরঙ্গমালা ইষ্টকনির্ম্মিত তটে প্রতিঘাত হইয়া তীরাশ্রয়ী নৌকা সকলকে টলটলায়মান করিতেছে। বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ নৌকার গমনাগমন বড় একটা দেখিলাম না—রুঁয়ায় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। স্নান ও সন্তরণের এক প্রকার ব্যবস্থা দেখিলাম, যাহা লণ্ডনের কোন নদীতে দেখি নাই। উভয় তীরে জলের উপর খড়খড়ীযুক্ত কাষ্ঠ-প্রাচীর-বেষ্টিত দুই তিন বিঘা জলকর ব্যাপিয়া এক একটা স্নানাগার, উপরে সামান্য আচ্ছাদন। যে দুই তিনটা স্নানাগার দেখিলাম তাহার বহির্ভাগে বড় বড় ছাপার অক্ষরে লেখা Ecole de natation poudr dames (স্ত্রীলোকদিগের সন্তরণস্কুল)। লেখা না দেখিয়াও স্থির করিলাম পুরুষের সন্তরণস্কুল

থাকিবার সম্ভব। এই স্থানে একটা গল্প মনে পড়িল—এক ব্রাহ্মণসন্তান নর্ম্মাল স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া কোন বাবুর পাককার্য্যে নিযুক্ত হয়; বাবু একদিন পীড়িত হইয়া রুটী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দেন। যথাসময়ে ঘৃতযুক্ত রুটী বাবুর সম্মুখে আনীত হইল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর রুটীতে কে ঘি দিতে বলিল?" ক্ষেত্র-তত্ত্বে-মূর্ত্তিমান ঠাকুর উত্তর করিল "বলিবে আর কে—ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ" (axiomatic)। পাচক ব্রাহ্মণের ন্যায় অনুসরণ করিলে, যখন স্ত্রীলোকের স্কুল রহিয়াছে, তখন পুরুষের স্কুল থাকাও স্বতঃসিদ্ধ। এই খানেই সীন নদী সম্বন্ধে আর যাহা কিছু বলিবার আছে বলিয়া রাখি। সীন নদী পারিস নগরের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রবেশ করিয়া বালেন্দুবক্র-ভাবে নগরের মধ্যস্থল দিয়া পশ্চিম বাহিনী হইয়াছে। নগরের মধ্যে নদীর যে অংশ তাহা দীর্ঘে প্রায় ৭ মাইল। বালেন্দু বক্র ভাগের মধ্যস্থলে নদীবক্ষে এক দ্বীপপুঞ্জ—সেই দ্বীপপুঞ্জ আদি-পারিসের ভিত্তি। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নগরের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে;

তবে পরিখাত খনন করিয়া নগরের কৃত্রিম সীমা-বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিখাতের অন্তর্গত ভাগ নগর ও বহির্গত ভাগ সহরতলী (Faubourg)। পরিখাত অন্তর্গত নগরের মধ্যে সীন নদীর উপর ১৯ টি স্থলপথ (পুল)—যাহার উপর দিয়া ট্রাম, বস্, গাড়ী, ঘোড়া, লোক জন নগরের এক পার হইতে অপর পারে অহরহ গমনাগমন করিতেছে। একদিন মেঘ নাই বৃষ্টি নাই, সূর্য্য-কিরণে জগৎ হাসিতেছে (লণ্ডন ফেরৎ লোক ভিন্ন এমন দিন কে উপভোগ করিতে জানে ?), চিন্তাকে সহচরী করিয়া নদীবক্ষস্থ স্থলপথের আলিসায় দেহভার দিয়া অন্যমনে দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চক্ষু পড়িল, একজন লোক স্থল-পথ হইতে জলের দিকে একাগ্রদৃষ্টে কি দেখি-তেছে ? আমিও দলভুক্ত হইয়া দেখিলাম এক Dachshund (কুক্কুর বিশেষের—জার্ম্মেন নাম) স্রোতের বিপরীত দিকে সন্তরণ চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া একবার স্রোতে দুই চারি হস্ত ভাসিয়া যাইতেছে, আবার স্রোতের বিপরীত দিকে সন্ত-রণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কুক্কুর জাতিতে

সাধারণতঃ যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ দেখা যায়, এ কুক্কুরে তাহা না দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। ক্ষণকাল পরেই কারণ বুঝিলাম—কুক্কুরের দোষ নাই, কুক্কুর চিরপ্রসিদ্ধ প্রভুভক্ত, প্রভুর বাক্য গুরু বাক্য হইতেও গুরুতর; প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রভু (এ স্থলে মলিনবসনা এক স্ত্রীলোক) তীরের যে স্থল হইতে তাহাকে নাম ধরিয়া শীস দিয়া ডাকিতেছে, তাহাতে তাহার স্রোতের বিপরীত দিক ভিন্ন অন্য দিকে যাওয়া অসম্ভব। দর্শকবৃন্দের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে, ভ্রান্ত স্ত্রীলোকটীর ভ্রম দেখাইয়া কুক্কুরের প্রাণ রক্ষা করে, এই নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া সকলেরই মহা আমোদ। কি মনে করিয়া এই প্রত্যক্ষ উদাহরণের অবতারণা করিলাম তাহা লিখিতে ভুলিয়া গেলাম—আবার এতটা লিখিয়া, সময় ও কালি কলম ব্যয় করিয়া কাটিয়াই বা দি কি বলিয়া—ইহা পড়িয়া যাহার মনে যে ভাবের উদয় হয় তিনি তাহাই বুঝিবেন।

লুভর ও টুইলারী প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া টুইলারি-উদ্যানে (Jardin des Tuilleries) প্রবেশ করিলাম। পারিসের অন্যত্র যেরূপ এ বাগানও সেইরূপ; সমোচ্চ সমান্তরাল সারিবাঁধা গাছে পরিপূর্ণ। এক দিকে আটকোণা কাটাহ্রদ ও তাহার মধ্যে এক ফুয়ারা। সু-উচ্চ লোহার রেল দ্বারা বাগান ঘেরা। গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ন সময়ে উদ্যানে সৈনিক ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। দেখিলাম অনেকে বেড়াইতেছেন। শুনিলাম ইহা বৃদ্ধ ও শিশুসেবিকাদের সুখসেব্য বিচরণ-ভূমী—শিশুসেবিকারা শিশুবালক বালিকাগণকে পরিভ্রমণী যানে (Perambulator) চাপাইয়া, অপরাহ্ন সময়ে এই স্থান অধিকার করে। সন্ধ্যার সময় গোলদিঘীর ধারে ছেলে কোলে করিয়া, অথবা গঙ্গার ঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে, দেশী ঝিরা যেমন প্রভুনিন্দায়, পরচর্চ্চায় রত হয়; সুদিনে লণ্ডনের হাইডপার্ক ও রিজেণ্ট পার্কে (উদ্যান) পরিভ্রমণী-যানে শিশুগণকে ঘুম পাড়াইয়া, ঘাসে পা ছড়াইয়া, বৃক্ষতলে বেঞ্চে বসিয়া বিলাতী ঝিরা যেমন পিরীতের লোকের সহিত আমোদে রত

হয়, শিশু কাঁদিয়া অর্দ্ধমৃত হইলেও খবর নাই— ফরাসী-ঝিদের আড্ডার কথা শুনিয়া ঠিক সেই চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিলাম, দেখিয়া মিলাইবার অবসর পাইলাম না।

টুইলারি-উদ্যান-দর্শনের পর পূর্ব্বোক্ত কনকর্ড চত্বরবেড় অতিক্রম করিয়া নন্দনভূমিস্থ Palais de l' Industrie নামক ফরাসী স্থপতি ও চিত্রশালা দেখিতে গেলাম। ইহা লণ্ডনের রয়েল আকাডামীর (Royal Academy) স্থানীয়। প্রতি বৎসর এই সময়ে এই চিত্রশালায় নূতন নূতন চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮৫৫ সালে মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে এক কোম্পানি দ্বারা এই বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহা গবর্ণমেণ্টের অধীনে। লণ্ডনের ক্রিষ্টাল পালেস (Crystal Palace) নামক বিখ্যাত প্রাসাদের নির্ম্মাণ ইতিহাস ঠিক এইরূপ। মৎস্য প্রদর্শনী উপলক্ষে লণ্ডনে যে সুমহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রমে এইরূপ প্রকাণ্ড প্রাসাদে পরিণত হইতেছে। এই প্রকার উপলক্ষ সাধারণ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের সদুপায়। কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইল, তাহার

ঈদৃশ কোন বিশিষ্ট চিহ্ন আছে বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি কি? প্রাসাদের পরিসর দীর্ঘে ৮১০ ফিট, প্রস্থে ৩৫৪ ফিট ও উর্দ্ধে ৩৪২ ফিট। মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ সুউচ্চ কাচাচ্ছাদিত প্রাঙ্গন—স্থপতি শিল্পজাত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রতি-মূর্ত্তি পূর্ণ। নিম্নতল ছাড়িয়া দ্বিতলে গিয়া প্রতি গৃহে গৃহে চিত্রাবলি দেখিতে লাগিলাম। গীত-বাদ্য যেমন শিক্ষিত অশিক্ষিত মূর্খ পণ্ডিত মানব মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করে, চিত্রের কল্পনা ও লিপিকুশলতাও সেইরূপ। যদিও আমার দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক চিত্র পর্য্যালোচনায় কখন শিক্ষিত হয় নাই, তথাপি মোটামুটী কল্পনার মহত্ব ও লিপি-কুশলতার পারিপাট্য দেখিয়া হৃদয় যুগপৎ উল্ল-সিত ও বিস্মিত হইল। লণ্ডনে Royal Academy, National Gallery, South Kensington Museum—এ, যখন চিত্র দেখিতে যাই, তখন এক দিন মনে এইরূপ যুগপৎ উল্লাস ও দুঃখের ভাব উদয় হয়—উল্লাস যে, এ সকল দেখিয়া চিরনিমীলিত চক্ষু এক দিনের জন্য, একবারের জন্যও উন্মীলিত হইল—দুঃখ যে আমাদের দেশ—যে দেশের

ব্যাপ্তি রুষরাজ্য ছাড়িয়া দিলে সমগ্র ইয়ুরোপের সমান, যেদেশের সভ্যতা ঐতিহাসিক সময়ের অপর পারে—সে দেশে এ মহা শিল্পের চর্চ্চা আজিও নাই বলিলে হয়। তবে আশাতেই মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে, আশাই জীবন-সমুদ্রের কাণ্ডারী। নবজাত শিশু Art Studioকে লালন পালন করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে না কি? আশা পূর্ণ হইবার চিহ্নও দেখা গিয়াছে। এক দিন লণ্ডনে থাকিতে থাকিতে ইংরাজগৌরব ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠশালায় (Reading room) পড়িতে গিয়াছি, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, জলযোগের জন্য পড়া রাখিয়া Elgin Marbled নামক অংশ বিশেষ দিয়া যাইতেছি—দেখি কতকগুলি শিক্ষানবিশ চিত্রকর গ্রীক প্রতিমূর্ত্তি আদর্শ করিয়া চিত্র আঁকিতেছে, দেখি সেই শ্বেতকায়দের মধ্যে আমাদের দেশীয় এক ছাত্র। সকলেরই চিত্র দেখিলাম কিন্তু আমাদের দেশীয় ভায়ার চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা দেখিয়া আনন্দের উপর আনন্দ হইল। তাহার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল; কিন্তু রোমে রোমীয়দের ব্যবহার, রোমীয়দের

কায়দা অনুসরণ করিতে হয়। একবার অগ্রপদ একবার পশ্চাৎপদ হইয়া কায়দা কানুন না মানিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। চেহারা বাঙ্গালি মাথান নহে তত্রাচ তাহাতে বাঙ্গালির লক্ষণ দেখিলাম, আলাপ করিয়া জানিলাম তিনি বাঙ্গালি বংশোদ্ভব পঞ্জাবী বাঙ্গালী, তাঁহার পিতা-মহ পঞ্জাবে গিয়া বাস করেন। আমাদের চিত্র কুশল বাঙ্গালি ভায়া আসলে বাঙ্গালা জানেন না। বালক কাল হইতে তাঁহার নক্‌সা করা চিত্র আঁকার দিকে টান, দেশে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া তিনি সেই সকল বিষয় রীতিমত শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন। Royal Academy প্রদত্ত বৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। লণ্ডনে কিছুদিন থাকিয়া পরে ইতালীর চিত্র পণ্ডিতদিগের নিকট কিছু দিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। তাঁহার উৎ-সাহ অনুকরণীয়, উদাহরণ আশাপ্রদ। ইংরাজ রয়েল-আকাডেমী ও ফরসী স্যালঁর (Salon) অনু-করণে ভারতীয় চিত্রশালার অঙ্কুর তাঁহাতে দেখি-লাম।

স্যাঁল-চিত্র হইতে কোন এক খানি বাছিয়া

লইয়া প্রশংসা করি সে সময়ও ছিল না, সে বিদ্যারও অভাব। তবে এক খানি হৃদয়-গ্রাহী চিত্রের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চিত্রের বিষয় এই—মসিও টিয়ার (Mons. Thier) উচ্চাসন হইতে ফরাসী-সাধারণতন্ত্র প্রচার করিতেছেন, ফরাসী বুধমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাক্য যথাযথ লিখিয়া লইতেছেন, সকলের চক্ষু টিয়ারের দিকে; আন্দাজ দুই শতের অধিক লোক ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। বিষয় যেমন মহান, শিল্প কুশলতাও তদনুরূপ। রুচ্যভিমানী পাঠক পাঠিকার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, স্যাঁল-চিত্র সম্বন্ধে আর এক কথা বলিব, যাহা দেখিয়াছি তাহা লিখিব। ফরাসী চিত্র-শিল্প স্বভাবানুবর্ত্তী হইয়া স্বাভাবিক নারী চিত্র প্রতিফলিত করিতে, সাধারণ চক্ষের উপর ধরিতে, কুণ্ঠিত নহে। রুচির ভাণ না করিয়া শিল্পের স্বাভাবিকত্বের দিকে তাহাদের দৃষ্টি। ইউরোপীয় পৌরাণিক (Mythological) বিষয়

অবলম্বন করিয়া এই সকল চিত্রের বিষয়োদ্ভাবনা। পূর্ব্বে আপণশ্রেণীর কাচ-গবাক্ষে যে ফটো ও চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই সকল স্যালঁ চিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত।

দর্শকবৃন্দের সুবিধার জন্য চিত্রশালার প্রতি গৃহে দুই চারি খানি মখমল মণ্ডিত গদিযুক্ত পরিপাটী কোচ্। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্তি বোধ হইলে কোচে বসিয়া চিত্র দেখিতে দেখিতে শ্রান্তি নিবারণ করায় বড় আয়েস।

চিত্রশালার পশ্চিম বারান্দায় এক আন্তর্জাতিক ঘড়ি দেখিলাম। লণ্ডন, পারিস, জিনিভা, বার্লিন, ভিয়েনা, কলিকাতা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের সময়, এই ঘড়ি দ্বারা জানা যায়। পারিসে যখন বেলা দুই প্রহর, তখন লণ্ডনে, জিনিভা বা কলিকাতার সময় কত, ইহার কাঁটা দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ঘড়িটি গ্লাসকেসে ঢাকা; ভিতরের কল কৌশল পেণ্ডুলাম সমস্ত দেখা যায়।

——(::)——

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

তারাস্থান—বিজয় তোরণ—ঠেকে শেখা—
ল্যু কানন।

চিত্রপ্রদর্শনী স্যাল হইতে বহির্গত হইয়া Avenue de champs Elysees বা নন্দনভূমির বৃক্ষ-পথ দিয়া প্লাসডেটোয়া (Place d' Etoile) বা "তারা-স্থান" নামক চতুর্বেড়ে উপস্থিত হইলাম। এই বৃত্তাকার চতুর্বেড়ের পরিধি হইতে ১২টি প্রশস্ত-তম মনোহর বৃক্ষপথ বাহির হইয়াছে—যেন তারার পরিধি হইতে কিরণ বাহির হইতেছে—সেই জন্য নাম "তারাস্থান"। তারাস্থানের মধ্যে বিশাল "বিজয় তোরণ" (Arc de Triumph)। এত বড় তোরণ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। উচ্চে ১৬০ ফিট, প্রস্থে ১৪৬ ফিট ও আড়ে (depth) ৭১ ফিট। তোরণ-দেহের চতুর্দ্দিকে ফরাসী-গৌরব-পতাকা স্বরূপ ফরাসী-বিজয়মালা খোদিত। তন্মধ্যে নাপোলিয়োঁর বিজয়াবলীরই অধিক প্রাধান্য। শিল্পীর চক্ষে তোরণ নির্ম্মাণ কৌশল উৎকৃষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমার

অশিক্ষিত চক্ষে "জবড়জঙ্গ" বোধ হইল। ইহার উপর হইতেও পারিসের সুন্দর নভোপশ্য দৃশ্য পাওয়া যায়। বিজয়-তোরণের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বৃক্ষতলে (পারিসে বৃক্ষের অভাব কোথাও নাই) শত শত লোক আশ্রয় লইল, আমিও তাহাদের দেখাদেখি বৃক্ষ-তলে গেলাম। তথায় কেহ বা দণ্ডায়মান, কেহ বা চৌকিতে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ থাকিতে থাকিতে এক ইংরাজ যুবকের সহিত আলাপ হইল। অনেকক্ষণ থাকিতে হইল, সেই জন্য দুই জন দুই খানা চৌকি টানিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র এক স্ত্রীলোক টিকিট হস্তে করিয়া কর আদায় করিতে আসিল। কর দিতে হইবে জানিতাম না, তাহা হইলে দশ বার মিনিটের জন্য চৌকিতে বসিয়া কি লাভ! যাহা হউক, এখন আর তাহার উপায় নাই। কত কর দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় আমার নিকট ১০ সাণ্টিম (১ পেনী) ও আমার আলাপী ইংরাজের নিকট ২০ সাণ্টিম (২ পেনী) চাহিল। কর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইতর-বিশেষের

কারণ কি" ? স্ত্রীলোকটি বুঝাইয়া দিল Fauteil নামক চেয়ারের কর ২০ সাণ্টিম ও chaise নামক চেয়ারের কর ১০ সাণ্টিম। ইংরাজ বাবাজী পূর্ব্বোক্ত চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আমি ঘটনা-ক্রমে শেষোক্ত চেয়ারে বসিয়াছিলাম। চেয়ার-দ্বয়ের আকারের কিছু প্রভেদ ছিল, কিন্তু যদি বসিবার আরাম ও সুবিধা অনুসারে, কর লইতে হয় তাহা হইলে আমার নিকট অধিক কর আদায় করা উচিত ছিল। আমরা আসন পরি-বর্ত্তন করিয়া সুবিধা অসুবিধা স্থির করিলাম। উভয়কেই এক কর দিতে হইলে কোন কথাই হইত না। কর অধিক দিয়া বসিবার অসুবিধা ক্রয় করিয়া ও চক্ষের উপর অল্প করে বসিবার সুবিধা দেখিয়া, (সামান্য বিষয় হইলেও) কাহার না ধৈর্য্য গুণের পরীক্ষা হয় ? ইংরাজ বাবাজী জাতিসুলভ বেদ-কোরাণ-ছাড়া বাক্য প্রয়োগ করিয়া জাতীয়ত্ব রক্ষা করিল। সামান্য বিষয়ে ত্রুটী হইল, ধৈর্য্যের উপর হস্ত পড়িল, অমনি ইংরাজের মুখ হইতে বাক্য সুধার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। গাত্রে একবার মাছি বসিল, দুইবার

বসিল, তিনবারের বেলা আর দেখে কে? কাহারও নাম একবার মনে পড়িল না, দুই বার মনে পড়িল না, তিনবারের বেলা টেবিলে কিল মারিয়া শর্ম্মা অগ্নিস্থ পাতালস্থ, অভিধানে আর কুলাইল না। ইহা ইংরাজের জাতীয়-গুণ; লয় মাফিক বাইবেল-ছাড়া বাক্য প্রয়োগ করিতে পটু এমন আর কোন জাতি দেখিলাম না! গ্রাজুএট, অণ্ডর গ্রাজুএট, কালেজেপড়া,—কালেজ-আউটদের সমাজেও আপনাআপনি মধ্যে এরূপ ভাষার অভাব নাই, তবে যাহাদের শিক্ষিত রুচি, তাহাদের এ সকল কথাও ঘসা-মাজা। শ্রমজীবী-ইংরাজদের মধ্যে এ অভ্যাসটা অত্যন্ত বেশী। বুল্‌ডী (Bloody) এই কথাটা তাহারা এত অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে যে, সময়ে সময়ে এক ছত্রের মধ্যে আর কোন কথা নাই বলিলেও চলে। উদাহরণ স্বরূপ এক ছত্র প্রস্তুত করিয়া দিলাম। একজন শ্রমজীবী ইংরাজ তাহার পুত্রকে উল্লেখ করিয়া হয়ত বলিবে "I gave the boy five—Shillings to buy—breads with, but the—fool spent those—bob on—drink"। কিন্তু এই

স্থানেই বলিয়া রাখি ভদ্রসমাজের ভাষা অতি মার্জ্জিত, অতি পরিপাটী। স্ত্রীলোক মধ্যে 'সোয়ার' (Swear) এই কথা মাত্র ব্যবহার করিলে সকলে কর্ণে অঙ্গুলি দিবে, এবং যে ব্যবহার করিল সে অভদ্র, কড্ডু (Cad) পদে বাচ্য হইল; তাহার সে সমাজে প্রবেশ করিবার আশা দুরাশা। যে সকল শব্দ এই শ্রেণীভুক্ত তাহাদের শব্দার্থ বিশেষ গর্হিত নহে, ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিবার কোন ভাবই তাহাতে নাই, কিন্তু ভাষা-প্রয়োগের এমনি কূট-শাসন, এমনি কুটিল গতি, যে, সে সকল শব্দ মুখে আনিবার যো নাই, লিখিতে হইলে ড্যাস (—) দিয়া সরিতে হয়।

ক্রমে বৃষ্টি থামিল। আমার সাপ্তপদী বন্ধু উঠিয়া এক দিকে গেলেন, আমি অন্য দিকে গেলাম। বুলঁ কাননের বৃক্ষ-পথ (Avenue du Bois de Boulogne) অনুসরণ করিয়া চলিলাম। এত প্রশস্ত বৃক্ষপথ পূর্ব্বে দেখি নাই। ইহার পরিসর ৪২০ ফিট; মধ্যস্থলে গাড়ীর রাস্তা, এক দিকে পদচারণ বা রাহীগণের রাস্তা, অপর দিকে

ঘোড় দৌড় বা বালি দেওয়া ঘোড়সওয়ারদের রাস্তা। পদচারণ ও ঘোড়দৌড়ের পর নয়ন-রঞ্জন হরিৎবর্ণের ঘাস, ও পত্রপুষ্পশোভিত লতা গুল্মের কেয়ারি। মধ্যে মধ্যে বসিবার বেঞ্চ ও চৌকি। এই দেববাঞ্ছিত বৃক্ষপথ দিয়া ক্রোশ খানিক গিয়া অবশেষে "বুলঁ্যকাননে" (Bois de Boulogne) প্রবেশ করিলাম। এই কানন পারিস পরিখাতের বাহিরে, আয়তন প্রায় ৭০০০ বিঘা, অনেকটা লণ্ডনের হাইড-পার্কের ন্যায়। পূর্ব্বে এই স্থানে অরণ্য ছিল, চোর ডাকাইতের আড্ডা ছিল, দিবাভাগেও লোকে সাহস করিয়া তথায় যাইতে পারিত না। এক্ষণে পারিস মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়া সেই অগম্য বিজন বন যথার্থই নন্দনকানন হইয়া দাঁড়াই-য়াছে, পারিসীয়দের প্রিয় বিচরণ ভূমিতে পরি-ণত হইয়াছে। সুন্দর রৌদ্রময় দিনে সমস্ত পারিসবাসী ভাঙ্গিয়া আসিয়া, নন্দনকানন সম বুলঁ্য কাননের শোভাবর্দ্ধন করে; কেহ অশ্ব, কেহ শকট, কেহ পদযানে কাননকে জীবন্ত করিয়া তুলে। লণ্ডনস্থ রটন রো-র (Rotton Row) যে

খ্যাতি, বুল্যঁকাননও—বৃক্ষপথেরও সেই খ্যাতি শুনিলাম। অশ্বারোহী-রোহিণীরও বিশেষ গুল-জার দেখিলাম। বুল্যঁ কাননেই সন্ধ্যা হইল। তথা হইতে সটান নগরে ফিরিয়া ডিনার গ্রহণ করিয়া রাত্রি ১০ টার সময় হোটেলে ফিরিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

৯ই জুন, ১৮৮৪ সাল।
সেই হোটেল পারিস।

ভেয়ারসাই গমন—শুল্ক আদায়—ফরাশী পুলিশম্যানের সজ্জা ও ভদ্রতা—ভেয়ারসাই রাজপ্রাসাদ—গবাক্ষ।

আজিও বড় সুদিন নহে। তাই বলিয়া গৃহে বসিয়া থাকা চলে না। বৃষ্টি বাদল দেখিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হইলে, ইউরোপে শীত সাত মাস ত, আর কোন কাজই করা হয় না। ইউরোপে কিছু দিন বাস করিলে বর্ষাবাদল, বরফ ফ্রষ্ট, দুর্দ্দিন,—গায়ের ঘাম হইয়া পড়ে। ভেয়ারসাই (Versailles) নগর যাইবার ইচ্ছা করিয়া বেলা ৯টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম। ভেয়ারসাই পারিস হইতে ১২।১৩ মাইল অন্তর

—রেলগাড়ী বা ট্রামগাড়ীর রাস্তা। ট্রামগাড়ীতে যাইবার বিশেষ সুবিধা—গ্রাম মাঠ দেখিতে দেখিতে যাওয়া যায়। সেই জন্য ট্রামে যাওয়াই স্থির করিলাম। লুভর-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী সীন নদী তীরে ট্রামে চাপিলাম, ট্রাম চলিল—প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সীন নদী বরাবর বামদিকে দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে নগর ছাড়াইয়া মাঠে, মাঠ ছাড়াইয়া গ্রামের কুটীরশ্রেণীর মধ্য দিয়া ট্রাম চলিল। ইতিমধ্যে ট্রাম, সীন নদী দুইবার পার হইল। নদীর পুল হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। নদীর উভয় তীরস্থ গিরি-শ্রেণী আপাদমস্তক তরুগুল্মলতামণ্ডিত হইয়া এক দিকে নদীর স্বচ্ছ জলে আসিয়া মিশিতেছে, অপর দিকে দুর্দ্দিনের ঘন ঘোর মেঘের কোলে মিশাইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্রমে গ্রাম মাঠ অতিক্রম করিয়া, ট্রাম ভেয়ার-সাই নগর-তোরণে আসিল। আসিবা মাত্র দুই জন পুলিশম্যান (কনষ্টেবল) থামিতে না থামিতে ট্রামে আসিয়া উঠিল। মনে করিলাম, এ আবার কি? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন? চুরী ডাকাতি

নাই, কনষ্টেবল কেন? তুই একজন যাত্রীর ব্যাগ পুঁটুলি খুলিয়া দেখিয়া, সকলকে জিজ্ঞাসা করিল কাহারও সহিত মাদক বা অন্য কোন প্রকার শুল্ক-দেয় (duty payable) দ্রব্য আছে কি না? বুঝিলাম, এখানে নগর হইতে নগরান্তরে প্রবেশের সময় এইরূপ খানা-তল্লাসি ধরা-বাঁধার ব্যবস্থা। ফরাশী-পুলিসের বড় কড়াকড়ি, ফরাশী পুলিস পৃথিবী মধ্যে বড় কার্য্যকুশল বলিয়া বিখ্যাত। লণ্ডন পুলিসের সুদক্ষতা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেখিয়াছি, যে,—সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহারা সাধারণ শান্তি বিঘ্নকারীদের অনুসন্ধান করিয়া বিচারাধীনে আনয়ন করে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; কিন্তু লণ্ডন পুলিস অপেক্ষা ফরাশী পুলিসের নাম বেশী। বাহ্যাকারে লণ্ডন ও পারিস পুলিশম্যানের অনেক প্রভেদ। লণ্ডন পুলিসম্যান দীর্ঘে ৬ ফুট, আপাদগ্রীবা নীলবর্ণের পুলিশ-সজ্জা (uniform), মাথায় নীলবর্ণের হেল-মেট, হাতে বেটন্, চামড়ার কোমরবন্ধ, কটিদেশ হইতে ঝুলিত চামড়া বাঁধা, বৃষ্টি-বরফ নিবারণী গাত্রবস্ত্র (overcoat), সময়ে সময়ে হাতে সাদা

দস্তানা। শীত-গ্রীষ্ম, বৃষ্টি-বাদল, দিবা-রাত্রি, বরফ-ফ্রষ্ট সকল সময়ে এই ভীমাবতার পুলিশ-ম্যান স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া রাজমার্গে দণ্ডায়মান—বলিতে কি তাহাদিগকে দেখিলে ভক্তির উদয় হয়। রাস্তা, ঠিকানা, বস্, ট্রাম সম্বন্ধে যে কোন অনুসন্ধান করিলে, তাহারা যথোচিত ভদ্রতার সহিত লোককে সাহায্য করিতে ক্রটী করে না। সময়ে সময়ে নূতন লোক দেখিলে সঙ্গে গিয়া পরিচিত স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিতে দেখিয়াছি। পুলিশম্যানের সাহায্য না লইয়া অন্য লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিলে পনর আনা লোকের নিকট উত্তর পাইবে, "আমি লণ্ডনে নূতন আসিয়াছি।" ছেলে ছোক-রাকে জিজ্ঞাসা করিলে, অনেক সময় ভুল ঠিকানা পাইবারই সম্ভাবনা। রাস্তা হারাইয়া পুলিশ-ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি পুলিশম্যানের "ডাইনে বামের" চক্রে পড়িয়া নিশ্চয়ই দিশা-হারা হইবে। পুলিশম্যান তোমাকে তিনবার ডাইনে, ৪বার বামে, একবার সোজা, আবার ডাইনে বামে যাইতে বলিবে। নবাগত ব্যক্তি

খাই হারাইয়া "ডাইন বাম" আবর্ত্তে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইবে। এমন অবস্থায় সমস্ত ঠিকানা মনে রাখিতে চেষ্টা না করিয়া, প্রথমে কোন্ দিকে যাইতে হইবে—ডাইনে কি বামে—বেশ করিয়া জানিয়া লও, পরে আর একজন পুলিশ-ম্যানকে—লণ্ডন-রাস্তায় পুলিশম্যানের অভাব নাই—জিজ্ঞাসা করিলেই চলিতে পারে। যদি কখন লণ্ডনে রাস্তা হারাও, রাস্তার লোককে কখন পথ জিজ্ঞাসা করিও না, পুলিশম্যান সকল স্থানেই পাইবে, তাহারা এ অবস্থায় তোমার প্রকৃত বন্ধু—তাহাদের ভদ্রতা একবার দেখিলে আর কখন ভুলিবে না। ফরাশী-পুলিশম্যান ভদ্রতা ও পথহারা লোকের সাহায্যে, তাহার ভ্রাতা লণ্ডন-পুলিশম্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হউক, কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তবে ফরাশী-ম্যানের চেহারা দেখিয়া আশাভঙ্গ হইতে হয়। ভীমাকার, গম্ভীর, শান্তিরক্ষার জীবন্ত অবতার লণ্ডন-পুলিশম্যান দেখার পর, খর্ব্বাকার, ঝল্‌ঝলে পোষাক, উল্টা নৌকাকার টুপী পরা ফরাশী-পুলিশম্যান দেখিয়া মন উঠিল না।

এক ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারে ভেয়ারসাই-এ পৌঁছিলাম। রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই ট্রাম হইতে নামিলাম—সহরের দিক্ হইতে রাজ-প্রাসাদ দেখিতে ভাল বোধ হইল না। রাজ-প্রাসাদ এখন নামে মাত্র; মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, রাজা নাই তার রাজবাটী কি? সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইর সময় এই নগরের সৃজন। তিনি এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে বাস করিতেন। ইহাই ডুবারী, ও পম্পাডুর নামক রাজগণিকাদ্বয়ের বিলাস বাটীকায় পরিণত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় সমাজ-দ্রোহের অঙ্কুর এই স্থানেই প্রথমে দেখা দেয়। লুই ফিলিপের সময় পরিত্যক্ত হইয়া, ফ্রাঙ্ক-পুরুষিয়া যুদ্ধের পর পুনরায় কিছু দিনের জন্য এই রাজভবনে রাজ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। যোদ্ধা মাকমাহন এই স্থান হইতে সমাজদ্রোহীদের পরাজয় করিতে চেষ্টা করেন, এই স্থানেই বাগ্মীপ্রবর গাম্বেতার বক্তৃতা ছটায় জগৎ স্তব্ধ হয়। ১৮৭৫ সাল হইতে ভেয়ারসাই পুনঃ পরিত্যক্ত হইয়া, চতুর্দ্দশ লুইর বিলাস ক্ষেত্র অন্ধকারে ডুবাইয়া, পারিস পূর্ব্ববৎ

রাজকার্য্যের কেন্দ্র হইয়াছে ও ভেয়ার-সাই রাজভবন চিত্রশালায় পরিণত হইয়াছে। প্রস্তরের প্রাঙ্গন পার হইয়া রাজভবন ওরফে চিত্রশালার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। আজি সোমবার—পূর্ব্বে জানিতাম না, দ্বারে শুনিলাম সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। হঠাৎ প্রহরীর কথায় —বা লোকের কথায়,—না ফিরিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম রাজবাটীর কর্ত্তার আজ্ঞা আনিতে পারিলে সোমবারেও প্রবেশ নিয়ম আছে। পারিষদবর্গের একজন যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা আশায় একখানা হুকুমনামা আনিয়া আমাকে সমস্ত দেখাইয়া আনিল। দুই তিনটী চিত্রশালার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বিশেষ আর কিছু বলিবার নাই, কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে রাজভবনের অধিকাংশ চিত্র ইতিহাস সম্বন্ধীয়। পারিষদ আমাকে লইয়া চতুর্দ্দশ লুই-র গৃহাবলি—তিনি কোথায় বসিতেন, কোথায় আহার করিতেন, কোথায় শয়ন করিতেন ইত্যাদি অগণ্য গৃহের গোলকধাঁধাঁ দিয়া লইয়া গেল। গবাক্ষ নামা (Oeil-de-Bœuf) বসিবার গহ (waiting room) ও দেখাইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভেয়ারসাই প্রমোদ উদ্যান—জলোৎক্ষেপ—রোমান-কাথলিক পুরোহিত,—পুরোহিতের গতি বিষয়ে মতভেদ—কাবা—সাংসারিক যাজকে প্রভেদ—।

রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ ভাগে প্রমোদ উদ্যান। দ্বিতল হইতে ইহার অতীব মনোহর ও নয়ন-প্রীতিকর শোভা। সেই রমণীয় শোভার এমন কিছু বন্য মধুরিমা যে তাহা দেখিয়া সংসারী হইয়াও উদাসীন, লোক পরিবৃত হইয়াও বিজন, জনপদে থাকিয়াও নির্জ্জনের সুখ অনুভব হয়। সেই হৃদয়োন্মাদী বন্য শোভা দর্শনে কাহার মন না শীতল হয়?

কে আছে এ ভূমণ্ডলে যখন পরাণ,
জীবন পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশানে,
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে,

*　　*　　*　　*

কি সুখ যে হেন কালে গৃহ ছাড়ি বনে গেলে
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

রাজভবনের নিজ পশ্চাতে উপরিউক্ত বন্য শোভা নাই, তাহার স্থানে শিল্প কার্য্যের বহুলতা। প্রথমেই দুই প্রশস্ত প্রাঙ্গন; এক প্রাঙ্গনে ব্রনজ-ধাতু-নির্ম্মিত মকর কুম্ভ ভেক মুখী ফুয়ারা ও ফুয়ারা নির্গত জলাধার, অপর প্রাঙ্গনে জুনো, ভিনস, জুপিটার, মিনারভা, হারকিউলিস প্রভৃতি পৌরাণিক (mythological) দেব দেবী, বীর পুরুষ ও বীরাঙ্গনাগণের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সজ্জিত। কাল সহকারে বায়ুভোজী-প্রস্তরাশ্রয়-লাইকেন (উদ্ভিদ বিশেষ) নিখুত শ্বেতাঙ্গে তিলের শোভা সম্পাদন করিয়াছে। পুরুষ প্রতিমূর্ত্তীর ফিগ্-পত্রপ্রবঞ্চনা স্ত্রীপ্রতি-মূর্ত্তীতে নাই। দ্বিতীয় প্রাঙ্গনের পরেই ক্রসাকার সুদীর্ঘ কাটাহ্রদ ও হ্রদান্তর্গত ব্রনজ নির্ম্মিত জন্তুমুখী জলোৎক্ষেপ। ক্রমে দেখিলাম ফুয়ারা ও ফুয়ারা বিনির্গত জলাধার গজগিরি হ্রদ হ্রদানু উদ্যানের এক বিশেষ অঙ্গ। শুনিলাম মধ্যে মধ্যে এক এক দিন উদ্যানস্থ সমস্ত ফুয়ারাগুলি হইতে জলোৎক্ষেপ হইয়া থাকে। বড় বড় ফুয়ারা-গুলি হইতে ৭০।৮০ ফিট উর্দ্ধে জল উৎক্ষিপ্ত

হয়। সেই উপলক্ষে উদ্যানে শত সহস্র লোকের সমাগম হয়। রেলওয়ে কোম্পানি গাড়ী ও ট্রাম্ কোম্পানি, কারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে—বোধ হয় সমস্ত ইউরোপে—দুর্দ্দিন ঘুচিয়া রৌদ্রময় দিন হইল, বেঙ্ক বন্ধ হইয়া সাধারণের অবকাশ হইল, রবিবারে সব বন্ধ কিউ-বাগান খুলিল, অমনি রেলওয়ে কোম্পানি গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিল, সস্তাদরের গাড়ী চালাইল, ট্রামকোম্পানি ব্যস্‌কোম্পানির চতুর্গুণ ব্যবসা বৃদ্ধি হইল।

রাজভবন ও উদ্যানের শিল্প প্রধান অংশের শোভা ত্যাগ করিয়া বন্যদেশে প্রবেশ করিলাম। বনে কথন পথাবলম্বন কথন বিপথে ভ্রমণ করিতে করিতে পথ হারাইলাম। ভয় হইল না কিন্তু ক্রমে শ্রান্তি বোধ হইল। ভূ-জননীর কার্পেট বিনিন্দিত কোমল শ্যামল তৃণদল মণ্ডিত ক্রোড়ে বাহু উপাধান করিয়া শয়ন করিলাম। ঘন সন্নি-বিষ্ট বৃক্ষের ঘনতর সন্নিবিষ্ট পল্লব, সেই পল্লবের রন্ধ্র দ্বার দিয়া সূর্য্যরশ্মির আলোক অংশ কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিতেছিল, তাপাংশ দ্বার হইতেই

বিমুখ। দেখিলাম সুদূরে সূর্য্যরশ্মি একেবারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। শয়ন করিয়া ঘাস লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, হঠাৎ মনে উদয় হইল, ফ্রান্সের ঘাস কি ইংলণ্ডের ঘাস হইতে ভিন্ন হইবে? হাত বাড়াইয়া যে ঘাসগুলি পাইলাম তাহার নাম নিম্নে দিতেছি। Poa pratensis, Festuca duriascula Triticum repens (?) Alopecurus pratensis, Poa annua ইহার সকল গুলিই ইংলণ্ডে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ঘাসের-উপর-ভ্রমণের-মহাশত্রু, ঘাসের-উপর-শয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী, চোরকাঁটকি (ভঁাট) ইংলণ্ডে দেখি নাই, এখানেও দেখিলাম না। ক্রমে বৃক্ষগুলির জাতি প্রভেদের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম Lime (Tilia parvifolia), Elder (Sambacus nigra), Horse chestnut (Oesculus hippocastanum) Beech, Taxus ও Larch—এর সংখ্যাই অধিক। গুটিকতক গাছের নাম নির্ণয় করিতে পারিলাম না। নিকটে উদ্ভিদমালা (Flora) ছিল না যে তাহার সাহায্য গ্রহণ করি। ইত্যবসরে শ্রান্তি দূর হইল। আলস্য ত্যাগ করিয়া চলিলাম। দুই চারি

পা গিয়াছি দেখি সুদূরে দুই চিত্রার্পিত রোমান কাথলিক পুরোহিত। তাহাদের গতিতে গতির লক্ষণ স্থান পরিবর্ত্তন নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন নাই—জীবন্তের লক্ষণ নাই—তাহাতেই তাহাদিগকে চিত্রার্পিত বলিলাম। তাহারা যে দিকে যাইতেছিল আমিও সেই দিকে যাইতেছিলাম। ক্রমে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি গতিশাস্ত্র অনুসারে তাহাদের গতি থাকিতে পারে কিন্তু শাস্ত্রের কুটার্থ ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলে সে গতি না থাকারই মধ্যে। গতির মীমাংসা শাস্ত্রকারদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আইস আমরা পোষাকের আলোচনা করি। আপাদস্কন্ধ ঘোর কাল রঙ্গের ঢিলে আলখেল্লা, হাতা ঢল্ ঢলে, বুক্‌সাদা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের কাবা-পরিধান-উকিলের মূর্ত্তী আনিয়া চক্ষুর উপর রাখ এবং শ্বেত বর্ণের স্থানে কাল বর্ণের সংযোগ কর—তাহা হইলে রোমান কাথলিকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত পাইবে। গলদেশে কাল কোটের কোঁলে দুগ্ধফেণনিভ কিংদণ্ড (Stand up) গলাবন্ধ দেখিয়া

কাল মেঘের কোলে বকশ্রেণীও লজ্জা পায়। যাজকের (পুরোহিত) গলাবন্ধের বোতাম পশ্চাদ্দেশে, সাংসারিকের সম্মুখে। চাপকানের বোতাম সংস্থান দেখিয়া হিন্দু হইতে মুসলমান-চাক্‌রে প্রভেদ করা যায়, কলাপাতের উপর পৃষ্ঠে বা নিম্ন পৃষ্ঠে আহার করিতে দেখিয়া বেগুণ-পোড়া-খোর হইতে বায়গণকা-কাবাব্‌-খোর চিনিয়া লওয়া যায়, যজ্ঞোপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্র বাছিয়া লওয়া যায়—গলাবন্ধের বোতাম সংস্থান দেখিয়া সেইরূপ যাজক সাংসারিকে প্রভেদ করা যায়। যাজকের গোঁফ দাড়িবর্জ্জিত মুখমণ্ডল শাহারা মরুভূমী, ভুরু দুখানি উষরে উদ্যান। হস্তে করমালা সদা চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। শিরোভূষণ হ্যাট প্রশস্ত-ধার-অনুচ্চ টোপর বিশিষ্ট। পোষাকের প্রভেদে যাজক সাংসারিকে ভ্রম হইবার সম্ভব নাই। ইউরোপের বেশ, আমাদের যজ্ঞোপবীত। ইংলণ্ডে আজ্ঞানুলম্বিত আগলদেশ বোতামিত কোট, পশ্চাৎ-বোতাম গলাবন্ধ, ও প্রশস্তধার অনুচ্চটোপর বিশিষ্ট হ্যাটধারী দেখিলেই বুঝিবে এ মূর্ত্তী

যাজক না হইয়া যায় না—যদি বাজি ফেলা অভ্যাস থাকে ইহার উপর যত ইচ্ছা বাজি ফেলিতে পার। রোমানকাথলিক যাজকদ্বয় দেখিয়া মনে হইল ইহারা কি নরলোকের সহিত মিশিয়া থাকে—ইহারা কি বৃথা বাঙ্-নিষ্পত্তি করে, বা তোমার আমার মত পানাহার করে? যতদিন না তাহাদিগকে—তাহাদের জাতিভাইদিগকে—হোটেলে বসিয়া পানশালায় প্রবেশ করিয়া তোমার আমার মত পানাহার করিতে দেখিয়াছি, হাসিতে দেখিয়াছি, অথবা 'বারমেডের' (Barmaid) সহিত দুই চারিটা রসিকতা করিতে শুনিয়াছি, ততদিন স্বীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তাহারা দেবাংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হইত। যখন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিল তখন সব বুঝিলাম। যাজকদ্বয়ের মূর্ত্তি, বেশ, গতি, অভি-নিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া লোকালয়ে ফিরিবার পথান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

——(::)——

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভেয়ারসাই উদ্যানের শেষ কথা—ফরাশী জীবনের নূতন দৃশ্য—আমরা আড়াই জন—ফ্যাশনের অত্যাচার।

পথ অন্বেষণ করিতে করিতে এক দিকে গিয়া দেখি লৌহ বেড়া গতিরোধ করিল। অন্য এক দিকে গিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানরাজীতে (ঘাটে) উপস্থিত হইলাম। সোপানতলে এক লৌহ বেড়া, লৌহ বেড়ায় এক ফটক "ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ"। বসন্তের জীবনী উত্তাপে নব-নধর তৃণদল মৃত্যু-শয্যা ত্যাগ করিয়া ফিনিক্সের ন্যায় ভস্ম হইতে নব কলেবর ধারণ করিয়া সোপানের রন্ধ্রমার্গ হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। এক বৃদ্ধ সোপানে বসিয়া সেই সকল তৃণদলকে অকালে কাল কবলে পাতিত করিতে নিযুক্ত। আমি ধীরে ধীরে পাটি পাটি করিয়া ধাপ দিয়া নামিতে লাগিলাম, ইচ্ছা যদি সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ফটক খুলিয়া দেয়। এক এক করিয়া সকল ধাপগুলিই পার হইলাম, সেই লোকটা আমার দিকে একবার তাকাইলও না।

যেমন ঘাস ছিঁড়িতেছিল ছিঁড়িতে লাগিল। ফটক খুলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল। তখনও সেই ঘাসবংশনাশী পূর্ব্ববৎ স্বকার্য্যে রত। কিছুতেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে বাপু, তোমার কাছে চাবি আছে?" তাহার উত্তর বুঝি আর নাই বুঝি, ভাবে বুঝিলাম তাহার নিকট চাবিও নাই, সে খুলিয়া দিতেও পারে না। পরাঙ্মুখ হইয়া আরও দুই তিনটা পথ বিপথ চেষ্টা করিয়া শেষে পাকে প্রকারে বন হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই কাটী হ্রদের নিকট উপস্থিত। তথা হইতে রাজ-প্রাসাদের পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টি লইয়া ভেয়ারসাই দর্শন শেষ করিলাম। বেলা তখন অপরাহ্ন ৫ টা। পারিস গমনোন্মুখী ট্রামকারে চাপিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিলাম। ক্রমে ট্রামে যাত্রি উঠিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে একদলে চারি-জন ফরাশী উঠিল। তাহারা চারি জনেই ট্রাম গুলজার করিয়া তুলিল। তাহাদের হাসির গড়্‌ড়া, গল্পের রোল, একজন ঘুমাইলে তাহার

কানে টু দান চিম্‌টি কাটিয়া তোলা, অবসর মত মাথা হইতে হ্যাট ফেলিয়া দেওয়া, কনুই-এ কনুই-এ ঠেলাঠেলি করা ইত্যাকার খোলামন গড়েড় মাঠের প্রাণ খুলিয়া আলাপ আমার ইংরাজীকৃত চক্ষে অনেক কাল পড়ে নাই। নির্ব্বাক, নিশ্চল, চিত্রার্পিত ইংরাজের সহিত ট্রাম, ব্যস, গাড়ীতে সহবাস করিয়া বাঙ্গালী প্রাণের উত্তপ্ত শোণিত তাপ নিষ্কাশনে জড়ীভূত হইয়াছিল, তাপের উচ্চশিখা হইতে শীতের সানুদেশে আনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালি সুলভ ফরাশী সহৃদয়তাউত্তাপ সেই জমাট-বাঁধাশোণিতের সহসা বিশেষ অবস্থা পরি-বর্ত্তন করিতে পারিল না—রোগের মত স্বভাব ও সংক্রামক। ট্রামকারের মধ্যে অন্যান্য স্ত্রীপুরুষ অনেক ছিলেন, তাঁহারা ইহাতে বিরক্তি বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না। বোধ হইল এ সকল তাঁহাদের সহ্য, সমাজের অনু-মোদিত, সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে,—ইহা জাতীয় রীতি। এইরূপ সরগরম অবস্থায় কতক দূর যাইতে যাইতে এক যুগল মূর্ত্তি ট্রামকারে

আসিয়া উঠিল। তাহারা উভয়েই উক্ত বন্ধু চতুষ্টয়ের পরিচিত। আসিবামাত্র চুম্বনের চাটি পড়িয়া গেল। ইংরাজের দেশেও চুম্বন প্রথার চাল দেখিয়াছি, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি নাই,—ঢেউ চলিয়া যায় না। সুব্যক্ত, পরিস্ফুট নিখুত নিটোল ঈষৎ রক্তবর্ণ গণ্ডের বারেক চুম্বনে সসাগরা ধরাগ্রাসী ইংরাজেরও তৃষ্ণা দূর হয়; কিন্তু গণ্ড হইতে গণ্ডান্তরে—এ গাল হইতে ওগালে—চুম্বন না করিলে ফরাসীর ভালবাসা দেখান হইল না। ইংরাজ-পুত্রকন্যা-ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহ-চুম্বন বড় মধুর। কন্যা পরিণতবয়স্কা হইলেন, আমাদের দেশে পিতার নিকটেও সসম্ভ্রমে যাইতে হইবে। ভগ্নী প্রাপ্তযৌবনা হইয়া ভ্রাতার নিকট অবগুণ্ঠনবতী হয়েন না, আমাদের বড় সৌভাগ্য। সেই আমাদের চক্ষে ইংরাজের পারিবারিক সৌহার্দ্দ চুম্বন নূতন জিনিষ। সন্ধ্যা অতীত, বিশ্রামকাল উপস্থিত—ভগ্নী ভ্রাতাকে, পুত্রে মাতাকে বিদায় চুম্বন দিয়া, প্রেমিকা অঞ্চল-অন্তরালে প্রেমিকের অধরসুধা পান করিয়া, স্ত্রী, জগৎসাক্ষাতে স্বামীর নিকট

পাওনা চুম্বন গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—চুম্বন ফুরাইল—জগৎ ঘুমাইল—বাঙ্গালি নূতন জিনিষ দেখিল। কিন্তু ফরাশী, বাঙ্গালীকে নূতন হইতে নূতন জিনিষ দেখাইল। স্ত্রী পুরুষকে চুম্বন করিল, পুরুষ স্ত্রীকে চুম্বন করিল—সে ভাল কথাই। একবারের স্থানে দুইবার প্রসাদ পাওয়া, সেও যেন গাঢ় ভক্তির লক্ষণ বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। মাঠ নাই, ঘাট নাই, ট্রাম নাই, ব্যস্ নাই, কাফে নাই, কাঁধাড় নাই, স্থান অস্থানে এইরূপ অভিবাদন প্রথা—সে ও না হয় দেখিয়াও দেখিলাম না। কিন্তু পুরুষে পুরুষে,—সিংহগুম্ফ, পাকা চুল, চাল্সেধরা দুই বুড়োর মধ্যে চুম্বনের চাটি আমার সহ্য হইল না। তাই বলি ফরাশী বাঙ্গালিকে নূতন হইতে নূতন জিনিস দেখাইল। তাহাদের অভিবাদন শেষ হইল, হাসির গড়্ড়া, গল্পের রোল যেমন চলিতেছিল তেমনিই চলিল, কেবল মুখপরি-বর্ত্তনী (Sauce) সান্নিধ্যে ভোজনের রুচি কিছু বৃদ্ধি হইল। ট্রামও পুরাতন যাত্রী নামাইয়া নূতন যাত্রী লইয়া চলিল। পারিসনগরের

সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলে, পুলিশ আসিয়া পূর্ব্ববৎ খানাতল্লাসি করিল। একটী স্ত্রীলোকের টুক্‌রি (Hamper) মধ্যে এক বোতল মদ বাহির হইল। তাহার নিকট দুই (?) ফ্রাঙ্ক আদায় হইল। ক্রমে সকলে নামিয়া গেল, একটী স্ত্রীলোক ও তাহার বালিকা কন্যা এবং আমি, আমরা আড়াই জন মাত্র ট্রামে রহিলাম। স্ত্রীলোকটীর পরিচ্ছদে জাঁকজমক নাই পারিপাট্য আছে, ময়ূরকণ্ঠী নীল বা শেফালিকাবৃন্তের রক্তবর্ণ নাই—ষ্ট্রবেরী-ফল পেষণ করিলে যে ঈষৎ রক্তাভবর্ণ প্রতি-ফলিত হয়, সেই নয়নরঞ্জন বর্ণ। শিরশোভন বনেটের নূতন বাহার—সেই বাহারী-বনেটের উপলক্ষ করিয়া এই ফরাসী নারীচিত্রের অব-তারণা করিলাম। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরণ্য, উত্তরপ্রদেশের দুর্গম বরফরাশী, আণ্ডিজপর্ব্বতের শিখরদেশ, হিমালয়ের উপত্যকা উত্তরকেন্দ্র হইতে দক্ষিণকেন্দ্র পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী, ইউ-রোপীয়-নারী-বনেটের শোভা সম্পাদনে তটস্থ, যোড়হস্ত। পারস্যদেশের বিড়ালের লাঙ্গুল, আফ্রিকার অষ্ট্রিচ পাখীর পালক, হিমপ্রধান স্থানের

বিড়ারের ছাল, ভারতীয় ময়ূরের 'চাঁদ আঁকা' পক্ষ, কলম্বোর কচ্ছপের ঢাল বনেটে উঠিতে দেখিয়াছি, কিন্তু আজি এই মাহিলার বনেট নূতন কীর্ত্তি দেখাইল। তিনটা পাখী সশরীরে বনেটের উপরে বিরাজমান—যেন সেই মাত্র আকাশ হইতে নামিয়া বনেটে বসিয়া তোমার প্রতি কটমট্ করিয়া দেখিতেছে। পাখাটা, লেজটা, ঠোঁটটা বা মাথাটা দেখিয়াছি; কিন্তু গোটা পাখী একটা নয়, দুইটা নয়, তিনটা এক বনেটাধারে উঠিতে কখন দেখি নাই, আজি নূতন দেখিলাম। বিড়ালের আস্কন্ধ মস্তক ফরাশী বনেটে চাপিয়াছে, ইংরাজী সোসাইটী (সমাজ) পত্রিকায় দেখিয়া বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু আজি-কার ব্যাপারে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিল। ফরাশী রমণী "জলজিয়ন্ত" সর্প ধরিয়া বনেটে জড়াইয়া আমাদের শঙ্করের পুরুষানুক্রমের এক-চেটিয়া ঘুচাইয়াছেন, শুনিলেও এখন বিশ্বাস করিব।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজসই পানভোজনালয়—পরিচারকের সজ্জাবেশ—বাদসাভোগ ডিনার—ইংরাজ মনের আকুঞ্চন ও বাঙ্গালি মনের সম্প্রসারণ—রকমওয়ারি পান ভোজনালয়—বিয়ার ক্লারেট ও মুড়িমুড়কি—অধিক মদ্যপায়ী কে, ফরাশী না ইংরাজ?

পরের কথা আর ভাল লাগিল না। অন্তরাগ্নি অনেক পূর্ব্ব হইতেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ট্রাম হইতে নামিয়া হোটেলে অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া ডিনারের মুখবন্ধ, হস্তমুখ প্রক্ষালন ও কোট পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্ষুধিতব্যাঘ্রের ন্যায় আহার অন্বেষণে বাহির হইলাম। এইখানে বলিয়া রাখি, প্রাতে শয্যাশায়িত অবস্থায় সদুগ্ধ কফি ভিন্ন হোটেলে প্রায় অন্য কোন আহার গ্রহণ করি না। নানা স্থানে ভ্রমণ করি যেখানে সুবিধা হয়, সেই খানেই পানাহার করি। ইহাতে সুবিধাও আছে। রাখালভোগ হইতে রাজভোগ পর্য্যন্ত যেমন ইচ্ছা পকেট বুঝিয়া আহার করা চলে।

বড় বড় হোটেলে এ-দিকের ব্যাপারের উদ্যোগ অতি পরিপাটি; কিন্তু যদি পাকপ্রণালীর সার দেখিতে চাও, যদি পারিসবাসীর রসনাতৃপ্তি-কৌশল হৃদয়ে চিরাঙ্কিত রাখিতে চাও, কতকগুলি বিশেষ বাদসাভোগ "পানভোজনালয়" (Restaurant) আছে, সেখানে ডিনার খাইতে যাও। ব্যয়ের দিকে কিঞ্চিৎ কম দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজি বড় ক্ষুধার জোর। পালে রয়াল (Palais Royal) নামক ফ্যাসন-প্রমুখ স্থানের একটা খ্যাতনামা ভোজনালয়ে (Grand vefour) সন্ধ্যা ৭ টার সময় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ভোজনালয় ঝাড় লণ্ঠনে খচিত, লোকে গশগশ্ করিতেছে। মুকুরময় প্রাচীরে ঝাড়লণ্ঠন, লোকজনের মূর্ত্তি, গৃহের সজ্জা, প্রতিবিম্বিত হইয়া সহজ শোভা চতুর্গুণ হইয়া অতিথিবৃন্দের চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। পরিচারক (Garcon) বৃন্দের কাল বনাত নির্ম্মিত সন্ধ্যা-পরিচ্ছদের (Evening dress) মধ্য হইতে বকের পালক বিনিন্দিত শ্বেত বক্ষবাস, মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। অনতিদূরে ভস্মা-

চ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় বারের * অন্তরালে দণ্ডায়মান। ভোজন-আলয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা ব্রহ্মার অগ্নিমুখে আহুতিগ্রহণ স্বরূপ, পরিচারক-মুখে, অতিথিবৃন্দের ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা শুনিয়া তদায়োজনে নিযুক্ত। সেই চারুহাসিনী-দের করিকরবিনিন্দিত নখচন্দ্র-শোভিত কর-স্পর্শে গরল ও সুধা হয়। এই স্বর্গনির্ব্বিশেষ ভোজনালয়ে প্রবেশ করিয়া শিরশোভন হ্যাট উত্তোলন কর, (ইংরাজী ভোজনালয়ে হ্যাট মাথায় রাখা না রাখা আগন্তুকের ইচ্ছা ফ্রান্সে সেরূপ নহে) একটা সুবিধামত স্থান অন্বেষণ করিয়া লইয়া হ্যাটদণ্ডে হ্যাট রাখিয়া ভেলভেট মণ্ডিত কাষ্ঠাসনে বসিলাম। এ পর্য্যন্ত কোন অভ্যর্থনা নাই, এ সকল নিজে করিয়া লইতে হইবে। ইউরোপ আত্ম-শাসন প্রিয়; বালকের ন্যায়, নিঃসহায়ের ন্যায়, অন্ধের ন্যায় হস্ত-চালিত হইতে ইউরোপবাসী বড় নারাজ। ইউরোপ-গন্তুকামাদের সুবিধার জন্য বলিয়া

---

* টেবিলের মত উচ্চ স্থান—যাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পরিচারিকারা (bar maid) পানীয় সুধাদি বিক্রয় করে।

রাখি—হোটেলে, ভোজনালয়ে, কাফেতে প্রবেশ মাত্র অভ্যর্থনা না পাইয়া—শসব্যস্ত হইয়া কেহ আসন পরিগ্রহ করিতে বলিল না বলিয়া—দিশাহারার ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টে দাঁড়াইয়া অতিথিবৃন্দের, পরিচারকবৃন্দের, কৌতূহল বৃদ্ধি করিও না। নিঃশঙ্কচিত্তে, পয়সা দিতেছি মনে করিয়া, অনুগ্রহ দান করিতেছি, অনুগ্রহ প্রত্যাশী নহি জানিয়া, গট গট করিয়া প্রবেশ করত আসন পরিগ্রহ কর, তখন অভ্যর্থনার ত্রুটী হইবে না। অভ্যর্থনাভিমানী বাঙ্গালি মুখপাত দেখিয়া চটিতে পারেন, স্বদেশের অভ্যর্থনা-প্রথা স্মরণ করিয়া, এ বিজাতীয় প্রথা অনুমোদন না করা তাঁহার অধিকার, কিন্তু ভাই! কি করিবে, রোমে রোমীয়দের ব্যবহার শিক্ষা কর। বসিবামাত্র একজন পরিচারক সে রাত্রের প্রস্তুত ভোজ্যদ্রব্যের সুদীর্ঘ ফর্দ্দ সম্মুখে রাখিয়া পশ্চাতে নির্ব্বাক দণ্ডায়মান হইল। পয়সা দিয়া সুখসেব্য রসনাপ্রিয় দ্রব্য ভোজনার্থ আসিয়াছি, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবে তাহাই মঞ্জুর করিয়া নৌকায় পয়সা দিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার না হইয়া, পকেটে ফরাশীর

রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য দ্রব্যের ইংরাজী অনুবাদ সহ ফরাশী তালিকা ছিল তাহার সহিত প্রদত্ত তালিকা মিলাইয়া পছন্দ মত কি কি খাইব বলিয়া দিলাম। পরিচারকের চক্ষে আমার কার্য্য নূতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? পরিচারক আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। বারান্তরালে দণ্ডায়-মান-পরিচারিকারা তৎপ্রমুখাৎ আজ্ঞা শুনিয়া টেলিফোন-সংযোগে পাকশালার অধিকারীর নিকট সংবাদ পাঠাইল। যথা সময়ে আহারের প্রথম নমুনা আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ্ঞা দিয়া প্রথম নমুনা পাইতে সচরাচর কিছু বিলম্ব হয়, তজ্জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইও না। যদি বিলম্ব অধিক বোধ হয়, তাহা হইলে কি উপায় জান? টেবিলে যে ছুরি থাকিবে তাহার ফলা ধরিয়া বাঁট দ্বারা ঠক্ ঠক্ করিয়া টেবিলে আঘাত কর। অমনি তোমার আতিথ্যে নিযুক্ত পরিচারক আসিয়া তোমার আদেশের প্রতিকার করিবে। যে পরিচারক প্রথমে তোমার নিকট আসিল সেই বরাবর তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত

থাকিবে। আমি যাহা যাহা পাইলাম তাহার তালিকা পর্য্যায়ক্রমে নিম্নে দিলাম।

(১) তরমুজ (Melon)
(২) কাঁকড়া (Ecrevisses)
(৩) ছাতুর সহিত বীফ (Filet aux truffes)
(৪) মাখন মিশ্রিত কড়াইশুঁটির ডাল্‌না (Petit pois au buerre)
(৫) ক্রেসযুক্ত বন্য-কুক্কুট (Poulet aux cresses)
(৬) স্যালাড (Salade—Laitue)
(৭) সর মিশ্রিত পনির (Fromage a la creme)

অরুচির রুচি ভোজ্যদ্রব্য সংযোগে উদর-দেবীর ষোড়শোপচার পূজা করিয়া চুরোট টানিতে টানিতে ৯টা বাজিয়া গেল। ইতিমধ্যে এক মাণিকযোড় আসিয়া আমার টেবিলের অন্য দিক অধিকার করিয়া পান ভোজন আরম্ভ করিল। ভাবভঙ্গি আকার দেখিয়া বোধ হইল তাহারা উভয়েই ইংরাজ। পরিচ্ছদ, হ্যাট, বনেট, চাউনি সমস্ত যেন ‘প্রণালীর’ অপর-পারের অপর-পারের বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে তাহা-দের ফরাশীতে কথাবার্ত্তা চলিল। তখন প্রথম অনুমান ভ্রম বলিয়া স্থির করিলাম, তাহাদিগকে ফরাশী বলিয়া জানিলাম। কিন্তু তাহারা যে

ইংরাজ তাহার অকাট্য প্রমাণ শীঘ্র পাইলাম। দেখিলাম তাহারা কপিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ভাজা মহামাংস ধ্বংস করিতে লাগিল। তখন তাহারা যদি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিত " না আমরা ইংরাজ নহি, ফরাশী " আমি তাহা কখনই বিশ্বাস করিতাম না। দেখ, আহারেও ইংরাজের আকুঞ্চিত মনের পরিচয়। মুনির মনোলোভা ফরাশী আহারীয় উপভোগ ত্যাগ করিয়া, পোড়া-পোড়া-মহামাংস না খাই-লেই নয়—মান্ধাতার আমল হইতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে " রোষ্ট বীফ " খাইয়া কি আশা মিটে নাই? আমরা এ বিষয়ে বড় উদারতার উদাহরণ স্থল। ইংলণ্ডে বীফখোর, ফ্রান্সে বেংখোর, বাঙ্গা-লায়, বিড়াল-অলঙ্ঘ্য অন্নরাশির যম। এইখানেই কানে কানে একটা কথা বলি শুন (Breathe not in Gath) যে যাহা বলুক না কেন, রাই মাখাইয়া সিদ্ধ আলু, কপি, উপকরণ করিয়া ইংরাজী রোষ্ট-বীফের সরুচাকুলির ন্যায় পাতলা বিফখণ্ডের আস্বাদন যে একবার পাইয়াছে, সে কখন তাহা আর ভুলিবে না—সেই রোষ্ট বীফের স্থতার

স্মরণ করিয়া চিরকাল তাহার জিহ্বাগ্রে জল পড়িবে। ফরাশীদেশেও রোষ্টবীফ পাওয়া যায়; কিন্তু কিসে আর কিসে, স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

মানিকযোড় রোষ্ট বীফের স্কন্ধ ভাঙ্গিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি ৯টা বাজিল দেখিয়া আমি বিল (হিসাব) চাহিলাম। পরিচারক অধিষ্ঠাত্রী পরিচারিকাদের নিকট হইতে বিল আনিয়া দিল। দক্ষিণা হিসাব মত সর্ব্বসহিত ১৫ ফ্রাঙ্ক = ১২ শিলিং = ৭৲ টাকা। নোট করিয়া রাখা উচিত, পানীয় সুধার মূল্য, হিসাবের মধ্যে নাই। হিসাব ছাড়া পরিচারকের পুরস্কার ১ ফ্রাঙ্ক। অতিথিদের নিকট হইতে এইরূপ প্রকারে পরিচারকদের বেশ দশ টাকা পাওনা। সকলেই পরিচারকদিগকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন—ইহা চলন হইয়া গিয়াছে।

যে সকল ভোজনালয়ে ফর্দ্দ দেখিয়া নিজের পছন্দমত আহারীয় বাছিয়া লওয়া যায়, তাহাদের ফরাসী নাম Restaurant a la carte। দরবাঁধা ভোজনালয়ে (Restaurant p rixfixe) স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। ধরা বাঁধা তিনটি কি চারিটি দ্রব্য খাইতে পাইবে—

বাছিয়া লইবার ফর্দ্দ বড় সঙ্কীর্ণ। তিন ফ্রাঙ্কেও পেটভরাগোছ ডিনার এইরূপ দরবাঁধা ভোজনালয়ে পাওয়া যায়। তবে স্থান দেখিয়া, পরিচারক বৃন্দ দেখিয়া,আসবাব দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চন প্রবৃত্তি হয়। ইহাও বলি—তিন ফ্রাঙ্কে আর কত চাও। খাদ্য নিতান্ত মন্দ নহে, তবে বাছিয়া লইতে না পারিলেউদর পূর্ণ সঙ্কট—অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই বলিলাম। আবার এই ধরাবাঁধা মূল্যের মধ্যে—এই তিন ফ্রাঙ্কের মধ্যে—এক বোতল ক্লারেট মদের মূল্য আছে। তবে সে ক্লারেট বড় খরচ হয় না। ইংরাজ প্রায় ইহা স্পর্শ করেন না, ফরাশী দুই এক গ্লাস পান করেন। ফরাশী হইতে ইংরাজ বাছিয়া লইবার ইহা আর এক সদুপায়। ইংরাজ বীয়ারপায়ী—ফরাশী-ক্লারেটে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। ফেঁন মস্তক পূর্ণ-গ্লাস বীয়ার পাইলে ইংরাজ বোধ হয় শ্যাম্পেন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সমাজতত্ত্বদর্শী মহাত্মা ডিকেন্সের (Dickens) বয়ংক্রম যখন ১০।১২ বৎসর, সপ্তাহিক ৬।৭ শিলিং বেতনে জুতার-কালি-প্রস্তুকারীর দোকানে নিযুক্ত, অতি কষ্টে দুই বেলা

দুই মুষ্টি যুটিত,—তখন জলখাবার পয়সা হইতে দুই পেনী বাঁচাইয়া ফেন-মস্তক গ্লাস-পূর্ণ উৎকৃষ্ট বীয়ার পান অভিলাষে, আড্ডা ঘরের বারের নিকট দণ্ডায়মান হইবার দৃশ্য অনেক দিন হইতে বিষম দৃশ্য বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু ইংরাজের ঘরে ইংরাজকে দেখিয়া ইহার অর্থ বুঝিলাম। আমাদের মুড়িমুড়কি, ফরাশীর ক্লারেট, ও ইংরাজের বীয়ার সমান। বীয়ার-গ্লাসের মস্তকে ফেনা না উঠিলে ইংরাজের মন উঠে না—সে বীয়ার হয়ত পান হইবে না। সেই জন্য গ্লাসে বিয়ার ঢালিবার সময় উর্দ্ধ হইতে অথবা সজোরে ঢালিতে হয়, যাহাতে বেশ ফেনা হইয়া উঠে। ফেনা উঠিলে বীয়ারের কি আস্বাদন বৃদ্ধি হয় তাহা বীয়ার-খোর বলিতে পারে, তোমার আমার সে বিষয় অনধিকার চর্চ্চা। পান বিষয়ে কেবল এই প্রভেদ দেখিলাম না। ফ্রান্স-বাসী আহারান্তে প্রায় এক গ্লাস ম্যাডীর নামক মদ পান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সন্ধ্যা বা কালো কফির সহিত যৎকিঞ্চিৎ মদ (Cognac) যোগ করেন। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল

ইংরাজ অধিক মদ্যপায়ী কিন্তু স্বচক্ষে ফরাশী-জীবন দেখিয়া আমার বিশ্বাস টলিল, যদিও সন্দেহ এখন ও ঘুচিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই হোটেল—
পারিস
জুন ১০ ই, মঙ্গলবার।

(হাইকোর্ট—রোমানকাথলিক পিঠস্থান নোটরডাম—সরকারী উদ্যান লক্সেম্বুল রাজভবন।)

আদালত, বিখ্যাত ভজনালয় (Notre Dame) সরকারী বাগান ইত্যাদি দেখিব মনে করিয়া আজি প্রাতে বাহির হইলাম। বেলা ১১ টার সময় আদালতের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। আদালতের নাম (Palais de Justice), ইহা ফরাশী হাইকোর্ট। দৌড়দার ধাপমালা উত্তীর্ণ হইয়া প্রধান দ্বার দিয়া এক দীর্ঘ দরদালানে উপস্থিত হইলাম। আহেলে মামলায় উকিল মোক্তারে গশ্ গশ্ করিতেছে। কাহারও

কানে কলম, কাহারও হাতে কাগজ, কাহারও হাস্যমুখ, কাহারও ম্লানমুখ—কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্ব্বনাশ। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কালো গাউন পরিধান বারিষ্টারের দল, সকল ঢাকিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের শান্ত মুর্ত্তি দেখিলে যথার্থই ভক্তির উদয় হয়। কোন বারিষ্টার দলদল পরিবৃত হইয়া ধীরপদে যাইতে যাইতে মক্কেলের প্রার্থনা শুনিতেছেন, কেহ বা নিভৃত স্থানে বসিয়া নিজদলের সহিত পরামর্শে নিযুক্ত। এই দরদালান দিয়া কিছু দূর গিয়া এক প্রকাণ্ড হলে ঢুকিলাম। তাহার নাম (Salle des Pas-Perdus)। এত বড় হল আমি এ পর্য্যন্ত কোথায়ও দেখি নাই। দীর্ঘে ২৪০ ফিট, প্রস্থে ১২০ ফিট, উচ্চে ৯৯ ফিট। হলের দুই ধারে দুইজন খ্যাতনামা পুরুষের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ দুইটা মনুমেণ্ট। বসিবার জন্য স্থানে স্থানে বেঞ্চপাড়া। লোকেরও যথেষ্ট সমাগম। কিন্তু তত বড় গৃহ মধ্যে তাহারা টিম্ টিম্ করিতেছে—সমুদ্রে যেন পাদ্যার্ঘ। হর্ম্ম্যপ্রাচীর কোন প্রকার কারুকার্য্য বা চিত্রাদি দ্বারা শোভিত

নহে, সেই জন্য কেমন ফাক্ ফাক্ বোধ হইতে লাগিল—যেন কিছুর অভাব। বারিষ্টারগণ দলে দলে আসিতেছে যাইতেছে। কেহ চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়া তখনই অদর্শন হইতেছেন, কেহ বা এক স্থানে বসিয়া কড়ি গণিতেছেন *। ব্রীফ পাওয়ার ইতর বিশেষ অনুমান দ্বারা এই বিষম দৃশ্যরূপ সমস্যা ভেদ করিলাম।

একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে আবার কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা পাইলাম না। অথচ বিচারক বিচারাসন দর্শন, উকিল বারিষ্টারের বক্তৃতা শ্রবণ, আহেলে মামলার অবস্থা পরিদর্শনেরও যথেষ্ট ইচ্ছা। এস্থলে কি করা যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখি হলের চারি ধারেই দ্বার। কোন কোন দ্বার দিয়া ক্রমাগত লোক প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে। লোকের সারি ধরিয়া একটা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাহিরে "প্রবেশ নিষেধ" লেখা দেখিতেছি অথবা কেহ নিবারণ না করিতেছে ততক্ষণ সাধারণ

* কড়ি গণনা কথার মাত্রা মাত্র, কারণ এ দেশে কড়ি নাই।

গৃহে প্রবেশ করিব। যাহার আবশ্যক সে কেন নিবারণ করুক না ? গৃহে প্রবেশ করিয়া হাকিম এজলাস্, বারিষ্টার, মোক্তার, কেরাণী, আহেলে মামূলা, পেয়াদা চাপরাশী সমস্ত যুগপৎ দেখিলাম। আমাদের দেশের কাছারি হইতে বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য হইল না। বাজে লোক গোলের স্বর তুলিল, শান্তি রক্ষক চাপরাশীর কটাক্ষেই তাহা নির্ব্বান হইল। বেশী গোল হইল ধর্ম্মাবতার হাকিমের তীব্র দৃষ্টি পড়িল, উকিল বারিষ্টারে 'শু' 'শু' ধ্বনি উঠিল, চাপরাশীর পহবার পড়িল। কিন্তু ঠেলিয়া দিয়া বা ধাক্কা দিয়া হাকিমের হাকিমত্ব রক্ষা, চাপরাশীর চাপরাশীত্ব প্রদর্শন দেখিলাম না। অথবা সহ্য করিবে কে ? চুল পাকা, শাদা গোফদাড়ী, টাক পড়া মাথা বিচারক দেখিয়া বিচারের প্রতি ভক্তি হইল। অজাতশ্মশ্রু রেখিত-গোফ বাল-মাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিচারের টিট্‌কিরি প্রথার প্রশ্রয় দেখিলাম না। গাউন ঝুলিত স-পেন্‌সীল ব্রীফ-ধারী দণ্ডায়মান বারিষ্টারের কথন ঘনগম্ভীর কথন তারস্বরে বাক্যস্রোত, শান্তমূর্ত্তি জজের

মৃদু মধুর টীকা, পার্শ্বস্থিতমোক্তার মক্কেলের ফিশ্ ফিশ্ স্বরে বারিষ্টারকর্ণে মন্ত্রদান দেখিলাম, শুনিলাম—কিন্তু দুঃখের বিষয় বুঝিলাম না। বুঝিলাম না বলিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে ভাল লাগিল না। সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দুই বিচারাসন, বিচারাসনের উভয় পার্শ্বে ডেক্স, সম্মুখে দুই আমলা। হাকিমদ্বয় টিফিন খাইতে গিয়াছিলেন। টিফিন সারিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। দুই পক্ষের দুই বারিষ্টার সম্মুখে দাঁড়াইল। দুই জনের মধ্যে এক জন জজ, নথির তাড়া খুলিয়া কোন মোকদ্দমার পূর্ব্বলিখিত রায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমিও রায় শুনিতে দর্শকবৃন্দের সহিত বেঞ্চেতে ক্ষণেক বসিলাম। এখানে একটা কথা সেখানে একটা কথা অনেক যত্ন ও মনোযোগের সহিত বুঝিয়া জানিলাম কোন পক্ষের জয় হইবে। রায় শ্রবণ অপেক্ষা বারিষ্টারদের মুখভঙ্গী আকার ইঙ্গিত চাহা চাহি এপক্ষের বুঝিবার পক্ষে অধিক সাহায্য করিল। এইরূপ আরও দুই একটি

বিচার গৃহ দেখিয়া নিম্নতল ত্যাগ করিয়া ক্রমে দ্বিতল ত্রিতলে উঠিলাম। আহেলে মামলার স্রোত, উম্মেদোয়ারের অভ্রান্তমূর্ত্তি, দর্শকবৃন্দের ফেল্ ফেল্ দৃষ্টি, দপ্তরখানা, কেরাণীখানা, মহাফেজখানা, কাগজের স্তূপ, নথির বোঝা, সমন ছেঁড়া, আমলার শ্রেণী, পেয়াদার দল, উপরিতল সমূহ এক চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। আদালত ছাড়িবার পূর্ব্বে একটা টীকা করিয়া রাখি যে, যে কএকটি বিচারগৃহে প্রবেশ করিলাম সেই কএকটি গৃহেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর চিত্র।

বিচারালয় ছাড়িয়া বিখ্যাত Notre Dame বা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিদলের প্রধান পিঠস্থান দেখিতে গেলাম। নোটরডামের নাম যত শুনিয়াছিলাম কৈ তাহার ত কিছুই দেখিলাম না। বাটীটা প্রকাণ্ড বটে, অবস্থানও মনোহর—নদীর তীরে। কালের কালিমা পড়িয়া ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের চক্ষে ইহা আদরের জিনিষ—সম্মানের জিনিষ—সন্দেহ নাই। শিল্পের অভাবও নাই। কিন্তু শুভ দর্শন বলিতে পারিলাম না; লোকের প্রকৃতি বহুকালের পুরাতন দ্রব্যের প্রতি বড়

ভক্তি, বিশেষ যদি ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকে। বৃন্দাবনের গোপালজী, কাশীর বিশ্বেশ্বর, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির যেমন পিঠস্থান, লোকে দেখুক না দেখুক প্রশংসা করিয়া থাকে, পারিসের নোটরডাম মন্দিরও সেইরূপ। প্রবেশদ্বারে পূর্ব্বোল্লিখিত ভিক্ষার-ঝুলি-নাড়া ভিক্ষুক। অভ্যন্তরে যথারীতি ধর্ম্মের মৃদুমন্দালোক—যেন দিবাভীত পেচকের ন্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর তীব্রালোকভীত রোমান-কাথলিক ধর্ম্ম ক্ষীণজ্যোতির আশ্রয় লইয়াছে। মাডিলিন মন্দির বর্ণনার সময় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহা পুরাতন করিয়া লও, তাহা হইলেই নোটরডামের বর্ণনা হইল। সেইরূপ বেদী, উপদেশমঞ্চ, ক্রুশবিদ্ধ যিশু ও শিষ্যবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র, ও উপাসকবৃন্দের শ্রেণীবদ্ধ শত শত কাষ্ঠাসন। নূতনের মধ্যে এক দিকে এক উচ্চ চূড়া—যে চূড়া হইতে নভোপশ্যদর্শন মন্দিরাগত মাত্রেরই যেন 'বাই।' দুইবার এইরূপ দেখিয়াছি বলিয়া এ চূড়ায় আর উঠিলাম না।

নোটরডাম দেখা হইল, নদী পার হইয়া নদী-

তীরস্থ বৃক্ষপথ দিয়া Jardin des plantes নামক উদ্ভিদ ও পশুশালার অবস্থান ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়াই পশুশালা (Menageric)। পশুপক্ষী যেরূপ ভাবে সাজান তাহার নোট রাখিয়াছিলাম, নিম্ন দিতেছি।

(১) Animaux feroces (সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু)
(২) „ Paisible (হরিণ মৃগাদি শান্তস্বভাব জন্তু)
(৩) Palais des Singes (হনুমানালয়)
(৪) Grands Animaux (বৃহদাকার জন্তু)
(৫) Oiseaux de proie (শিকারী পক্ষী)
(৬) Grande Voliere (প্রধান পক্ষীশালা)
(৭) Voliere de perroquets (টিয়া, কাকাতুয়াদি পক্ষী)
(৮) Fosse-aux-Ours (ভল্লুকশালা)
(৯) Reptiles (নানাপ্রকার সরিসৃপ)

এই সকল দেখিয়া পরে এক হলে (Hall) প্রবেশ করিলাম। যসো (A. de. Jussieu) প্রভৃতি খ্যাতনামা উদ্ভিদবেত্তা ও বুফঁ (Buffon), লামার্ক (Lamark), কুভিয়ে (Cuvier), হিলেয়ার (Geoffroy St. Hilaire) প্রভৃতি খ্যাতনামা জন্তুবেত্তা মহাত্মারা এই হলে লেক্‌চার (শিক্ষা) দিয়া গিয়াছেন। আজিও সেই হলে সেই সকল বিষয়ের সারগর্ভ

লেক্‌চার হইয়া থাকে। বিনা দক্ষিণায় লোক-সাধারণ তথায় লেক্‌চার শুনিতে পায়। লণ্ডনের কিউবাগানের মত এখানেও এক প্রকাণ্ড উদ্ভিদ-সংগ্রহ (Herbarium) আছে। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদ-সংগ্রহ-মন্দিরের প্রবেশ দ্বারেই যসো-র (A. de. Jussieu) প্রতিমূর্ত্তি—যিনি সম্পর্ক অনুসারে উদ্ভিদ শ্রেণী বিধানের প্রথম স্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত মনুষ্য-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ও খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু-বিধ সংগ্রহ এই উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে।

পশুপক্ষী রক্ষণের যেরূপ সুব্যবস্থা উদ্ভিদ সম্বন্ধেও সেইরূপ। জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন কেয়ারী। Friticum vulgare Friticum turgedum, Spelt প্রভৃতি যে পাঁচ ছয় প্রকার (Species) গমের কথা কেতাবে উল্লেখ দেখিয়াছি তাহা আজি স্বচক্ষে দেখিলাম। স্পর্শ নিষেধ নতুবা প্রভেদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। জাতিভেদ অনুসারে উদ্ভিদের কেয়ারী দেখিতে দেখিতে গোলাপের বনে আসিয়া উপস্থিত হই-লাম। দুইটা নহে চারিটা নহে, দুই শত নহে এক শত নহে, হাজার হাজার গোলাপ ফুটিয়া

রহিয়াছে—নানা প্রকার বর্ণ, নানা প্রকার আকার। আর আর যাহা রহিল তাহা দেখিবার সময় হইল না। বাগান হইতে বাহির হইয়া ট্রামারোহণে লক্‌সেমবুর্গ উদ্যান ও রাজ-ভবনাভিমুখে গমন করিলাম। নন্দনভূমি, টুইলারী উদ্যান প্রভৃতির যেরূপ ব্যবস্থা লক্‌সেমুবর্গ উদ্যানেরও সেইরূপ। সেইরূপ সমোচ্চ সমান্তরাল লাইম ও হর্শ চেষ্টনট বৃক্ষের শ্রেণী, বৃক্ষতলে বসিবার বেঞ্চ, বেকার নরনারীর সমাগম। পারিসে যে সকল উদ্যান দেখিলাম সকল গুলির একটি বিশেষ অভাব চক্ষে ঠেকিল—কোন উদ্যানেই লণ্ডনের নয়নরঞ্জন সবুজ ঘাস দেখিলাম না। কেবল বালি, নুড়ী ও খোলাকুচি। বৃক্ষ সকল এত ঘন ঘন যে তৃণ গাছটি পর্য্যন্ত বৃক্ষতলে হইতে পায় না! পারিস চতুর্বেড়েরও (Square or place) এই অভাব।

রাজ-ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিবার সময় হইল না। ইহার সম্মুখেই এক সুন্দর চক্রাকার ফুলের কেয়ারি। মধ্যে মধ্যে শ্বেত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি; সমস্তগুলিই খ্যাতনাম্নী ফরাসী রমণীর

মূর্ত্তি। কেয়ারীর ঠিক মধ্যস্থলে ফুয়ারা। ফুয়ারা হইতে জল সতেজে উর্দ্ধে উঠিয়া জলাধারে পড়িতেছে। জলাধারে কতকগুলি প্রস্তরময় বালকের দল। ফুয়ারার নিকটেই দুইটী মারবেল নির্ম্মিত স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরে জলকিন্নরী ও ইহুদীয় বীর ডেভিডের মূর্ত্তি। যে সময়ে লক্সেমবুর্গ উদ্যানে উপস্থিত হইলাম, সেই সময়ে ব্যান্ড বাজিতেছিল। লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ব্যাণ্ডকে ঘেরাও করিয়া বসিয়াছে, দাঁড়াইয়াছে। সেই নরপ্রাচীর ভেদ করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, দূর হইতেই ব্যাণ্ড শুনিতে ও সেই সঙ্গে উদ্যান দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সমস্ত লোকই ব্যাণ্ড-মঞ্চের নিকটে, কেবল দুই এক মানিকযোড়, সুদূর নিরবিলি স্থানে বৃক্ষান্তরের আবডালে বসিয়া শ্রবণ করা সুবিধাজ্ঞানে, নিরবিলি স্থান খুঁজিয়া লইয়াছেন। তাহাদের নির্জ্জনতার প্রতিবাদী না হইয়া বাদ্য শুনিতে শুনিতে বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইল, গ্যাস জ্বলিয়া উঠিল। গ্যাসকে জ্বলিতে, মানিকযোড়কে

নির্ব্বিবাদে নির্জ্জনতা সুখ ভোগ করিতে, বেণ্ডকে তাল, মান লয়যুক্ত বাদ্যে লোকের মন ভিজাইতে দিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইলাম। কর্ণের সুখে, দর্শনের সুখে, আর চলিল না। অনুসন্ধান করিয়া পান ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলাম। আহারান্তে সটান হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। আজ্ঞামত বিল (হিসাব) প্রস্তুত ছিল। প্রবেশ মাত্র রেকাবীতে বিল রাখিয়া অনুচর সম্মুখে রেকাবী ধরিল। এখানে একটা ক্ষুদ্র টীকার আবশ্যক। আমার চিঠি আসিল, ভৃত্য অমনি রেকাবীতে করিয়া চিঠি আমার নিকট আনিল। টাকা ভাঙ্গাইতে দিলাম, ভাঙ্গানি পয়সা সিকি হাতে হাতে দিবার রীতি নাই, রেকাবীতে করিয়া দিতে হইবে। আহার করিতে বসিয়া রুটি চাহিলাম, লেণ্ডলেডী হউক অনুচর হউক, রেকাবী (Plate) করিয়া রুটি সম্মুখে ধরিল। পাঁচ জনে এক টেবিলে আহার করিতেছি, কেহ বলিল "এক খণ্ড রুটি দাও ত," পাত্র সহিত রুটি খণ্ড ধরিতে হইবে, নতুবা তুমি বর্ব্বর—সভ্য সমাজের অযোগ্য—বলিয়া পরি-

গণিত হইবে। ইংলণ্ড ও ইউরোপে এবিষয়ে বড় আঁটাআঁটি—বড় আদ্‌ব কাএদা। দেখ, দেশ ভেদে, সমাজ ভেদে সামান্য বিষয়েও কত প্রভেদ। বলিতেছিলাম অনুচর বিল আনিয়া সম্মুখে ধরিল। হিসাব বুঝিয়া বিলের টাকা পরিষ্কার করিয়া দিলাম। বুট্‌স (জুতা পরিষ্কার কর্‌নে ওয়ালা), ওয়েটার (খানা দেনে ওয়ালা), পোর্টার (দ্বারপাল), ও চেম্বারমেড (শয়ন মন্দির সাফ্ কর্‌নে ওয়ালী) সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ইহার অর্থ কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রার্থনা। তাহাদের মনবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল, স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। আগামী কাল প্রাতে ৬য় টার সময় দ্বারে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া সংবাদ দিবার হুকুম দিয়া আমিও সে রাত্রের মত বিশ্রাম লইলাম। এ সকল আয়োজনের অর্থ প্রাতে পণ্টন কুচ করিতে হইবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

১১ই জুন, বুধবার—
পারিস দর্শন শেষ—পারিসের নিদ্রা প্রতিমা—গারডে
লিয়ঁষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়িল— ঠকার হাতে
খড়ি বা ঠেকে শেখা—ইলবার্টবিল—আঙ্গুর
ক্ষেত্র—বিনা সূতে মালা গাঁথা—
অনুমান সপ্রমাণ হইল—
ডিয়ঁষ্টেসনে গাড়ী
থামিল।

৬টা বাজিল। হোটেল নিশুতি। অনেকের অর্দ্ধেক রাত্র। আমি জিনিষ পত্র গুছাইতে—প্যাক্ করিতে অনেকক্ষণ হইতে উঠিয়াছি। ৬টা বাজিবা মাত্র বুটস্ আসিয়া দ্বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া বলিল ৬টা বাজিয়াছে গাড়ী প্রস্তুত। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। বুট্‌সের স্কন্ধে ব্যাগ চাপাইয়া নামিয়া আসিয়া গাড়ি চাপিলাম। গাড়ী পারিসের মধ্য দিয়া চলিল। প্রশস্ত রাজমার্গ বৃক্ষপথ চতুর্ব্বেড় লোকশূন্য বলিয়াই যেন প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর বোধ হইল। ত্রিতল চতুর্ত্তল পঞ্চতল প্রাসাদশ্রেণী, আপণমালা অবরুদ্ধদ্বার অবরুদ্ধগবাক্ষ—সেই জন্যই যেন উচ্চ হইতে

উচ্চতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ট্রামের লৌহপথে জনপ্রাণীর গতি বিধি নাই—লৌহপথ সেইজন্য যেন দিগন্তব্যাপী। পারিস-রমণী যেন পরিচ্ছদের বত্রিশ ভুগুণে চৌষট্টি বন্ধন শিথিল করিয়া, দক্ষিণে বামে অধোদেশে ঊর্দ্ধ-দেশে অঙ্গযষ্টি সম্প্রসারিত করিয়া, হাত পা ছড়াইয়া, চৌদ্দপোয়া হইয়া নিঃশঙ্কভাবে নিদ্রা যাইতেছে। পারিসের এ মূর্ত্তি নূতন—এ বেশ ঊষা বেশ। এত প্রাতে কোন দিন. উঠি নাই, সেজন্য এ মূর্ত্তিও পূর্ব্বে দেখি নাই। ক্রমে দেখিলাম দুই এক খানি সামান্য দোকানের গিন্নি সম্মুখে জল তড়তড়া দিয়া দুই এক খানি চৌকি সাজাইতেছে—বলিতে যাইতেছিলাম ঝাঁপ খুলিয়া চৌকাটে ও উঠানে জল তড়তড়া দিয়া পাসান ধুইতেছে। গাড়ী তীরবেগে ষ্টেসনে গিয়া পৌঁছিল। ষ্টেসনের নাম "গার ডে লিয়ঁ" (Station of Lyons)। গাড়ী ছাড়িতে তিন মিনিট মাত্র বাকী। টিকিট লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী চাপিলাম। পোঁ শব্দ করিয়া গাড়ী ছাড়িল।

অবসর পাইয়া টিকিট কাটা বাবু যে টাকা

ফেরৎ দেয় তাহা গুণিলাম। দেখি যাহা ফেরৎ পাওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা পাঁচ ফ্রাঙ্ক কম। টিকিট বাবুর প্রতি সন্দেহ হইল না, মনে করিলাম আমার হিসাবে ভুল হইয়া থাকিবে। ভাড়ার ফর্দ্দ ও টিকিটের অঙ্কপাতের সহিত মিলাইয়া "আঁকজোক" কাটিয়া দেখি আমার হিসাবে ভুল নাই। টিকিট কাটা লোক্‌টা নিশ্চয় ঠকাইয়াছে। পাঁচফ্রাঙ্ক যায় তাহাতে তত ক্ষতি বোধ না করিতে পারি, কিন্তু এক ব্যক্তি বোকা বনাইয়া পাঁচ ফ্রাঙ্ক লইল সে কেমন কথা? এ দিকে কত কমৃনে যাইতেছে কিন্তু এক ব্যক্তি সিকি পয়সা মাত্র ঠকাইয়া লইলে তাহাতে কি মনে মনে লজ্জা হয় না? অনেক দেশ দেখিলাম, অনেক লোকের হাতে পড়িলাম, অনেক টিকিট কিনিলাম কিন্তু কৈ কখন ত এক পয়সা ঠকি নাই। যাহা কখন হয় নাই এ লোকটা দ্বারা তাহা হইল। ঠেকিয়া শিখিলাম। নিশ্চয় ঠকিয়াছি জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন সহযাত্রীদের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলাম। তিনটি স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ আমাদের

কামরায়। চেহারা দেখিয়াই বোধ হইল সকল কয়টিই ইংরাজ ও পশ্চাৎবোতামিত-গলাবন্ধ অভ্রান্ত মূর্ত্তি পুরুষ, ধর্ম্মের পাণ্ডা (Clergyman)। দুই চারি মিনিট মধ্যেই পুরুষটির সহিত কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল—আমার অনুমান প্রমাণ হইল। ছয় দিনের পর—ছয় দিন ছয় বৎসর—ইংরাজীতে কথা বার্ত্তা কহিয়া—মনের ভাব কথায় প্রকাশ করিতে পাইয়া—যে কি আনন্দ হইল তাহা তোমাকে আর কি বলিব। বোধ হইল যেন দেশে আসিলাম। জীবনে আর এক দিন—এই-রূপ আনন্দ হইয়াছিল। ইংলণ্ড যাইবার সময় কলিকাতার ঘাটে বাঙ্গালা কথায় জলাঞ্জলি দিয়া ৩৭ দিন নির্জ্জলা ইংরাজীতে কথা কহিয়া যখন লণ্ডনে বাঙ্গালি বন্ধুর সহিত প্রথম বাঙ্গালা কথা কহি, সেই দিন যেরূপ আনন্দ হয় আজিও সেইরূপ আনন্দ হইল। বরং একাংশে তদপেক্ষা বেশী। তখন বাঙ্গালা কথা না কহিতে পাই ইংরাজীতে ও মনের ভাব যথেষ্ট প্রকাশ করিতে পারিতাম। কিন্তু ছয় দিবস, মনের ভাব "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" অবস্থায় থাকিয়া আজ ইংরাজ

পাইয়া অবাধে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মন হইতে যেন একটা গুরুভার নামিল। জানিলাম তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী প্রাপ্ত বয়স্কা রমণী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তাঁহারা উভয়ে ডিয়ঁ নামক ষ্টেসন পর্য্যন্ত আমাদের সহিত যাইবেন। তথা হইতে ভিন্ন রাস্তা দিয়া নিউশাটেল (Neuchatel) নামক হ্রদের উপরিস্থ সেই-নাম নগরে যাইবেন। তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ের কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিলাম। নানা কথার মধ্যে অতি সতর্ক ভাবে দুর্ভাগা ইলবার্ট বিলের কথা উপস্থিত করিলেন। টাইমস্ সংবাদপত্র-রূপ চস্‌মা দিয়া ইলবার্টবিল-তর্ক পাঠ করিয়া তিনি বিপক্ষের দিকে টান টানিতে লাগিলেন। চস্‌মা ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রকৃত দৃশ্য যখন তাঁহার খোলা চোখের উপরে ধরিলাম তখন সহজেই বিপক্ষ হইতে তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিতে পারিলাম। পাণ্ডা ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর বোধ হয় এ সকল কথা ভাল লাগিল না। তিনি ঘরকন্নার কথা, হিসাবপত্রের কথা পাড়িয়া স্বামীকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। আমিও

দুই ধারের দৃশ্য দেখিতে অবসর পাইলাম। এই সময়ে আমাদের গাড়ী ফঁটাঁব্লো (Tontainebleau) নামক বনের নিকট দিয়া যাইতেছিল। রেল-পথের পার্শ্বে নদী, নদীর উপরেই উচ্চভূমি, বন সেই উচ্চভূমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দূর হইতে বনের ঘোর-সবুজ মূর্ত্তির মনোহারিতা নিতান্ত অকবি অরসিকের মনেও কবিত্বের—রসের—ভাব সঞ্চার করে। নিমেষ মধ্যে কানন ছাড়াইয়া গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ডিঁয (Dijon) নগরাভিমুখে চলিল। দুই ধারেই উঁচুচাল জমি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দররূপে পাট করা। দুই তিন হাত উচ্চ খোঁটা সারি বাঁধিয়া পোতা ও খোঁটা অবলম্বন করিয়া এক প্রকার লতা তাহার উপর উঠিতেছে। লতা গুলি এখনও ক্ষুদ্র, খোঁটা সই হয় নাই। লতাগুলি আমার চক্ষে বিশেষ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু জমি এত পরিষ্কার যে কথায় যে বলে সিন্দুর পড়িলে কুড়াইয়া লওয়া যায় ঠিক সেইরূপ। সে লতা গুলি কি ও সে কিসের জমি অনেকক্ষণ ঠিক করিতে পারিলাম না। পরে হঠাৎ মনে হইল

ইহা যে আঙ্গুরের দেশ—এ সকল বিখ্যাত আঙ্গুরের ক্ষেত্র, বর্গণ্ডি মদের জনয়িতা আঙ্গুর-লতা। আঙ্গুরের ক্ষেত্র মনে না পড়িলে বড় প্রশংসাই করিতাম। কিন্তু বর্ণনা পাঠে কল্পনা সাহায্যে আঙ্গুরক্ষেত্রের যে চিত্র মনে মনে আঁকিয়া রাখিয়া ছিলাম, আঙ্গুরক্ষেত্র মনে হইবা মাত্র অঙ্কিত চিত্রের সহিত মিনিল না দেখিয়া আশাভঙ্গ হইলাম—বিনা সূতে যে মালা গাঁথিয়া ছিলাম তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হইতে পারে গাছ আরও লতাইলে ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে মন উঠিল না। পর্ব্বতমালার দূরতা যেমন লোককে সহসা প্রতারিত করে, স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া বালক যেমন প্রতিবিম্বকে শরীরী বলিয়া হঠাৎ ধরিতে যায়, বর্ণনা পাঠেও অনেক সময়ে আমাদের সেইরূপ ঘটিয়া থাকে।

উপরে বলিয়াছি আঙ্গুরের ক্ষেত্র প্রায় উচ্চ ও ঢলু। লক্ষ্য করিয়া দেখায় বোধ হইল অধিকাংশ ক্ষেত্রের এরূপ সংস্থান যে অধিকক্ষণ ও অধিক পরিমাণে সূর্য্যের তাপ পাইতে পারে।

আঙ্গুর চাষের কথা বিশেষ জানি না সে জন্য এ অনুমানের কোন সার আছে কি না বলিতে পারিলাম না।

আমাদের সহযাত্রী আর দুইটি মহিলার এখনও কোন পরিচয় দি নাই। কারণ তাহাদের পরিচয় এখনও পাই নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি চেহারা দেখিয়া তাহারা ইংরাজ রমণী স্থির করিয়াছিলাম। ক্রমে তাঁহারা ইংরাজী নভেল উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিলেন দেখিয়া সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহাদের নিকট এক খানা সুইজারলেণ্ড (Switzerland.) যাত্রার সহায়-পুস্তক (Guidebook.) পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া পুস্তক খানি মিনতির সহিত চাহিলাম। কারণ আমিও সুইজারলেণ্ড ভ্রমণে যাইতেছি। ইংরাজীতে কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ পুস্তক খানি আমাকে পড়িতে দিলেন। আমার সহযাত্রী সকলেই ইংরাজ; পূর্ব্বে যে অনুমান করিয়াছিলাম তাহা ঠিক প্রমাণ হইল। সঙ্গে সুইজারলেণ্ড যাত্রার সহায়-পুস্তক দেখিয়া অনুমান করিলাম তাঁহারাও আমার ন্যায় সুইজারলেণ্ড যাইতে-

ছেন। তখন তাঁহারা সুইজারলেণ্ডের কোন্ স্থানে যাইতেছেন জানিবার ইচ্ছা হইল। আমি ত জেনেভ্ (Geneve. বা ইংরাজীতে Geneva.) বা ইংরাজী-মতে জিনীভা যাইতেছি, তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন? ক্রমে দেখি তাঁহাদের ব্যাগে একখানি টিকিট ঝুলিতেছে—লেখা অমুক, জিনীভা যাত্রী; লেখা দেখিয়া আনন্দ হইল এত দূর নিতান্ত একা যাইতে হইত, তাহা না হইয়া সঙ্গী পাইলাম। এখনও তাঁহাদের সহিত আলাপ হয় নাই। আমি কোথায় যাইতেছি তাহা তাঁহারা জানেন না। তবে এত দূর একত্রে যাইতে হইবে অবশ্যই আলাপ পরিচয় হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া সঙ্গী পাইলাম বলিলাম।

ষ্টেসন হইতে ষ্টেসনান্তর পার হইয়া, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তর অতিক্রম করিয়া গাড়ী পবন বেগে চলিতেছে। বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত। একটা গর্ত্ত বা টনেল দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া প্রতি কামরায় ল্যাম্প জ্বালা হইল; অনতিবিলম্বে ফুৎকার দিয়া টনেল মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিল। টনেলটি সামান্য

বলিয়া বোধ হইল না, কারণ পার হইতে বেশ সাড়ে তিন মিনিট লাগিল। টনেল পার হইয়া অবধি গাড়ী একবার ঊর্দ্ধে একবার নিম্নে নামিতে লাগিল। গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও চতুর্দ্দিকের পাহাড় পর্ব্বতের সংস্থান প্রণালী দেখিয়া ভূমির বিশেষ অসমতলতা বোধ হইল। এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি গতিতে গমন করিয়া ১৯৭ মাইল পার হইয়া বেলা দেড় টার সময় গাড়ী ডিজঁ ষ্টেসনের প্লাটফরমে গিয়া দাঁড়াইল। এখানে গাড়ী তিন কোয়াটার অপেক্ষা করে। ইহা যাত্রীদের আহারাদি করিবার স্থান।

——(::)——

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিজঁ ষ্টেশন—বহুভাষী—সহায় পুস্তক রাজস্য—"বাঁশবনে ডোম কানা"—কাণা গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল—"এই ঘরে পয়সা দেয়"-র অর্থ—সহযাত্রীদের সহিত আলাপে বিধির বিড়ম্বনা—গাড়ী ছাড়িল।

ডিজঁ ষ্টেশনে গাড়ি থামিল। নিউশাটেল-যাত্রী পাণ্ডাঠাকুর, বোঝা নামাইয়া নিজে নামিলেন। পরে হাত ধরিয়া স্ত্রীকে নামাইয়া আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। এ লাইন ছাড়িয়া তাঁহাদিগকে অন্য লাইন ধরিতে হইবে। জিনীভা-যাত্রীদের এ ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। গাড়ীর মধ্যে গাঁট্রি রাখিয়া আহারাদি করিতে নামিলাম। সহযাত্রী রমণীদ্বয় তৎপরে নামিতে চেষ্টা করিলেন। পাণ্ডাঠাকুর নিজের সহধর্ম্মিণীকে লইয়াই ব্যস্ত, অপরকে সাহায্য করিবেন কি? ফরাশী গাড়ীতে উঠা-নামা-রূপ কষ্টের আভাষ পূর্ব্বে দিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মহিলাদ্বয় পরিধান কাপড়ের বোঝা লইয়া শশব্যস্ত হইলেন।

নামিতে চেষ্টা করিয়াও সহজে নামিতে পারি-তেছেন না। অসহায়কে সাহায্য না করিয়া চলিয়া যাওয়া অতি বর্ব্বরের কাজ। হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে একে একে নামাইলাম। তাঁহারা প্রীতি-ধন্যবাদ দিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন, আমিও নিজ কার্য্যে চলিলাম। দেখি একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী প্লাটফরমে বেড়াইতেছে—টুপীতে লেখা "বহুভাষী" (Interpreter)। গার-ডে-লিয়ঁ ষ্টেশনেও এইরূপ জনৈক বহুভাষীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে ডিজঁ ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইবে ও আগামী কাল জিনীভা পৌঁছিব বলিয়া দেয়। গাড়ীতে বসিয়া বহুকষ্টে সহায়-পুস্তক (Continental Bradshaw) মিলাইয়া দেখি বহুভাষী-ভায়ার দুইটা কথাই ভুল—ডিজঁ ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইবে না ও আজিই রাত্রে জিনীভা পৌঁছিব। ব্রাডশ্য (Bradshaw) নামক সহায়-পুস্তকে যাত্রীদের যাহা আবশ্যক সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া লেখা থাকে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে কোথায় গাড়ী চাপিয়া কোথায় নামিতে হইবে, পথিমধ্যে

কোথায় গাড়ী বদল করিতে হইবে, কোথায় কতক্ষণ থামিবে, কোথায় আহারাদির যোগাড় থাকিবে ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ ব্রাডশ্যর স্থূল দেহের অন্তর্গত। কোন নগরে উপস্থিত হইয়া ব্রাডশ্যর সাহায্যে পানভোজনালয়, আবাসস্থান, পোষ্টাপিস, ধর্ম্মমন্দির, থিয়েটার, কন্সার্ট-হল, মিউজিয়ম ইত্যাদি যাত্রীদের আবশ্যকীয় ও দেখিবার স্থান সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায়। ইহার মধ্যেই ইউরোপের রেলওয়ে সমূহের ভাড়া ও সময়ের ফর্দ্দরূপী গোলকধাঁধাঁ—ঘুণ না হইলে যে গোলকধাঁধাঁ ভেদ করা অসাধ্য। ফর্দ্দের সমুদ্রে ডুবিয়া ভাড়া ও সময়ের পিপাসায় মরিতে হয়। "বাঁশবনে ডোম কাণার" ন্যায় একবার এপাত একবার ওপাত উল্টাইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিতে হয়। কয়েক দিন দেখিয়া দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইয়াছিল। আবার, গরজ বড় বলাই—হতাশ হইয়া ফিরিলে চলে কৈ? তবে এখনও ঘুণ হই নাই। ব্রাডশ্য দেখিয়া যাহা ঠিক করি তাহার উপর নির্ভর করিতে সাহস হয় না। নিশ্চয়কে

আরও নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত প্লাটফরম স্থিত বহুভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে বাপু, এখানে কি গাড়ী বদল করিতে হইবে"? সে কথার "না" উত্তর দিয়া কত কথা আরম্ভ করিল। লোক্‌টা বড় গপুড়ে। মাকঁ্য (Macon) বা কুল্যো (Culoz) ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ও রাত্রি দুই প্রহর হইতে ভোরের মধ্যে গাড়ী জিনীভাসহরে পৌঁছিবার সম্ভব ইত্যাকার দ্বিভাবী সংবাদ দিয়া লোক্‌টা অদর্শন হইল। বহুভাষীর কার্য্যকারিতা বিষয়ের চিন্তা সহজেই মনে উঠিল। একজন বহুভাষী যে দুইটা সংবাদ দিল তাহার দুইটাই ভুল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহা বলিল তাহার কোন্‌টায় বিশ্বাস করি? বিদেশী যাত্রীদের সাহায্যের জন্য রেলওয়ে কোম্পানি বহুভাষীদের নিযুক্ত করিয়াছেন, অনায়াসে স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু তাহারা যাত্রীদের যে উপকার করে তাহার নমুনা উপরে দিলাম। আমার যেরূপ উপকার করিল যদি সকলেরই সেই রূপ উপকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বলি "কাণা গরু অপেক্ষা শূন্যে গোয়াল ভাল।"

অসহায়ের সহায় বহুভাষীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া "পুরুষদিগের জন্য" শীর্ষকগৃহ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুব ভোরে হোটেল হইতে উঠিয়া আসিয়াছি, প্রাতঃকৃত্য কিছুই হয় নাই। "পুরুষদিগের স্থানে" সমস্ত অভাব পূরিল না। অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখি একটা গৃহের দ্বারের উপরে লেখা "এই গৃহে পয়সা দেয়" ও একটা বুড়ী স্ত্রীলোক তাহার নিকট দণ্ডায়মান। ইংরাজীকৃত রুচিতে ফরাশী স্ত্রীলোককেও সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেমন বাদো বাদো ঠেকিতে লাগিল। আন্দাজি দ্বার মারিলাম। দ্বারের নিকটে যাইতেই, সে দ্বার খুলিয়া ভিতরে তুয়ালে, আরশী, ব্রুশ ইত্যাদি রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া চুল পরিষ্কার করিয়া দ্বাররক্ষক বুড়ীকে ৩০ সাণ্টিম দক্ষিণা দিয়া তথা হইতে বিদায় হইলাম। ভোজন গৃহে প্রবেশ করিয়া দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া 'আটপুরে' গোছ আহার গ্রহণ করিলাম। আর কিছু জুটে ভালই না হইলেও তত ক্ষতি হইবে না। আহারান্তে

চুরোট টানিতে টানিতে প্লাটফরমে পাচোলি করিতেছি, এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিল ও একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ভোজনগৃহে প্রবেশ করিয়া যাত্রীদিগকে বলিতে লাগিল "জিনীভা যাত্রীরা প্রস্তুত হউন, গাড়ী দশ মিনিট মধ্যে ছাড়িবে।" নিজের কাম্‌রায় উঠিয়া দেখি পূর্ব্বোক্ত মহিলাদ্বয় আমার আগেই উঠিয়া বসিয়া আছেন। উঠিবামাত্র তাঁহাদের সহিত আলাপ আরম্ভ হইল। কিন্তু অন্য যাত্রী আসিয়া আমাদের আলাপ-সুখে বাদী হইল। আমরা তিনজনে তিনটী কোণ গ্রহণ করিলাম, কারণ কোণের স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা বসিবার সুবিধা। অপরাপর যাত্রীরা গোলমাল লাগাইল। তাহাদের পোষাকে, আচার ব্যবহারে তাহারা বিশিষ্ট বা ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল না। তাহারা যে শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছে সেই শ্রেণীর যাত্রী কি না, বিশেষ সন্দেহ হইল। কিন্তু সে বিষয় অনুসন্ধান করিবার অপর যাত্রীর কি অধিকার? ইত্যবসরে গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল। পোঁ-শব্দে গাড়ী ডিজঁ ষ্টেশন ছাড়িয়া ম্যাকঁ্য ষ্টেশন (Macon) অভিমুখে চলিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মার্কঁ্য ষ্টেশনাভিমুখে গাড়ী চলিল—মার্কঁ্য ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন—অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে চলিল—আবার বহুভাষী বিপত্তি—সাদা টুপি মাথায় দিলেই ষ্টেশন মাষ্টার—ইংরাজ মহিলার আত্মনির্ভরতা—আঁবেরিয়ো ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন—বেলেগার্ড ষ্টেশনে খানা তল্লাসি ভৌতিক হইল—রাত্রি দুই প্রহরে জিনীভায় উপস্থিত।

গাড়ী দ্রুত বেগে চলিতেছে। এমন সময় একজন টিকিট পরীক্ষক আমাদের কামরায় প্রবেশ করিয়া সকলের টিকিট দেখিতে চাহিল। নবাগত প্রায় সকল যাত্রীরই সে শ্রেণীর টিকিট ছিল না। প্রতি টিকিটে কিছু কিছু বেশী ধরিয়া দিয়া তাহারা এক এক খানি রসিদ লইল। টিকিট পরীক্ষার গোল গেল, কিন্তু যাত্রীদের গোল থামিল না। চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিতে করিতে চলিলাম। নিজে নিজেই তাহারা গোল করিতে লাগিল, আমাদের সহিত কোন কুব্যবহার করিল না, বা আলাপ করিতে চেষ্টা করিল না। ক্রমে এক একটি করিয়া

তাহারা সকলে নামিয়া গেল। আমাদের গাড়ী ও মার্ক্যঁ নামক পরিবর্ত্তন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। ব্যাগ প্রস্তুত ছিল, থামিবা মাত্র নামিতে উদ্যত হইলাম। আমার সাপ্তপদী রমণী-বন্ধুদ্বয় তখন ও স্ব স্ব কোণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া সন্দেহ হইল—তাহারা হয়ত জানেন না এই ষ্টেশনে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য গাড়ীতে চাপিতে হইবে। কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনারা কি জিনীভা যাত্রী, তাহা হইলে এই স্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

তাঁহারা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "হাঁ, আমরা জিনীভা যাইতেছি, কিন্তু আপনি না বলিয়া দিলে আমরা এই গাড়ীতেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, পরিবর্ত্তন করিতে হইবে জানিতাম না, এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" অধিক কথা কহিবার সময় ছিল না। মোঁট মাঁট গোছাইতে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে নামাই-

লাম। নামিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিও বোধ হয় জিনীভা যাইতেছেন, তাহা হইলে—আমরা কিছু জানি না, ফারাশী ভাষা বিন্দুমাত্র ও বুঝি না—আপনি সাহায্য করিলে বড় বাধিত হই, এক্ষণে কোন্ গাড়ীতে চাপিতে হইবে বলিয়া দিন।" উত্তর করিলাম "আপনাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি, আমার সাহায্য গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইব"। মনে মনে করিতে লাগিলাম—এ বড় মন্দ ব্যাপার নহে—অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া চলিবে। আমার নিজেরই গোল, একটা কথা দশবার জিজ্ঞাসা না করিলে হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাহার উপর আবার আর দুই জনকে—দুই জন অসাহায়া রমণীকে—সাহায্য করিতে হইবে। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝিতেই পার। কিন্তু মেয়ের কাছে হারমানা বড় লজ্জার কথা। তাহাদের নিকট পুরুষ জাতির মান বাঁচাইলাম। তাহাদের ভার নিজ স্কন্ধে ও মোটের ভার মুটের স্কন্ধে চাপাইয়া, তাহার পেছু পেছু আমরা চলিলাম। আমরা জিনীভার যাত্রী

বলায়, মুটে আমাদিগকে জিনীভার গাড়ীতে চাপাইয়া দিল। তাহাকে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমাদের সাহায্যার্থে বহুভাষীকে পাঠাইয়া দিতেছি। বহুভাষী-জাতির উপর আমার যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তবে সে যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমাকে কি জন্য আবশ্যক, তখন ভদ্রতার অনুরোধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আর কোথায় কোথায় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ও কোন্ সময়ে গাড়ী জিনীভা পৌঁছিবে? বহু-ভাষীভায়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া উত্তর দিলেন "আঁবেরিয়ো (Amberieu) ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন ও বেলেগার্ড (Bellagarde) ষ্টেশনে মোট-ঘাটের থানাতল্লাসি * হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আপনারা জিনীভা পৌঁছিবেন।" কুল্যো (Culoz) ষ্টেশনে পরিবর্ত্তনের উল্লেখও করিল

* এক রাজার দেশ হইতে আর এক রাজার দেশে প্রবেশ করিবার সময় তামাক ইত্যাদি শুল্কদেয় দ্রব্য আছে কি না অনুসন্ধান জন্য যাত্রীদের মোট খুলিয়া অনুসন্ধান হয়। বেলেগার্ড ষ্টেশন ফরাশী ও সুইস-রাজ্যের সীমান্তনগর, সেই জন্য এই ষ্টেশনে থানাতল্লাসির ব্যবস্থা।

না। পূর্ব্বে ব্রাডশ্য সহায়-পুস্তক খুলিয়া মার্ক্যঁ, অঁাবেরিয়ো, বা কুল্যো কোথায়ও পরিবর্ত্তনের কথা খুঁজিয়া পাই নাই। এক বহুভাষী একরকম বলিল, আর একজন আর এক রকম বলিল। তাহাদের উপর বড়ই চটিলাম। এতক্ষণ একা ছিলাম, ভুল হইলে একাই ভুগিতাম। এখন আবার আমার স্কন্ধে দুই জন মহিলা নির্ভর করিতেছে। ভুল হইলে আমার কষ্ট হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, তাঁহাদের নিকট মান হানি ও তাঁহাদের অসুবিধা হইবে সেই ভাবনা। অনিশ্চিতের উপর থাকা বড় নির্ব্বুদ্ধির কাজ স্থির করিয়া একটা মুটেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ষ্টেশন মাষ্টার কোথায়?" সে কতক কথায়, কতক আকার ঈঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল "ঐ সাদা-টুপীমস্তক লোক্‌টা ষ্টেশন মাষ্টার"। একটা শিক্ষা হইল—টুপীর উপর সাদা টোপর থাকিলেই ষ্টেশন মাষ্টার। অনেক ষ্টেশনেই সাদা টুপীওয়ালা দেখিয়াছি, কিন্তু সাদা টুপী যে ফরাশী ষ্টেশন মাষ্টারের একচেটীয়া তাহা এই প্রথম জানিলাম। আচ্ছা 'ষ্টেশন মাষ্টার' লিখিয়া

কপালে জয়পত্র বাঁধা ষ্টেশনমাষ্টার ভাল, না সাদা-টুপী-মার্কা-ষ্টেশন মাষ্টার ভাল ? বিচার নিষ্পত্তি পাঠকের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট যাই।

সাদা-টুপী-মার্কা ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট গিয়া, কোন প্রকারে নিজের অভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনিও এক রকম করিয়া আমার অভাব পূরণ করিলেন। আঁবেরিয়ো ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কুল্যো ষ্টেশনে সে সকল কিছু নাই, বেলেগার্ড ষ্টেশনে যাইবার সময় থানাতল্লাসী নাই, কেবল আসিবার সময়। নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল—মাকঁ্য ষ্টেশন পার হইলাম। তখন যাত্রীদ্বয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের পরিচয় পাইলাম। তাঁহাদের এক ভ্রমণকারী ভাই, অন্যান্য নগব দেখিয়া এক্ষণে জিনীভা নগরে বাস করিতেছেন। ভগ্নীদের শরীর অস্বস্থের কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে জিনীভা আসিতে অনুরোধ করেন। ভগ্নীরাও পত্র পাইবামাত্র জিনীভা যাত্রা করিলেন। পারিস

নগরে গারডেলিয়ঁ ষ্টেশনে গাড়ী চাপিয়া জিনীভা যাইতে হইবে, এইমাত্র সংবাদ তাঁহারা রাখেন। আর কিছুই তাঁহারা জানেন না। ফরাশীভাষার বর্ণমাত্র জানেন না, একখানা সামান্য ব্রাডশ্য নামক সহায়-পুস্তকও সঙ্গে নাই। কি সাহসে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন বলিতে পারি না। যাহা হউক তাঁহাদের আত্মনির্ভরতার প্রশংসা করিতে হইবে। যখন পয়সা দিয়া জিনীভার টিকিট লইয়াছেন, তখন রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগকে জিনীভা পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য, এই সাহসে তাঁহারা জিনীভা যাত্রা করিয়াছেন। ধন্য সাহস! তাঁহাদের সহিত গল্প করিতে করিতে সময়টা শীঘ্র কাটিতে লাগিল। সন্ধ্যা প্রায় ৮ টার সময় গাড়ী অাঁবেরিয়ো ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই গাড়ী পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ। মোট গোছান, কোটের বোতাম বন্ধ করা, * ওভারকোট পরা,

* ওভারকোট গায়ে দিবার সময় অপর এক জনের সাহায্য আবশ্যক, নতুবা বড় অসুবিধা। নিকটে যে কেহ থাকেন অপরিচিত হইলেও সাহায্য করিয়া থাকেন—দেশের ব্যবহার।

ওভারকোটের বোতাম বন্ধ করা, টুপি মাথায় দেওয়া, ছড়ি লওয়া; কত সময় আছে দেখিতে আবার ছড়ি ফেলা, ওভারকোটের বোতাম খোলা, কোটের বোতাম খোলা, ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখা; আবার পকেটে ঘড়ি রাখা হইতে ছড়ি লওয়া পর্য্যন্ত ফেরৎ গোষ্ঠ গাওয়া; তখন টিকিট-পকেটে টিকিটখানা রহিল কি পড়িয়া গেল সন্দেহ হইয়া, তাড়াতাড়ির সময় খোলার-পালা হইতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ার-পালা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে যে কতদূর আত্ম-সংযম শিক্ষা হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে জানিবে?

মোট ঘাট গোছাইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলাম। আঁবেরিয়ো হইতে গাড়ী ছাড়িল। গল্প করিতে করিতে চলিলাম। জিনীভায় আমার থাকিবার স্থান ঠিক আছে কি না, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পেশাদার পর্য্যটক তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন। কেন যে মনে করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। জিনীভা কখন যাই নাই, সেখানে কোন স্থানও ঠিক নাই, জানিয়া

বলিলেন যদি অসুবিধা না হয় তাঁহাদের দাদা যে হোটেলে থাকেন, আমরা সকলে গিয়া সেই হোটেলে থাকিব। আমাকে যে কোন একটা হোটেলে থাকিতেই হইত, না হয় তাঁহাদের সহিত এক হোটেলেই রহিলাম। দুই প্রহর রাত্রে অপরিচিত স্থানে কোথায় একলা যাই-তাম, না হয় সঙ্গী জুটিল, ভালই হইল। নানা বিষয়ের গল্প করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল— একে একে সকলেই ঘুমাইলাম। মধ্যে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিবার ধুকৃধুকুনি রহিল না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন ঘড়ি খুলিয়া দেখি জিনীভা ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী। কাপড় চোপড় গোছান ও ব্যাগ বাঁধার শব্দে সহযাত্রীদ্বয়েরও ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়াই বলিলেন "দেখুন জিনীভা হ্রদের জল চক্‌চক্‌ করিতেছে।" মুখ বাড়াইয়া দেখি যথার্থই জল চক্‌চক্‌ করিতেছে বটে। নিমেষ মধ্যে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। নিশ্চয় জিনীভা ষ্টেশনে আসিয়াছি ঠিক করিয়া পূর্ব্ববৎ যোগাড় যন্ত্র করিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। প্লাটফরমে 'দাদাকে' খুঁজিয়া মিলিল না। কিন্তু 'দাদা'

পাইবার এত আগ্রহ যে একজন অপরিচিত লোককে প্রায় দাদা বলিয়া ধরা হইয়াছিল; টিকিট দিয়া বাহির হইতেছি, দেখি না 'দাদা' আসিয়া উপস্থিত। সহযাত্রীদ্বয় যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আমার সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। টিকিট দিয়া বাহির হইবার স্থানের দুই পার্শ্বেই সাজপরা (Liveried) দশ পনের জন লোক দণ্ডায়মান—টুপীতে লেখা "অমুক হোটেল," "অমুক হোটেল"। তাহারা হোটেল হইতে যাত্রী লইতে আসিয়াছে। যাহার যে হোটেলে যাইবার ইচ্ছা, সেই হোটেলের লোক তাহাকে হোটেলের ব্যসে (Omnibus) চাপাইয়া লইয়া যাইতেছে। "আমার হোটেলে চল" "আমার হোটেলে চল" শব্দ পড়িয়া গেল। আমাদের 'দাদা' "ন্যাশনাল হোটেলে" ছিলেন। কাজে কাজেই আমাদিগকে সেই হোটেলের ব্যসে লইয়া গেলেন। যে বহুভাষীর হাতে পড়িয়াছিলাম তাহাতে মনে হয় নাই নির্ব্বিঘ্নে জিনীভা আসিয়া পৌঁছিব। যখন সে বিষয় নিশ্চয় হইল, তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি।

ব্যস হোটেলাভিমুখে চলিল। 'দাদা' দুইটী বটন-হোল (Button hole) বাহির করিয়া দুই ভগ্নীকে উপহার দিলেন, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেরটি খুলিয়া আমাকে দিলেন। বটনহোলের অর্থ কি বুঝিলে? এদেশে জামার বোতামের ঘরে এক একটি ফুল বা ফুলের গোছা পরা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সক্। এই ফুলকে বটন-হোল বলে। বটনহোলের প্রকৃত অর্থ বোতা-মের ঘর। এস্থলে বোতামের ঘরে যাহা পরা যায় তাহা বুঝিতে হইবে। আমাদের বটন-হোলে এক একটী বড় আধফুটন্ত গোলাপ ও কুমারীকেশ (Maiden hair) নামক উদ্ভিদের শাখা। ভগ্নীরাত 'দাদার' আদর পাইবেনই। মাঝ হইতে আমি ফাকের ঘরে একটা বটনহোল মারিয়া দিলাম। একে বিদেশ বিভুম তাহাতে রাত্রি দুই প্রহর, এমন সময় বটনহোল দিয়া অভ্যর্থনা পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা! 'দাদা' ভগ্নীদের উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন "এত দূর আসিতে রাস্তায় কোন কষ্ট বা গোলমাল হয় নাই ত"? ভগ্নীরা আমার দোহাই

দিয়া বলিলেন "ইনিই বরাবর সাহায্য করিয়া আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছেন"। তাঁহাদের হইয়া আমাকে ধন্যবাদ দিয়া, সেই কথা লইয়া ভগ্নীদ্বয়ের সহিত রসিকতা চলিল। ভাইভগ্নী, মা-পো বা পিতাপুত্রের রসিকতা এদেশে বড় দূষণীয় নহে। মায়ে পোয়ে বা পিতাপুত্রে যে রসিকতা হয়, তাহা শুনিলে আমাদের দেশের লোক্‌কে অনেক সময় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। আমরা হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের দাদা আমার হইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, আমাকে কিছু করিতে হইল না। আমরা চারিজন ও হোটেলের এক জন কর্ম্মচারী পাঁচজন, একটা ছোট খাটের মত আসনে বসিলাম। আসন আমাদিগকে লইয়া হুহু শব্দে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। আমরা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইলাম। নিমেষ মধ্যে আমরা হোটেলের উপরিতলে আসিয়া লাগিলাম। ইহা তিনতোলা কি চারিতোলা কি করিয়া বলিব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলাম। নির্দ্দিষ্ট

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বত্রিশ বন্ধন খুলিয়া চৌদ্দপোয়া হইয়া শুইয়া পড়িলাম। আজ্ঞা-বাহক অনুমতিক্রমে কিছু গরমদুধ ও কফি আনিয়া দিল। পেট ঠাণ্ডা করিয়া সে রাত্রের মত বিশ্রাম করিলাম।

——(::)——

সুইজারলণ্ড ভ্রমণ।

১২ই জুন, ১৮৮৪ সাল।

গ্রাণ্ড ন্যাশনাল হোটেল

জিনীভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গবাক্ষ অন্তরালে জিনীভা দর্শন—ভূগোলেও সত্য কথা থাকে—ছোট হাজ্‌রির অঙ্গবর্দ্ধন—হোটেলের সুবন্দোবস্ত।

প্রাতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা ৮টা। সূর্য্যের কিরণ কাচ গবাক্ষ ভেদ করিয়া খড়খড়ির (Shutters) রন্ধ্রমার্গ দিয়া গৃহমধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। পূর্ব্ব রাত্রে খড়খড়ি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয় নাই, বায়ু প্রবেশ করিয়া খড়খড়ি শট্ শট্ শব্দ করিতেছে। নূতন স্থান, সহজেই দেখিবার ইচ্ছা বলবতী। শয্যা-উপভোগ ত্যাগ করিয়া খড়খড়ি তুলিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইলাম। দেখিলাম প্রাতঃ-সূর্য্য-কিরণে জগৎ হাসিতেছে। নীল-নভোমণ্ডলে মেঘের নাম মাত্র

নাই। গাড়ী ঘোঁড়ার ঘড়ঘড়ানি বা লোকের কলরব নাই। কেবল বেগে বায়ু বহিয়া শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। হোটেলের হাতার (Compound) মধ্যে এক দল নরনারী টেনিস খেলার উদ্যোগ করিতেছে ও একদল বাল-বালিকা লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিয়াছে। হাতার পরেই লোক-শূন্য রাজমার্গ। তৎপরেই জিনীভা হ্রদের ঘোর নীল বিশাল বক্ষ, ভূতলে নভোমণ্ডলের শোভা পাতিয়া বসিয়াছে। সবেগ-বায়ুসংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উত্থিত হইয়া, নভোমণ্ডলরূপী হ্রদবক্ষে ভাঁঙ্গা-ভাঁঙ্গা মেঘের সৃজন করিতেছে। হেমচন্দ্র হইলে, নবীন হইলে তখনই কবিতা লিখিতে বসিতাম, কিন্তু এ পোড়াকলমে কবিতার ক আইসে না। কবিতার সহিত যাহার ভাসুর ভাদ্র-বধূ সম্পর্ক সেই ভূগোলের কথা মনে হইতে লাগিল। তারিণীচরণের ভূগোলবিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বাল্যকালের উচ্চতম আশা প্রবেশিকাপরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ষ্টুয়ার্ট সাহে-বের ভূগোল সম্মুখে রাখিয়া, ঢুলিতে ঢুলিতে যে জিনীভা হ্রদের নাম মুখস্থ করিতে মুখ ভোতা

হইয়া গিয়াছে, গবাক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যথার্থই সেই জিনীভা হ্রদ স্বচক্ষে দেখিতেছি বলিয়া যেন হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। এই কি সেই ভূগোলের জিনীভা হ্রদ? তবে ভূগোলেও সত্য কথা থাকে?

আপাততঃ এই সকল চিন্তা বন্ধ রাখিয়া প্রাতঃকৃত্যে মনোযোগ করা গেল। গরম জলের জন্য ঘণ্টা বজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিবার আবশ্যক হইল। চারিধারে চাহিয়া দেখি কোথায়ও ঘণ্টা বাজাইবার যন্ত্র বা হাতল নাই। অবশেষে শয্যার পার্শ্বে হস্তি দন্ত নির্ম্মিত বটীকাবৎ এক ক্ষুদ্র হাতল (Knob) দেখিলাম। টিপীবা মাত্র নিম্ন তলে গগন বিজয়ী ঝন্ ঝন্ শব্দ হইয়া উঠিল। বুঝিলাম ঘণ্টা বাজাইবার বৈদ্যুতিক বন্দোবস্ত। তৎক্ষণাৎ ভৃত্য আসিয়া দ্বারে টোকা দিয়া কি আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিল ও আজ্ঞা পাইয়া নিমেষ মধ্যে গরম জল আনিয়া দিল। গরম জল সংযোগে মুখহাত ধুইয়া, বেশ ভূষার পারিপাট্য করিয়া নিম্নতলে ছোটহাজ্‌রি খাইতে নামিলাম। তখন দেখিলাম আমাদের কুটীর তিন তোলায়।

ফরাশী ছোটহাজরি বা Cafe au lait—এর বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি; *সুইসছোটহাজরি সকল বিষয়েই তাহার সমান, কেবল এক বিষয়ে প্রভেদ। দেখি, দুধ, রুটি, কফি ইত্যাদির সহিত একটা বাটীতে ঝোলা গুড়ের মত কি রহিয়াছে অথচ গুড় নহে বেশ বোধ হইল। অপরিচিত-গুড়েরবাটী—আপাতত ইহাকে গুড়ের বাটীই বলা যাউক—সরাইয়া অগ্রে ছোটহাজরির পরিচিত অঙ্গ ধ্বংস করা গেল। পরে গুড়ের বাটী হইতে কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিয়া দেখি সেটা মধুর বাটী। মুড়ির বদলে রুটী দিয়াই মধু খাইলাম—মুক্তার বদলে শুক্তা হইল।

আহারাদির পর হোটেল হইতে নগর দর্শনে বাহির হইতেছি, এমন সময় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দ্বারপাল (Porter) সসম্ভ্রমে সম্মুখে আসিয়া একখানা পুস্তক হাতে দিয়া বলিল "ইহাতে হোটেলের বর্ণনা, এবং জিনীভা ও জিনীভার নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহা যাহা দেখিবার আছে, সমস্ত তালিকা আছে।" একটা বড়

* অর্থাৎ সুইজারলেণ্ড দেশের।

সুবিধা হোটেলের প্রায় সকল ভৃত্য গুলিই ইংরাজী বলিতে পারে। কেতাব হাতে, হোটেল হইতে বাহির হইয়া হ্রদের ধারে বেঞ্চে বসিয়া, হোটেলের বন্দোবস্ত পড়িতে লাগিলাম। হোটেলের চার পাঁচ সেট্ গাড়ী—প্রতিদিন তিন চারি বার নির্দ্ধারিত সময়ে হোটেল-অতিথি-নর-নারী দলেদলে সেই গাড়ী চাপিয়া বিনা ব্যয়ে সহর ও সহরতলী দেখিয়া আসিতে পারেন। হোটেলেই পোষ্টআফিস, তার আফিস, টেলিফোন আফিস, রেলের টিকিট লইবার আফিস। হোটেলের নিজের, জমি, বাগান, চাষ বাস আছে। নিজের চাষে কপি আলু শাকৃশবজি উৎপন্ন। ঘরগাই-এর দুধ—ঘরেই মাখন ঘোল প্রস্তুত হয়। অনেক রোগী আছেন, যাঁহাদের কেবল নির্জ্জলা দুধ, বা নির্জ্জলা ঘোলের চিকিৎসা হয়; তাঁহাদের পক্ষে এই হোটেল বিশেষ উপযোগী। বাত রোগী, কাশ রোগী বা অন্য কোন সঙ্কটরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য, জলচিকিৎসার (Hydropathic establishment) বিশেষ বান্দোবস্ত। প্রতি তলায় গরম জল ও ঠাণ্ডা জলের দুই তিনটি করিয়া স্নানাগার।

উঠিতে নামিতে শিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয় না, কলে উঠা নামা (Hydraulic lift)। অনুচর-বর্গ ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইংরাজীওয়ালাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। খেলাইবার জন্য দুই তিনটা টেনিস্ (Tennis Court) ও ক্রোকে ময়দান। হোটেলের অবস্থান অতি মনোহর—হ্রদের গর্ভে বলিলেই হয়; এই হোটেল জিনীভা মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। প্রত্যেকট্রেন ও ষ্টীমারের সময়,হোটেলের ব্যস্ (Omnibus) ষ্টেশনে ও হ্রদের জেটীতে উপস্থিত থাকে।পরিবারবর্গ লইয়া, ঘরের ন্যায় থাকিবার বিশেষ সু-বন্দোবস্ত। দর মনাসিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জিনীভা নগর পরিদর্শন—নগরের অবস্থান—জিনীভা হ্রদের স্থানীয় নাম—পুলের সংখ্যা—চতুর্দ্দৈড়, রাঠমিউজিয়ম ও থিয়েটার গৃহ—Promenade des Bastions নামক উদ্যান——জিনীভা ইংরাজের আড্ডা—আমেরিকাবাসী বা হয়াংকি ও ইয়াংকিটোয়াং—ইংরাজ ও ইয়াংকির অহমহ—টিফিন।

হোটেলের বিবরণ পাঠ শেষ করিয়া, হ্রদের দক্ষিণ তীরের রাস্তা দিয়া চলিলাম। বড় হোটেল, বড় বড় বাড়ী, প্রধান প্রধান দোকান হ্রদের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের মুখশ্রী বৃদ্ধি করিতেছে ও হ্রদের সহজ শোভা দ্বিগুণিত করিতেছে। একটী একটী করিয়া ক্রমে ছয়টী পুল পার হইলাম। প্রত্যেক পুল দিয়াই লোক এপার ওপার হইতেছে। জিনীভা হ্রদের স্থানীয় নাম লাক্-লেমাঁ (Lac Leman) অর্থাৎ লেমাঁ হ্রদ। যে স্থানে রোন্ নদী (River Rhone) লেমাঁ হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে জিনীভা নগরের অবস্থান। দক্ষিণ ও বাম উভয় তীরেই নগর। ট্রাম পথ, একটী পুল দিয়া নগরের এপার

হইতে ওপার যাইতেছে। হোটেলের সম্মুখে হ্রদ বেশ প্রশস্ত। কিন্তু হোটেল হইতে অল্প দূর যাইতে না যাইতে হ্রদের প্রশস্ততা কমিয়া আসিতে ও স্রোতের বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে অর্দ্ধ মাইল যাইতে না যাইতেই হ্রদ ছাড়িয়া, নদীর উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে স্রোতের বেগ যেমন, জলের কলকল ধ্বনীও সেইরূপ—বিস্তৃত হ্রদের জল, সেই অপ্রশস্ত অংশ দিয়া ভাঙ্গিতেছে। নদীর তীর ধরিয়া যতদূর যাওয়া যায় গেলাম। নদী অদর্শন হইল, আমিও ফিরিলাম। শীঘ্রই নগরের গুলজার-অংশে ফিরিয়া আসিয়া, পুল-পথ দিয়া পার হইয়া, নগরের অপর পারে গেলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে এক চতুর্ব্বেড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,যে চতুর্বেড়ে রাঠমিউজিয়ম্ (Rath museum) ও এক বিশাল থিয়েটার গৃহ। পারিসে যেরূপ চতুর্বেড় দেখিয়াছি—ঘাষ শূন্য, গাছ শূন্য, সানবাঁধান, কঠিন কর্কশ, যেন শেলের ন্যায় চক্ষুকে বিদ্ধ করে—এ চতুর্বেড়ও সেই প্রকার। মাঠের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। যে দুই চারিটী লোক

চলিতেছে তাহারা যেন টিম্ টিম্ করিতেছে। দিবা দ্বিপ্রহরের তীব্র সূর্য্যালোক, বাঁধান সানে প্রতিঘাত হইয়া লোকের চক্ষু ঝলসাইতেছে। চতুর্ব্বেড়ের একদিকে Promenade des Bastions নামক উদ্যান। প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বেই বিজ্ঞাপন "আজ রাত্রে ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজিবে ও কন্সার্ট হইবে। বিনা দক্ষিণায় সাধারণের প্রবেশ অধিকার।" প্রবেশ করিয়া দেখি পারিসীয় বাগান আদর্শ করিয়া, এই বাগান রচিত। সেইরূপ গাছের সারি, জলের ফুয়ারা, বিচরণের পথ, সেইরূপ তৃণশূন্যতা—শিল্পের বাড় ও প্রকৃতির হার। পারিসের যে কোন বাগান হ্রস্বাকার করিয়া লইলে ইহার রচনা হইল। বহুসংখ্যক নরনারী, দুই প্রহরের রৌদ্রে বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। বেশবিন্যাস, চলাফেরা, আকার-ইঙ্গিতে বেশ বুঝা গেল যে তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজ। হোটেলের অধিকাংশ অতিথি ইংরাজ, রাস্তার অধিকাংশ মুখ ইংরাজী, বাগানে ইংরাজের আধিক্য, রাত্রে ইংরাজী কন্সার্ট ও ব্যাণ্ড— এই সকল দেখিয়া জিনীভা, গ্রীষ্মকালে ইংরাজের

বিশেষ আড্ডা বলিয়া বোধ হইল। যে দিকে যাই প্রতি পদে ইংরাজের মুখ। যে কয়দিন পারিসে ছিলাম ইংরাজের মুখ দেখি নাই বলিলেই হয়। সেই জন্য ইংরাজের বহুলতা আজি চক্ষে এত অধিক ঠেকিল। বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতে দেখিয়া ইংরাজ মনে করিলাম, কিন্তু শীঘ্রই পরিচয় পাইলাম তিনি আমেরিকাবাসী। পরিচয় না পাইলেও বোধ হয় তাঁহার আমেরিকাবাসীত্ব শীঘ্রই জানিতে পারিতাম। তাঁহার সানুনাসিক উচ্চারণে কাহারও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। "ইয়াংকি" (Yankee), আমেরিকাবাসীর ইংরাজ-প্রদত্ত অপনাম (Nick-name)। তাহাদের সানুনাসিক উচ্চারণ, সেই জন্য ইংরাজীতে ইয়াংকি-টোয়াং (Yankee twang) নামে অভিহিত। এক জাতি, এক বংশসম্ভূত হইয়াও, ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসীর কেমন প্রতিযোগীতা যে পরস্পর কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। জ্ঞাতিবিরোধ বড় বিষম। এদিকে মুখে ভাইটি

বলা আছে, আর পেছু ফিরিলেই ইয়াংকি টুকু বলা চাই। আমেরিকার নব-অভ্যুদয়ে, ইংরাজ মরমে মরা কিন্তু মুখ সাপটে খুব দড়। দ্বীপবাসসম্ভূত অহমত্বপূর্ণ ইংরাজ, তোমার আমার নিকট অহংবর্ণনা-বাজী মাৎ করিয়া তুলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিযোগী-ভ্রাতা ইয়াংকির নিকট জুজুটি—যেন জোঁকের মুখে চুন পড়িল। অহমের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করিতে তিনি যে বিষয়ের অবতারণা করেন, তাঁহার প্রতিযোগী-ইয়াংকি-ভ্রাতা সেই বিষয় লইয়াই তাঁহার নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। কাজে কাজেই বড়-ভাই-ইংরাজ, ছোট-ভাই-ইয়াংকির নিকটে চুপ।

যে আমেরিকাবাসীর সহিত আলাপ হইল বলিতেছিলাম, তিনি ইউরোপ, আমেরিকা (উত্তর, দক্ষিণ), চিন, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি রীতিমত পর্য্যটক। প্রতি বৎসর বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, আমেরিকা হইতে যাত্রা করেন ও দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া নবেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া যান। ক্রমাগত

চারিবৎসর এইরূপ করিয়াছেন, এই বৎসর তাঁহার পঞ্চম বৎসর। ইণ্ডিয়ায় আমার বাস জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পূর্ব্ব-ইণ্ডিজ (East-Indies) না পশ্চিম-ইণ্ডিজ (West-Indies)"। পূর্ব্ব-ইণ্ডিজ শুনিয়া বলিলেন "তোমাদের দেশে আমি কখনও যাই নাই, একবার যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমাদের শাসনপ্রণালী কিরূপ, সাধারণতন্ত্র (Republic) না রাজতন্ত্র? কি ভাষা, কেমন দেশ"। নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহার যথাবিধি উত্তর পাইলেন। তাঁহার এ জ্ঞান ছিল না, যে ইংরাজ আমাদের রাজা। ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহি, সকল দেশের সংবাদ রাখি, রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করি, দুই চারিটা বুদ্ধির কথাও কহি, ইউরোপে পাঁচজনের মাঝে একজন হইয়া ভ্রমণ করিয়াও বেড়াই, অথচ আমরা অন্যজাতির পদানত—ইহা যেন তিনি সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সকল কথা হইতে হইতে ক্রমে বেলা ১টা হইল। টিফিনের সময় উপস্থিত দেখিয়া উভয়ে নিজ নিজ স্থানে টিফিন খাইতে গমন করিলাম। টিফিন খাইবার পূর্ব্বে একটা

কথা বলিয়া রাখি। ইংরাজের অহমত্বের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে বলা উচিত আমেরিকাবাসীর এতাধিক অহমত্ব, যে ইংরাজকে শিক্ষা দিতে পারেন। ইংরাজ যদি অহমত্বপূর্ণ হন, তাঁহার সাগর-পারের ভ্রাতা অহমত্ব পরিপূর্ণ—ছাপাইয়া পড়িতেছে। লণ্ডনে থাকিতে এক দিন এক ইয়াংকির সহিত গল্প হইতেছে। আমি ও আমার একটী দেশীয় বন্ধু, তখন আমরা একত্রে থাকি। তিনি বলিলেন "আপনার বন্ধু কোথায় থাকেন"। উত্তর দিলাম "তিনি কেম্ব্রিজে পড়েন"। ইয়াংকি বন্ধু উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তিনি আমার স্বদেশবাসী, আমারও বাড়ী আমেরিকান্ত-র্গত ইউনাইটেড-ষ্টেটের প্রদেশবিশেষ ম্যাসা-চুসেটে (Massachusette); কেম্ব্রিজ ম্যাসাচুসেট প্রদেশ মধ্যে"। আমি বলিলাম "আমার বন্ধু সে কেম্ব্রিজে পড়েন না, এদেশে কেম্ব্রিজ বলিয়া একটা বড় খ্যাতনাম বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তিনি সেই কেম্ব্রিজে পড়েন।" ইয়াংকি বন্ধু উত্তর দিলেন, তিনি জানিতেন না এ দেশেও কেম্ব্রিজ

আছে। আমি ত অবাক্ হইলাম! এদিকে শুনিতে পাই—চক্ষেও দেখিয়াছি—আমেরিকা-বাসীরা বড় দেশপর্য্যটক, দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়ান, অথচ এ সকল প্রধান প্রধান সংবাদ রাখেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলাসের গাড়ী—মিউজিয়ম্, কালেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিবার স্থান—স্থইস্‌ডিনারে ভোগের আগে নিবেদন—ব্যাণ্ড ও কন্‌সার্ট—টাওয়ার অফবেবল—রাত্রিচারিণী দুর্ভাগিনী।

টিফিন সারিয়া পদদ্বয়ের বিশ্রামার্থে একখানা গাড়ী ভাড়া করা গেল। গাড়ীর একটা কথা এই স্থলেই বলিয়া রাখি। পূর্ব্বে যে ভোয়া-টুরের (Voiture) কথা বলিয়াছি, ইহা সেই শ্রেণীর গাড়ী। প্রভেদের মধ্যে রৌদ্রের সময় বেড়াইবার জন্য উপরে একটা চাঁদোয়া টাঙ্গান। চারি কোণে চারিটা দাণ্ডা। ঝালরওয়ালা সাদা-কাপড়ের

চাঁদোয়া সেই দাণ্ডার উপর বাঁধা। ফুট্‌ফুটে চাঁদোয়া ও খুট্‌খুটে ঘোড়া দেখিয়াই মনে হইল, যেন সূর্য্যের উত্তাপে শিথিল-গ্রন্থি হইয়া সুইজারলণ্ডবাসী, চাঁদোয়ার নিম্নে বসিয়া অর্দ্ধ-নিমিলিত চক্ষে তালপাতার পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে, সারথি চালিত রথে চাপিয়া, বিলাস-বিচরণে বাহির হইয়াছেন। সূর্য্যের উত্তাপের সহিত, আকাশের নির্ম্মল নীলবর্ণের সহিত, যেন বিলাসিতার বিশেষ সম্পর্ক। যাহা হউক এ পক্ষের বিলাসিতা নহে, গরজ। নিজে পরিশ্রান্ত হই আর নাই হই, চিরদাস পা-দুখানির মুখ চাহিয়া, গাড়ী করিতে হইল। দ্বারপাল প্রদত্ত সহায়-পুস্তকের তালিকা দেখিয়া, নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান দৃশ্য দেখিলাম। সবিস্তার বর্ণনা করিয়া কালি কলম খরচ করিবার ইচ্ছা নাই ও পাঠকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবারও সময় নাই। সংক্ষেপে মূল কথা বলিয়া শেষ করিতেছি। রাঠমিউজিয়মে—লিপি-কুশল শিল্পীদের চিত্র ও শিল্পজাত দ্রব্য; বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবন—ইহার প্রকাণ্ড হলটি দেখিবার জিনিষ; মেডিকেল কালেজ—আধুনিক উন্নত মতে

সজ্জিত; রসায়ন-কালেজ—যেমন শুভদর্শন নির্ম্মাণ কৌশল, তেমনি ভিতরের বন্দোবস্ত (বিলাতের পত্র প্রথম ভাগে ইহার উল্লেখ দেখিবে); পুস্তকা-লয়ে—স্বর্ণ অক্ষরে নাম লেখা পরিপাটীরূপে বাঁধান পুস্তকের স্তবক দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হইল; রিফরমেশন হল—তিন চার হাজার লোকের বেস সমাবেস হইতে পারে; নির্ব্বাচন ভবন—নির্ব্বাচণের সময় করদাতাগণের ভোট দিবার স্থান, কম বেশী দশ বার হাজার লোক ধরিতে পারে; জাতীয় কীর্ত্তি—১৮১৪ সালের ১২ সেপ্টে-ম্বর জিনীভা নগর স্থইসসমবেতে যোগ দান করে, তাহার স্মরণ চিহ্ন-স্বরূপ দুইটী ব্রনজ নির্ম্মিত ভীম প্রতিমূর্ত্তি—একটী সমবেত ও অপরটী জিনীভা নগর লক্ষ্য করিয়া—রচিত, হ্রদতীরস্থ ইংরাজ-উদ্যানে (Jardin Anglais) ইহার অবস্থান। আক্রমণফুয়ারা—১৬০২ সালে ডিউক অফ্ স্যাভয়ের (Duke of Savoy) রাত্রিযোগে আক্র-মণ ও পরাজয় চিহ্ন; ব্রনজুইক কীর্ত্তি—ডিউক অফ্ ব্রনজুইকের (Duke of Brunswick) ইচ্ছা ও প্ল্যান মতে নির্ম্মিত; পানোরামা-ভবন (Pano-

rama)—১৭৭৪ সালে ফরাশী সৈন্য সুইজারলণ্ডে প্রবেশ করে, সেই দৃশ্য এই ভবনে প্রদর্শিত হয়। এই সকল দেখিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। হোটেলের শিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই শুনিলাম ডিনারের জানান ঘণ্টা হইল। ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেই দ্বিতীয় ঘণ্টা হইয়া গেল। ডিনার-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, কেহ আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন, কেহ বা করিতেছেন। ওয়েটার আমার আসন দেখাইয়া দিল। ক্রমে প্রায় ৬০ জন লোক টেবিলের দুই ধারে আসিয়া বসিল। সুপ-(Soup)-প্রমুখ ডিনার আরম্ভ হইল। ইংরাজ-ডিনারের বর্ণনা "বিলাতের পত্র" পাঠকের অগোচর নাই। ফরাশী ডিনারের বর্ণনাও পূর্ব্বে দিয়াছি। সুইস-ডিনার ও বিলাতি-ডিনারে প্রভেদ এই, যে আস্ত মৎস্য ও আস্ত জয়েণ্ট * নিমেষের জন্য টেবিলের শোভাবর্দ্ধন করিল—যেন অতিথিদিগকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হইল। নিবেদনের পর মৎস্য

* ভক্ষ্যজীবের আস্ত অংশ বিশেষ।

ও জয়েণ্ট অন্তর্ধান হইল। অল্পক্ষণ পরেই খণ্ড খণ্ড হইয়া, সেই সকল দ্রব্য অতিথিদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে মনেই এই প্রথার একটা মীমাংসা করিলাম। অতিথিরা পাছে বাসী ও পূর্ব্বদিনের অবশিষ্ট মনে করেন, সেই জন্য আস্ত মৎস্য মাংস তাঁহাদের সম্মুখে আনা হয়। আমার বিশ্বাস আমি নিবেদনের সার বুঝিলাম, তবে যদি অন্য কারণ থাকে বলিতে পারি না।

ডিনার শেষ হইতে প্রায় ৮টা বাজিল। তখনও বেশ অন্ধকার হয় নাই। টুপী ছড়ি লইয়াই Promenade des Bastions-উদ্যানে ব্যেণ্ড ও কন্‌সার্ট শুনিতে বাহির হইলাম। স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, তখনও কন্‌সার্ট আরম্ভ হয় নাই, কাতারে কাতারে লোক আসিয়া কেহ কন্‌সার্টহলে, কেহ বাহিরে চাঁদোয়ার নিচে বসিতেছে, কেহ বা যোড়ে বিযোড়ে বিচরণ করিতেছে। কন্‌সার্ট শ্রবণ আশায় আধ-অন্ধকার আধ-আলো গাছের তলায় বিচরণ করিতেছি, দেখি আমার পূর্ব্ব পরিচিত "ভগ্নীদ্বয়" ও

"ভ্রাতাও" গাছতলায় পাচালি করিতেছেন। নিতান্ত একা বেড়াইতেছিলাম, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া সে কষ্টটা দূর হইল। কন্সার্ট আরম্ভের সময় হইয়া আসিল, আমরা চারিজনে হলে গিয়া বসিলাম। অনেক কষ্টে স্থান পাইলাম। শ্রোতাদের মধ্যে ইংরাজের অভাব নাই। দুই তিনজন করিয়া লোক এক এক টেবিলে। টেবিলে পানীয়সুধা, কফি, চুরোট, চুরোটক ইত্যাদি সাজান। ইংরাজের টেবিলে বল দেখি কি? ফেনমস্তক গ্লাসপূর্ণ বিয়ার। বারান্তরাল হইতে বার-রমণীরা সুধা বণ্টন করিতেছে, অনুচরবর্গ প্রতিঅভ্যাগতের নিকট সেই সুধা বিতরণ করিয়া আপনার পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইতেছে। চুরোট চুরোটকের ধূমে গৃহ পূর্ণ। কন্সার্ট বা ব্যাণ্ড বাজিবার সময় লোক নিস্তব্ধ—ছুঁচ পড়িলে শব্দ শুনা যায়। ব্যাণ্ড বিশ্রামার্থে থামিল, অমনি কোলাহল হইয়া উঠিল—সুইস, ফরাসী, জার্ম্মেন, ইটালীয়ান, রুস, বাঙ্গালি একত্রে কথা কহিয়া টাওয়ার অফ্ বেবল (Tower of Babel) করিয়া তুলিল।

তিন চারিটা গত্ শুনিয়া, বন্ধুত্রয়ের নিকট বিদায় লইয়া, রাত্রি প্রায় ১০টার সময় হোটেল অভিমুখে ফিরিলাম। রাস্তায় লোক জনের গতি বিধি প্রায় বন্ধ, কেবল স্থানে স্থানে রাত্রিচারিণী দুর্ভাগিণীরা, কোটরগত চক্ষু ও রক্ত শূন্য গণ্ডে রং মাখাইয়া, কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া, স্ব স্ব প্রার্থনা কন্সার্টপ্রত্যাগত লোকের গোচরে আনিতেছে। হতাশ হইয়া অবশেষে কাতর স্বরে দুই পেনী ভিক্ষা করিতেও লজ্জিত নহে। লণ্ডনে এই ভীষণ দৃশ্যের বহুলতা দেখিয়া, জিনীভার দুর্ভাগিনীদের কষ্টে যেন আর কষ্ট বোধ হইল না। কেবল লণ্ডনের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে হোটেলে উপস্থিত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৩ই জুন ১৮৮৪

জিনীভা

রুসো দ্বীপ—বড় লোকের নামে রাস্তার নাম—জলপথে লুজ্যান যাত্রা—জাহাজে আমোদ—লুজ্যানে চড়ুই ভাতি—জিনীভা প্রত্যাগমন।

প্রাতে উঠিয়া হ্রদে স্নান করিতে বাহির হইলাম। এদেশে স্নানের ব্যবস্থা "বিলাতের পত্রে" বলিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই। স্নান করিতে করিতে লক্ষ্য করিয়া দেখি, হ্রদের মধ্যে দুইটা দ্বীপ। দ্বীপ দুইটী অবশ্য গত কল্য চক্ষে পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তত লক্ষ্য করি নাই। পুল দিয়া দুইটি দ্বীপের উপরই যাইবার পথ দেখিলাম। স্নানান্তে দ্বীপ দেখিতে গেলাম। প্রথম দ্বীপটির নাম রুসো (Rousseau) দ্বীপ। দ্বিতীয় পুলের শাখাপুল দিয়া এই দ্বীপে যাইবার রাস্তা। দ্বীপের মধ্যস্থলে পণ্ডিতবর মহাত্মা রুশোর প্রতিমূর্ত্তি—সেই জন্যই ইহার নাম রুসো দ্বীপ। গ্রাণ্ডরু (Grande rue) নামক রাজ পথের ৪০ নং বাটীতে

তাঁহার জন্ম—এখনও লোকে তাঁহার নামে সেই বাটি দেখাইয়া দেয়। তাঁহার নামে জিনীভার রাস্তাও দেখিলাম। ফ্রান্সও সুইজারলেণ্ডদেশে খ্যাতনামা পণ্ডিতদের নামে রাজ পথের নাম-করণপ্রণালী, বড় সুন্দর বোধ হইল। এইরূপে জীবিত বা মৃত মহাত্মাদের সম্মান করিয়া, তাঁহারা নিজেরই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এত দিন ইংলণ্ডে থাকিলাম. লণ্ডনে ঘুরিলাম, কৈ কখনত "সেক্সপিয়ার রোড্", "বেকন্ রোড্" "গ্লাড্-ষ্টোন রোড্" বা "বিকন্সফিল্ড রোড্" চক্ষে ঠেকিল না? ইংরাজের ইহা এখনও শিখিবার বাকি।

রুসোদ্বীপে বেশ বেড়াইবার স্থান, বসিবার বেঞ্চ, গাছের ছায়া। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের স্থান অবশ্যই আছে—সেটা এদেশে স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। দুই প্রহরের রৌদ্রে,—ফুর্ ফুর্ বায়ু বহিতেছে, জলের কল কল শব্দ হইতেছে—গাছতলার বেঞ্চে বসিয়া আরাম করারূপ উপ-ভোগ, প্রাতঃস্নানের পর ভোগ করিতে পারিলাম না—শীত বোধ হইতে লাগিল। এ দ্বীপ ছাড়িয়া

দ্বিতীয় দ্বীপে গেলাম। সেই দ্বীপের উপর দিয়া দুইটা পুল গিয়াছে। প্রথমটা অপেক্ষা এই দ্বীপ অনেক দীর্ঘ। পুলের মেরামত হইতেছে বলিয়া দ্বীপের উপর যাইতে পারিলাম না। ক্রমে বেলা ৯টা হইল। * প্রথম পুলের নিকট আসিয়া দেখি একখানা জাহাজ জেটিতে লাগিয়া বংশীধ্বনি করিয়া যাত্রী একত্র করিতেছে। জাহাজের চোং দিয়া ধুঁয়া উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ হইল। আমিও তাহাদের দল পুরু করিলাম। জাহাজ লুজ্যান (Lousane) নামক নগরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নোঙ্গর উঠিল, জেটী হইতে তক্তা নামিল, মঁ-ব্লং-(Mont Blanc) নামক জাহাজ জেটী ছাড়িয়া মঁ-ব্লং-নামক পুল অন্তরে রাখিয়া চলিল। যাত্রীদের হুর্‌রা ধ্বনী —বলিতে যাইতেছিলাম হরিধ্বনী—উঠিল, রুমাল, পকেট ছাড়িয়া শূন্যমার্গে উড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জিনীভা অদর্শন হইল এবং হুর্‌রাধ্বনী ও রুমাল উড়ান, আপনা আপনি বন্ধ

* এই পুলের নাম "মঁব্লং"।

হইল। অপর আনন্দের দিকে তখন যাত্রীদের মন পড়িল। তাহারা দলে দলে ভাগ হইয়া পড়িল। একদল, ব্যাণ্ডোর * (Bandore) বাজাইতে উন্মত্ত হইল। আর একদল যোড় বাঁধিয়া ব্যাণ্ডোর তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ গান ছাড়িল, কেহ তান ছাড়িল। আমরা একটা দল বাঁধিয়া, তাস খেলা আরম্ভ করিলাম। আট দশ জনে যে খেলার সুবিধা, এমন কোন খেলার প্রস্তাব হইল। ন্যাপ খেলায় সকলের মত হইল। ন্যাপ খেলা বোধ হয় অনেক পাঠকের জানা নাই। এক একখানি করিয়া প্রত্যেককে পাঁচখানি তাস বাঁটিয়া দিতে হয়। তাস দেখিয়া একে একে পরের পর ডাক্ দিতে থাকেন—"আমি দুইখানি পিঠ রাখিতে পারিব", "আমি তিনখানি" ইত্যাদি। যে তাস দিল তাহার শেষ ডাক্। যাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডাক্ হইল, সে খেলিয়া পিঠ কুড়াইতে আরম্ভ করিল। যে তাসখানি অগ্রে খেলা হইল, সেইটি

---

* বেহালার ন্যায় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।

রং। ডাক্ মত পিঠ যোগাড় করিতে পারিলে তাহার জয়, নচেৎ পরাজয়। জয় হইলে যত বাজী —দুই পয়সা হউক দুই টাকা হউক,—প্রত্যেককে সেই হিসাবে, যাহার জিত হইল তাহাকে, দিতে হয়। এক পয়সা বাজী থাকিলে যে ব্যক্তি জিতিল, তাহার যদি 'তিন' ডাক্ হয় তাহা হইলে অপর অপর সকলে তাহাকে তিন পয়সা হিসাবে দিতে হইবে। পাঁচ খানা পিট পাইব এমন হাত হইলে তাহাকে 'ন্যাপ হাত' বলে ও সে ব্যক্তি ডাকে "আমি ন্যাপ যাইব।" তাহার জিত হইলে সে পাঁচ পয়সা না পাইয়া দশ পয়সা পাইবে। 'ডাক্' দিয়া হারিলে ডাকমত বাজী হারিতে হইবে। ন্যাপ হাতের বেলাও এই নিয়ম। ন্যাপ খেলা চলিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি দূরবীক্ষণ লইয়া চারিধার দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল * "ঐ মণ্ট ব্লং" দেখা যাইতেছে। নৃত্য,গীত,বাদ্য,খেলা ছাড়িয়া সকলেই "মণ্ট ব্লং" দেখিতে উঠিল। যাহাদের দূরবীক্ষণ ছিল, চক্ষে

---

* আল্পস পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতম শিখর।

লাগাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিলেন "স্পষ্ট দেখা যাইতেছে", কেহ বলিলেন "সামান্য মাত্র," কেহ বলিলেন "আসলেই দেখা যাইতেছে না।" একটা দূরবীক্ষণ ধার করিয়া "মণ্ট ব্লং"-এর চেহারা দেখিবার বড় সাধ হইল। আমার অদৃষ্টে মণ্টব্লং দর্শন নাই। মণ্টব্লংএর পরিবর্ত্তে ধূঁয়া দেখিলাম—জগন্নাথ দর্শনে গিয়া কেবল পুঁইখাড়া দেখিলাম। যাহা হউক মণ্টব্লং দর্শনের হুচুক ক্রমে কমিতে লাগিল। আমরা স্ব স্ব কাজে আবার নিযুক্ত হইলাম। ন্যাপ খেলা পরিবর্ত্তন করিয়া কতক্ষণ * "ভ্যাঁটিয়ঁ" খেলা হইল। পরে তাস খেলা ছাড়িয়া "ফলক্রীড়া" (Game of consequences), "বংশী-বৃক্ষ ক্রীড়া" (Game of whistle tree) রূপ নানাবিধ আমোদ আরম্ভ হইল। ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইয়া আসিল। আউচি (Ouchy) নামক গ্রামের জেটীতে, আমাদের জাহাজ গিয়া লাগিল। জাহাজ হইতে নামিয়া এক মাইল দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া,

---

* আমাদের দেশের নক্স।

লুজ্যান নগরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে পিক্-নিক্ পার্টি বা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা হইল। আহারাদির পর কেহ বেড়াইতে গেল, কেহ ঘাসের উপর শয়ন করিয়াই নিদ্রা দিল। যথাসময়ে আবার সকলে আউচি মুখে যাত্রা করা গেল ও ফেরৎ জাহাজে জিনীভা আসা গেল। বেলা তখন অপরাহ্ণ সাতটা। ডিনার সমাধা করিয়া, হ্রদতীরস্থ র্জাদা-আংলে (Jardin Auglais) উদ্যানে কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইটালী, সুইজারলণ্ড ও ফ্রান্স

১৪ই হইতে ২০শে জুন ১৮৮৪

জিনীভা, টিউরিন ও মার্‌স্যে (Marseilles)

পাঠক বোধ হয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; অথবা তিনি হউন আর নাই হউন, আমি হইয়াছি। একঘেয়েত্ব আর ভাল লাগে না। এত দিন বিদেশে থাকিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময়, মন চঞ্চল হইয়াছে, লিখিবার ইচ্ছা হয় না। এই সকল নানা কারণে সাত দিনের কথা এক পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

১৪ই অপরাহ্নে অনেক বন্ধুসহ রিটরণ টিকিট লইয়া * টিউরিন নগর যাত্রা করিলাম। পরদিবস দুই প্রহরের সময় টিউরিনে উপস্থিত হইলাম। পথের দুইটী মাত্র কথা বলিতেছি। প্রথম, সেনিস পাহাড়ের (Mt Cenis) টনেল ও দ্বিতীয়, মোদান (Modane) ষ্টেশনের থানাতল্লাসি।

* ইটালীর নগর বিশেষ।

পারিস ও বেলেগার্ড-ষ্টেশনে খানাতল্লাসির হস্ত হইতে যেমন সহজেই খালাস পাই, মোদানে সেইরূপ তাহার সুদ সহিত আদায় হইল। ব্যাগ খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তবে ক্ষান্ত। ব্যাগ গোছান যে কি কষ্ট তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেই কষ্ট ভোগ করিবার সময় মনে মনে অনেক গালি দিলাম। হাঁকিয়া গালি দিলেও বিশেস ক্ষতি ছিল না—বাঙ্গালা কে বুঝিবে? টিউরিনে যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য তথাকার প্রদর্শনী দেখা। অধিকাংশ সময়ই প্রদর্শনী দর্শনে কাটাইলাম। চক্ষুর তৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু বিশেষ যে কোন উপকার হইল না তাহা নিশ্চয়। ফরাশী সামান্য মাত্র জানি, ইটালী ভাষার 'ই' জানি না। জিনিষ পত্রের তালিকা পড়িয়া না বুঝিলে কেবল দেখিয়া কি লাভ? প্রদর্শনী আন্তর্জাতিক নহে, কেবল স্থানীয়, অর্থাৎ কেবল ইটালীয় দ্রব্যই তথায় প্রদর্শিত। প্রদর্শনী ছাড়িয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম—অল্প সময় মধ্যে সব সক্ মিটাইতে হইবে।

লঙ্কায় সোণা সস্তা কথার কথা, কিন্তু ইটালীতে আঙ্গুর সস্তা কাজের কথা। আমরা এক ফ্রাঙ্ক দিয়া তিন চারি থলা আঙ্গুর পাইলাম। এক এক পকেট আঙ্গুর লইয়া খাইতে খাইতে, রাজপথ হইতে রাজপথান্তর দিয়া চলিলাম। পিয়াজ্জার (Piazza) নাম অনেক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, পড়িয়া আসিতেছিলাম। শুনিয়া পড়িয়া যেরূপ হস্তপদশূন্য, জীবনশূন্য চিত্রের ধারণা সম্ভবে, পিয়াজ্জা সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা ছিল। আজি বুঝিলাম, স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলাম—ইটালীয় পিয়াজ্জা, ফরাশী Place ও ইংরাজী Squareএর স্থানীয়। কাসটেল্লো নামক পিয়াজ্জায় উপস্থিত হইয়া মনে হইল, যেন মাঠে আসিলাম—পিয়াজ্জা এত প্রশস্ত। এই পিয়াজ্জার চতুর্ধারে আপন শ্রেণীরই বা কি বাহার! হস্তিদন্তের খোদকারি কাজের অনেক দোকান। প্রতি পিয়াজ্জাতেই প্রায় একটি খ্যাতনামা পুরুষের প্রতিমূর্ত্তী। এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, পিয়াজ্জা, দোকান, রাজপথ গ্যাসালোকে আলোকিত। ফুর্ ফুর্ হাওয়া দিতেছে, নরনারী

পাচালির জন্য বাহির হইয়া পিয়াজ্জাপূর্ণ করিয়াছে। ইটালীয় মহিলা কুলের আকার গঠন হ্যেক্‌থুর'ও নয়, আহা মরির'ও নয়। মেয়েমানুষের-মেয়েলি চেহারাই ভাল দেখায়—ইটালীয় রমণীতে সেটি বেশ প্রস্ফুটিত। ইটালীয় রমণীর মুখখানি, যেন মেয়েলীমাখান। তাহারা ইংরাজিনীর ন্যায় কাটখোট্টা নহে। ইটালিনীর পোষাক ইউরোপীয় কাটে কাটা, কিন্তু তাহাতে ফরাশিনীর ফ্যাশন-রুচি নাই। ইংরাজিনীর নিখুত নিটোল গোলাপী গণ্ড ও দুগ্ধফেন বর্ণ ইটালিনীতে কোথায়?—অন্য কোন জাতিতে আছে কি না সন্দেহ। ইটালীয় পুরুষের গঠন ও পোষাক লইয়া দুই এক কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। গঠন ও পোষাক কেমন কেমন?—গঠনে সৌষ্টব নাই, পরনে পছন্দ নাই। এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক রাত্রি হইল। কোন হোটেলের টাবলচোটে আহারটা অগ্রেই করা হইয়াছিল, এক্ষণে চেষ্টা আহারের পর বিশ্রাম, নিদ্রা। হোটেল হইতে হোটেলান্তরে ঘুরিয়া কোথায়ও স্থান

পাওয়া গেল না। প্রদর্শনীর হুচুকে টিউরীণ নগর লোকে পরিপূর্ণ—হোটেলে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। অনেক কষ্টে, অনেক অনুসন্ধানের পর, একটা হোটেলে মাথা গুঁজিবার স্থান পাওয়া গেল। কোন মতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, ১৬ই প্রাতে ইটালী হইতে প্রস্থান করিয়া, তৎপর দিবস প্রাতে জিনীভায় পুনরাগমন করিলাম। ইটালী দর্শন হইল বলা অতিশয়োক্তি, স্পর্শ হইল বলিলেই ঠিক হয়। জিনীভা আসিয়াই আবার জিনীভা ত্যাগের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ১৭ই প্রাতে ১১ টার গাড়ীতে জিনীভা ত্যাগ করিলাম। ১৮ ই প্রাতে ফ্রান্স দেশস্থ মহাবন্দর মারস্যে (Marseilles) নগরে উপস্থিত হইলাম। জিনীভা ছাড়িয়া প্রায় কুল্য-ষ্টেশন পর্য্যন্ত রোন্ নদীর gorge, দেখিবার জিনিষ। এত গভীর, অপ্রশস্ত, দীর্ঘ নদীগর্ভ (gorge) পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। জিনীভা হইতে লিয়ঁ-ষ্টেশন পর্য্যন্ত রোন্ নদী প্রায় আমাদিগকে ছাড়িল না। লিয়ঁ ছাড়াইয়াই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আর বড় কিছু দেখা গেল না। গাড়ী ১৮ ই প্রাতে মারস্যে

নগরে পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে হোটেল ডে জেনেভ্ (Hotel de geneve) নামক হোটেলে গিয়া আড্ডা গাড়িলাম। দুই দিন তথায় বাস করিয়া, ২০শে দুই প্রহরের সময় মারসে্য বন্দর হইতে জাহাজে চাপিয়া, বম্বে অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। বিলাত প্রবাস অনেক দিন শেষ হইয়াছে, ইউ-রোপ ভ্রমণ আজি শেষ হইল। আমার কথাটি ফুরাল, নটে শাকটী মুড়াল।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কল্পতরু।

সামাজিক উপন্যাস।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

কলিকাতা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস-লেখক,—বিজ্ঞ, প্রবীণ, বহুদর্শী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পতরু সম্বন্ধে মত ;—

"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গলার প্রধান লোকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্য-চরিত্রের বহুদর্শিতার লিপিচাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেশী. পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার

যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা 'আলালের ঘরের দুলালে' নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শন প্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টি টুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতুমে, না টেকচাঁদে'—দুয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়,—সর্ব্বস্থানেই মুক্তাপ্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চহাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লাগিরিতে" প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। কল্পতরু বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৮১।

——(::)——

পাঁচু ঠাকুর।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ম খণ্ড পাঁচু ঠাকুর মূল্য ১৷৹

দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ৷৹ আট আনা।

২য় খণ্ডে পঞ্চানন্দের রঙ্গরসময় কবিতাগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। কবিতা ব্যতীত ইহাতে সরস চুটকি, মজাদার খোস গল্প, পঞ্চানন্দী বিলাতের পত্র প্রভৃতি নানাবিধ তীব্র বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় খণ্ড পাঁচু ঠাকুরও হাস্যরসের আধার।

পাঁচু ঠাকুর সমাজের দর্পণ,—সকলেই আপন আপন মুখ দেখিতে পাইবেন।

হাসাইতে সকলে পারে না,

হাসিতে পারে,

পাঁচুঠাকুর গ্রহণে সুতরাং অর্থের সার্থকতা।

সামান্য অর্থের মায়া

একবার,

কাটাইতে পারিলে,

বিবাদ বিসম্বাদের পর চিত্তপ্রসাদ,

ভূতগত পরিশ্রমের পর আশ্বাস,

রুগ্ন শয্যায় প্রফুল্ল মন,

অনিদ্রায় শান্তি

পাওয়া যাইবে।

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ভারত-উদ্ধার।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হাস্যরস-প্রধান কাব্য।

বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়; সকল সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। মূল্য চারি আনা; ডাকমাশুল দুই পয়সা। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় কলিকাতা ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

বিলাতের পত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ছয়। ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু এম্, এ, প্রণীত। (কটক কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ণ এবং উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অধ্যাপক, এবং বিলাতের কৃষি কলেজের উত্তীর্ণ।)

কলিকাতা ৩৪। ১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিলাতের পত্র। প্রথম ভাগ।

মুল্য ১৲ টাকা। বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ইউরোপ ভ্রমণ। মুল্য ৸০ আনা।

প্রণেতা শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু। ইহাতে ফ্রান্স, ইটালি, এবং সুইজরলণ্ডের বিবরণ আছে।

যদি কেহ ভারতে বসিয়া ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজরলণ্ড, ইটালি প্রভৃতি স্থানের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা জানিতে চান, তবে তিনি গিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত বিলাতের পত্র (১ম এবং ২য় ভাগ) ও ইউরোপ-ভ্রমণ পাঠ করুন। এই গ্রন্থত্রয় পাঠ করিলে ইউরোপীয় নরনারীর সাধারণ অবস্থা, বিষয়-কার্য্য, আহার, বিহার, ভ্রমণ, বিচার, শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র, গানবাজনা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিলাস, ভোগ, থিয়েটার, কলেজ, মেলা,—সমস্ত

বিষয়ই অবগত হইতে পারিবেন। যে ইউরোপীয় জাতি আজ ভুজবলে, বুদ্ধিবলে, বিজ্ঞানবলে পৃথিবী গ্রাস করিতে বসিয়াছে, যাহার শাসনে আজ সমগ্র পৃথিবী শাসিত, সেই ইউরোপীয় জাতির আচার ব্যবহার রাজনীতি জানা সকলেরই কর্ত্তব্য।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল মহাকাব্য বাঙ্গালা ভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন। প্রায় দুই শত বৎসর হইল এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। এতদিন এ কাব্য মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত বঙ্গের সাহিত্য গগনে বিরাজ করিতেছিল; সম্প্রতি বহুব্যয়ে, বহু পরিশ্রমে, এ কাব্য মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে।

এ মহাকাব্য ২৪ সর্গে বিভক্ত। প্রায় কুড়ি হাজার কবিতা আছে। নয়শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ। উত্তম কাপড়ে বাঁধাই। এ কাব্য ঐতিহাসিক—কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্যরসে পরিণত হইয়াছে। গৌড়ের পালবংশীয় নরপতি এ কাব্যের মূল সূত্র। ময়নাগড়ের অধিপতি কাব্যের নায়ক। মন্ত্রী মহাম্মদ, উপনায়ক। দুর্দ্দান্ত ইছাই ঘোষ, সহকারী-উপনায়ক। ময়নাগড় মেদিনীপুরের অন্তর্গত; রাজবাটীর ভগ্নপ্রাসাদ এখন জঙ্গলময়; গড়ের এখনও অস্তিত্ব আছে। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ অজয় নদীর তীরে বর্ত্তমান। হণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal নামক পুস্তকে এ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন আছে।

যেমন গ্রীক ভাষায় হোমার, লাটিত ভাষায় বার্জ্জিল, সেই-রূপ বঙ্গভাষায় ঘনরাম। বঙ্গে অপর কোন কাব্যে যে দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই, তাহা ঘনরামে আছে! অশ্বে আরোহণ করিয়া কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, বাঙ্গালী বীর-রমণীর যুদ্ধে গমন,—কোন্ কাব্যে এরূপ মনোহর দৃশ্য আছে? কুলটা কিরূপে সাধু পুরুষের মন ভুলায়, সাধু পুরুষ কিরূপে কুলটার মায়াফাঁদ অতিক্রম করে, অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্তসাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ-বিনা কিরূপে পরপুরুষের পানে মন টলে না—এ সকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র। কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।

প্রথম খণ্ডে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, এবং সত্যনারায়ণের পুঁথি এই চারি খানি গ্রন্থ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কবিকঙ্কণ চণ্ডী থাকিবে। প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ঐ চারি খানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়রস মুলক এই সুমধুর সংগীতগুলি সাধারণত বঙ্গের ভক্তমণ্ডলীর কর্ণ কুহরে আজও ধ্বনিত হয় নাই। বিদ্যাপতির ব্রজবুলির রস, আজও বাঙ্গালীর কণ্ঠ আস্বাদন করে নাই। এমন মনোহর ভাবলয়সংযুক্তপদ, এত গভীর ভাবুকতা বঙ্গের আর কোন গ্রন্থে নাই। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে, পণ্ডিত

রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্গভাষা নামক গ্রন্থে, সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গসাহিত্য নামক পুস্তকে—বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন। ভক্ত হিন্দুর গৃহে গৃহে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক প্রাচীন গীত সকল পঠিত ও গীত হউক—কাব্যরসজ্ঞ লোকের কণ্ঠে এই পদাবলী কুজিত হউক।

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৮৷৹ টাকার স্থানে ৩৲ সতিন টাকা করা হইল। গ্রাহকগণ মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি প্রণীত

ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা

এই পুস্তক পাঠে হিন্দুর হিন্দুধর্ম্মে জ্ঞান জন্মিবে।

১ম খণ্ড, মূল্য সাড়ে চারি আনা।

গ্রাহকগণ সত্বর মূল্য পাঠাইবেন। দশ খানা বা তদধিক একত্রে লইলে চারি আনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যিনি ধর্ম্ম কি, হিন্দুধর্ম্ম কি, শাস্ত্র কি, বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা" খণ্ডে খণ্ডে পাঠ করুন। ইহাতে আর্য্য-ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইবে, আর্য্যধর্ম্ম কিরূপ বিজ্ঞান-সূত্রে গ্রথিত, তাহা কীর্ত্তিত হইবে; আর্য্যধর্ম্ম যে জগতের সার

ধর্ম্ম, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। যে সকল ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র না বুঝিয়া, না জানিয়া হিন্দুশাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ; এবং অপর উপধর্ম্ম, বাজে ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদের এ গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। গ্রাহকগণ টাকা মনি অর্ডার করিয়া কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।